ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ : www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 2 December 2021 ■ আগরতলা ২ ডিসেম্বর ২০২১ ইং ■ ১৫ অগ্রহায়ন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যে যুবদের মধ্যে বাড়ছে এইডস আক্রান্তের সংখ্যা, ছয় মাসে মারণ ব্যাধিতে সংক্রমিত ৫৬০

আগরতলার সব কলেজ পড়ুয়ার এইচআইভি পরীক্ষার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরায় বেড়ে চলেছে মারণব্যাধি এইচআইভি এইডস আক্রান্তের সংখ্যা। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, আক্রান্তদের মধ্যে অধিকাংশই যুব সম্প্রদায়ের। তাই আগরতলার সমস্ত কলেজে পড়ুয়াদের এইডস-এর নমুনা পরীক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, প্রত্যেক দিন জিবি হাসপাতালে ২ থেকে ৩ জন এইচআইভি আক্রান্তের সন্ধান মিলছে। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই কলেজ পড়ুয়া। তাঁর দাবি, সিরিঞ্জের মাধ্যমে মাদক গ্রহণেই এইচআইভি সংক্রমণ কলেজ পড়ুয়াদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। আজ বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষ্যে প্রজ্ঞাভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে এ কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এইচআইভি সংক্রমিতদের উন্নততর চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে রাজ্যে একটি জাতীয়মানের প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। তাঁর কথায়, ড্রাগসের মতো অশুভ শক্তি থেকে যুব সম্প্রদায়কে রক্ষা করতে এবং এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধে মহিলা সহ সবার সম্মিলিত আন্তরিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন। সম্প্রতি এইচআইভি সংক্রমণের পরিসংখ্যানের দিকে সজাগ দৃষ্টি রয়েছে রাজ্য সরকারের। সংক্রমিতদের দ্রুত শনাক্তকরণের মাধ্যমে যথোপযুক্ত চিকিৎসা

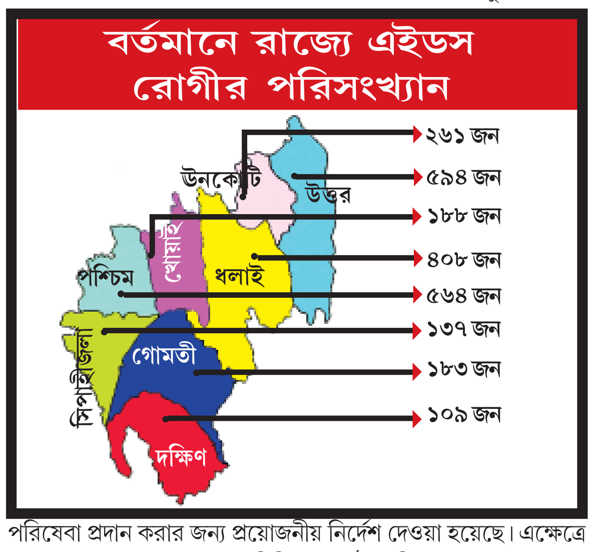

পরিষেবা প্রদান করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে এনএসএস সহ স্বেচ্ছাসেবক বিভিন্ন সংগঠনগুলিকে যুক্ত করা যেতে পারে। সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনাকে গোপন না রেখে সঠিক সময়ে চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন, যুব সম্প্রদায়ের সুনিশ্চিত এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যত নির্মাণের লক্ষ্যে স্টার্টআপ, আইটি হাব সহ নানান উদ্ভাবনী পরিকল্পনার পথে অগ্রসর হচ্ছে সরকার। তার আগে প্রয়োজন যুব সম্প্রদায়ের সুস্থ জীবনযাপন। এক্ষেত্রে ভূমিকা নিতে হবে সবাইকে। সমস্যার মূলে গিয়ে তার সমাধান নির্মূলীকরণে দফতরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তার পাশাপাশি যেখানেই অস্বাভাবিক সংক্রমণের হার দেখা যাবে সেখানে অধিক সংখ্যায় পরীক্ষার মাধ্যমে চিহ্নিতকরণ এবং সংক্রমণ বৃদ্ধির কারণ মূল্যায়নেরও নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধে অন্যতম শর্ত হল ড্রাগস এবং সিরিঞ্জের মাধ্যমে নেশাদ্রব্য ব্যবহার থেকে যুব সম্প্রদায়কে বিরত রাখা।

তাঁর মতে, চিকিৎসার পাশাপাশি এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে প্রয়োজন মানসিকতার পরিবর্তন। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, এইচআইভি সংক্রমিত বা যাঁরা ভুলবশত নেশার ফাঁদে পা দিয়েছেন তাঁদেরকে অস্পৃশ্য ভেবে দূরে সরিয়ে না রেখে সৌহার্দ্যপূর্ণ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চেকপোস্ট ও বিমানে আসা আন্তর্জাতিক যাত্রীদের থাকতে হবে হোম কোয়ারেন্টাইনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর।। করোনার নতুন রূপ ওমিক্রন নিয়ে গোটা দেশ উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফ থেকে বিভিন্ন রাজ্যে নয়া নির্দেশিকা জারি করেছে। সেই মোতাবেক ত্রিপুরা সরকারকেও নির্দেশিকা দেয়া হয়েছে। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে বুধবার প্রতিটি জেলার স্বাস্থ্য আধিকারীককে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে প্রতিটি ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট সহ আগরতলা এমবিবি বিমানবন্দর দিয়ে রাজ্যে আগত সমস্ত আন্তর্জাতিক যাত্রীদের কোভিড-১৯ আরটিপিসিআর পরীক্ষা বাধ্যতামূলক। শুধু তাই নয় তাদেরকে সাত দিনের জন্য বাড়িতে কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে। সাতদিন পর তাদের পুণরায় পরীক্ষা করা হবে। যদি নেগেটিভ রিপোর্ট আসে তাহলে তাদের আরও সাতদিন সেলফ অবজারভেশনে থাকতে হবে।

পাচার সামগ্রী নিয়ে ধস্তাধস্তি, বিএসএফের বুলেটে আহত পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১ ডিসেম্বর।। পাচার বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে আবারও রণক্ষেত্রের রূপ নিয়েছে সিপাহিজলা জেলাৰ বক্সনগর থানাধীন রহিমপুর সীমান্ত এলাকা। আত্মরক্ষার্থে বিএসএফ নন-ল্যাথেল বন্দুক থেকে গুলি চালাতে বাধ্য হয়েছে। এতে এক পাচারকারীর মাথায় বুলেট লেগেছে। তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাপানিয়া ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, সিপাহিজলা জেলার রহিমপুর সীমান্ত সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় পাচারের মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। বিএসএফের কঠোর নজরদারি সত্ত্বেও পাচারকারীরা পাচার বাণিজ্য সমানে চালিয়ে যাচ্ছে। মাঝে-মধ্যে বিএসএফের নজরে আসলে সামগ্রী ফেলে পাচারকারীরা পালিয়ে যায়। এমনই এক ঘটনা আজ বুধবার সকাল প্রায় ১০টা নাগাদ রহিমপুর সীমান্তে ঘটেছে। কাঁটাতারের বেড়ার উপর দিয়ে চোরাসামগ্রী পাচার করছিল পাচারকারীরা। তখন একটি ব্যাগ কাঁটাতারের বেড়ায় আটকে যায়। বিষয়টি নজরে আসতেই বিএসএফ জওয়ানরা ছুটে গিয়ে পাচারসামগ্রী উদ্ধার করেন।

বিএসএফ জওয়ানদের আসতে দেখে পাচারকারীরা পালিয় গা ঢাকা দেয়। কিন্তু পাচারসামগ্রী উদ্ধার করে জওয়ানরা যখন ফিরছিলেন, তখন পাচারকারীরা বিএসএফের ওপর হামলা করে বসে। পাচারকারীদের সাথে বিএসএফ জওয়ানদের ধস্তাধস্তি হয়। মূলত, পাচারসামগ্রী জবরদস্তি হাতিয়ে নেওয়ার জন্যই বিএসএফের সাথে পাচারকারীরা ধস্তাধস্তি করেছে। অবস্থা বেগতিক দেখে জনৈক বিএসএফ জওয়ান নন-ল্যাথেল বন্দুক থেকে পাচারকারীদের লক্ষ্য করে বুলেট ছুঁড়েন। এতে স্থানীয় বাসিন্দা সাইফুল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কোভিড বিধি লঙ্ঘন করে জমায়েত মামলায় বুধবার আগরতলায় আদালত থেকে জামিন নিয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী বাদল চৌধুরী, প্রাক্তন পরিবহণ মন্ত্রী মানিক দে সহ বামফ্রন্টের ৯ জন নেতা নেত্রী।

সাসপেনশন প্রত্যাহারের দাবীতে ধর্ণা জারি বরখাস্ত সাংসদদের

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর (হি.স.)।। সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভা থেকে ১২ জন সংসদের সাসপেনশন প্রত্যাহারের দাবিতে বুধবারও অনড় বিরোধীরা। এই ইস্যুতে বুধবার সকালে সংসদ চত্বরে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন কংগ্রেস-সহ অন্যান্য বিরোধী সাংসদরা। বিক্ষোভে অংশ নেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী, মল্লিকার্জুন খাড়গে, শশী থারুর প্রমুখ। এদিকে, এদিন সকালেই গান্ধীমূর্তির পাদদেশে অবস্থান বিক্ষোভে বসলেন তৃণমূলের দোলা সেন, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যসভায় প্রশ্ন উঠল পানিসাগর হিংসার, সম্পত্তি ক্ষতির বিক্ষিপ্ত ঘটনা হয়েছে, জানালেন প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর।। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের ২য় দিনে, রাজ্যসভায় ত্রিপুরার পানিসাগর সাম্প্রদায়িক হিংসার প্রশ্ন উত্থাপিত হযেছে। যেখানে কেন্দ্রীয় স্বারাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই বলেছেন যে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণ বক্তৃতা এবং গুজব ছড়ানোর জন্য কোনও নির্দিষ্ট গোষ্ঠী চিহ্নিত করা হয়নি।

সংসদ সদস্যের উত্থাপিত প্রশ্নের জবাবে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই একটি লিখিত বিবৃতিতে বলেছেন যে হিংসার সময় সম্পত্তির ক্ষতির কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটেছে। তিনি আরও জানান যে এই ধরনের ঘটনা রোধ করতে গত কয়েক সপ্তাহে রাজ্যে এই ঘটনার জন্য মোট ১৫ টি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে।

ত্রিপুরা সরকারও ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করেছে। সমস্ত ধর্মীয় উপাসনালয়ে নিরাপত্তা কভারেজ দেওয়া হয়েছে এবং মোবাইল, রাতে নির্দিষ্ট পিকেট এবং নিয়মিত টহল অব্যাহত রয়েছে। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সংসদে আরও জানিয়েছে যে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে গুজব এবং ঘৃণামূলক বক্তব্য ছড়ানো কোনও নির্দিষ্ট গোষ্ঠী চিহ্নিত করা হয়নি। তবে সোশ্যাল মিডিয়ায় গুজব, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানো বিদ্বেষপূর্ণ পোস্টের ঘটনায় ছয়টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, এর আগে সোমবার সুপ্রিম কোর্ট ত্রিপুরা সহিংসতার মামলায় স্বাধীন তদন্তের আবেদনের শুনানির পরে কেন্দ্র, ত্রিপুরা সরকার এবং ত্রিপুরা পুলিশের প্রধানকে নোটিশ পাঠিয়েছিল। বিচারপতি ধনঞ্জয়া ওয়াই চন্দ্রচূড়, এএস বোপান্নার সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ দিল্লির একজন অ্যাডভোকেট এহতেশাম হাশমির দায়ের করা আবেদনে দুই সপ্তাহের মধ্যে উত্তরদাতাদের কাছ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কোভিড বিধি লঙ্ঘন করে জমায়েত মামলায় জামিন নিলেন মানিক সরকার সহ বামফ্রন্টের ৯ নেতানেত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর।। কোভিড বিধি লঙ্ঘন করে জমায়েত এবং পুলিশের কাজে বাধা ও দৈহিকভাবে লাঞ্ছনার দায়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার সহ নয় জন সিপিএম নেতার বিরুদ্ধে পুলিশ মামলা দায়ের করেছিল। আজ বুধবার তাঁরা আদালতে হাজিরা দিয়ে জামিন নিয়েছেন। ওই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ২৫ জানুয়ারি ধার্য হয়েছে।

আদালতে জামিন নিয়ে বের হওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বলেন, ২০২০ সালের ২৬ আগস্ট সারা দেশের সাথে ত্রিপুরায় ১৬ দফা দাবিতে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেছিল সিপিএম। কিন্তু পুলিশ ওই কর্মসূচি পালনে বাধা দেওয়ায় আমরা প্যারাডাইস চৌমুহনিতে প্রতিবাদী-সভায় শামিল হয়েছিলাম। সভা শেষে পুলিশ আমাদের গ্রেফতার করে। কিন্তু কর্মীদের বিক্ষোভের মুখে পড়ে কিছুক্ষণ পর পুলিশ আমাদের ছেড়ে দেয়। তিনি বলেন, কোভিড বিধি লঙ্ঘন হবে, এই অজুহাতে পুলিশ আমাদের সেদিন কর্মসূচি পালনে অনুমতি দেয়নি। তাই আমরা এক জায়গায় জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলাম।

মানিক সরকার বলেছেন, ওই ঘটনায় পুলিশ আমাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিল। আজ আদালতে হাজিরা দেওয়ার নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। সে মোতাবেক আদালতে হাজিরা দিয়েছি এবং জামিন পেয়েছি। তাঁর দাবি, কোভিড বিধি থাকা সত্ত্বেও শাসক দলের কর্মসূচিতে ওই সময় কোনও বিধিনিষেধ ছিল না। কিন্তু বিরোধীদের কর্মসূচিতেই শুধু আপত্তি ছিল। তবে মানুষ তা মেনে নেননি। তাই সেদিন আমরা রাস্তায় নেমেছিলাম।

এদিকে, ওই মামলা সম্পর্কে এপিপি বিদ্যুৎ সূত্রধর বলেন, কোভিড বিধি লঙ্ঘন করে জমায়েত এবং পুলিশের কাজে বাধা ও পুলিশ কর্মীদের দৈহিক লাঞ্ছনার দায়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, প্রাক্তন মন্ত্রী বাদল চৌধুরী, প্রয়াত সিপিএম রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাস, প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ পবিত্র কর, প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে, প্রাক্তন সাংসদ শংকরপ্রসাদ দত্ত, সিপিএম নেতা মধুসূধন দাস, রাণা দাস এবং সিপিএম নেত্রী কৃষ্ণা রক্ষিতের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ার পাহাড়ি এলাকায় পানীয় জলের সংকট

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১ ডিসেম্বর।। শুখা মরসুমের শুরুতেই পাহাড়ি এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে।সংকট মোকাবেলায় প্রশাসনকে জরুরী ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবি উঠেছে। সুখা মরসুম শুরু হতেই গ্রাম পাহাড়ে বসবাসকারী মানুষদের মধ্যে চিন্তার ভাঁজ পড়তে শুরু করেছে। কারণ একটাই পানীয় জলের তীব্র সংকট। এ সংকট দূরীকরণে অনেক সময় সরকার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় ,আবার অনেক জায়গায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় না প্রশাসন।

এমনই একটি প্রত্যন্ত এলাকা রয়েছে তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের নোনা ছড়া এডিসি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে যান দূর্ঘটনায় নিহত এক, গুরুতর চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর।। বাজার করতে গিয়ে বাড়িতে ফেরা হলনা ৫৫বছরের সোনা কুমার ত্রিপুরার। পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে সোনা কুমার ত্রিপুরার এবং আহত হয়েছেন অপর তিনজন। ঘটনা গন্ডাছড়া এডিসি ভিলেজের রইস্যাবাড়ি থানার অন্তর্গত রতন নগর এডিসি ভিলেজে।

বুধবার ছিল হাটবার। বাজার সেরে বাড়ি ফিরছিলেন ৫৫বছরের সোনা কুমার ত্রিপুরা।মাঝ পথেই প্রান কেড়ে নিল রাস্তা। দীর্ঘদিন ধরে রতন নগর রাস্তা বেহাল দশায় পরিণত। নির্বাচনের আগে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার জন্য নেতারা প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান এলাকার রাস্তাঘাট সংস্কার করা হবে। কিন্তু নির্বাচনের পর রাস্তা সংস্কারের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি বলে অভিযোগ। নির্বাচনী বৈতরণী পার হয়ে যাওয়ার পর জনজাতি অংশের মানুষের কথা বেমালুম ভুলে গেছেন নেতারা। কোন প্রতিশ্রুতি পালন করা হচ্ছে না। তাই আজ এই রাস্তার বেহাল রাস্তার কারণে কুমার ত্রিপুরা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে বাধ্য হল।

গাড়িতে ছিলেন ৪ জন যাত্রী। তাদের মধ্যে চিকিৎসারত আছেন গন্ডাছড়া হাসপাতালে গঙ্গা দেবী ত্রিপুরা, আনন্দমোহন ত্রিপুরাএবং ললেন্দ্র ত্রিপুরা। তাদেরকে গন্ডাছড়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন চলছে।দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসে। কিন্তু শেষ রক্ষা করা যায়নি সোনা কুমারকে। গন্ডাছড়া হাসপাতালে নিয়ে আসলে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্ষণ মামলায় যাবজ্জীবন কারাদন্ডাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১ ডিসেম্বর।। সৎ মেয়েকে ধর্ষনের দায়ে আর্থিক জরিমানা সহ যাবজ্জীবন কারাবাস পাষন্ড পিতার। পাষন্ড পিতার নাম সজল ভৌমিজ(৫৩) ।দীর্ঘ দুই বছর মামলা চলার পর গতকাল ধর্মনগর জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারপতি গৌতম সরকার নগদ দশ হাজার টাকা আর্থিক জরিমানা সহ যাবজ্জীবন কারাবাসের নির্দেশ দেন। এই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মৈত্রী সেতু ঃ অফুরন্ত সম্ভাবনায় রচিত নয়া অধ্যায় উপকৃত হবে ত্রিপুরা সহ সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারত

আগরতলা, ১ ডিসেম্বর (হিঃসঃ)।। মৈত্রী সেতু। ফেণী নদীর উপর নির্মিত ব্রিজ ত্রিপুরায় ভারত ও বাংলাদেশকে যুক্ত করেছে। ওই সেতুকে ঘিরে নয়া অধ্যায় রচনা হয়েছে ত্রিপুরায়। তৈরি হয়েছে অফুরন্ত সম্ভাবনা। সবই ত্রিপুরার ভৌগলিকগত অবস্থানের জন্যই সম্ভব হয়েছে। ১.৯ কিমি দীর্ঘ ওই সেতু আগামীদিনে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের গেটওয়ে হতে চলেছে। কারণ, পণ্য পরিবহণে সবচেয়ে সাশ্রয়কর মাধ্যমে পরিণত হবে মৈত্রী সেতু, এমনটাই মনে করা হচ্ছে। চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে খুবই অল্প সময়ে এবং কম পরিবহণ খরচে পণ্য আমদানি সম্ভব হবে। স্বাভাবিকভাবেই ত্রিপুরা এবং সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল এতে উপকৃত হবে, তা অস্বীকার করার অবকাশ নেই।

সাব্রুমে ভারত-বাংলাদেশে নির্মিত মৈত্রি সেতু

গত ৯ মার্চ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ওই মৈত্রী সেতুর উদ্বোধন করেছিলেন। তবে এখনও পণ্য আমদানি-রফতানি শুরু হয়নি। কারণ, ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট তৈরি হতে ২০২২ সালের নভেম্বরের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু যাত্রী পরিবহণে ত্রিপুরা পরিকাঠামোগত দিক দিয়ে প্রস্তুত। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সবুজ সংকেত মিললেই মৈত্রী সেতু দিয়ে যাতায়াত শুরু হয়ে যাবে, এমনটাই দাবি করেছেন ত্রিপুরার শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের অধিকর্তা তরিৎকান্তি চাকমা।

অতীতের দিকে ফিরে তাকালে স্পষ্ট নজরে আসছে, ভৌগলিকগত অবস্থান ত্রিপুরাকে দেশের মূল ভূখণ্ড থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। একটি মাত্র জাতীয় সড়ক বর্ষাকালে চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ত। ফলে, ত্রিপুরাবাসীর দুর্দশার অন্ত ছিল না। বহিঃরাজ্যে যাওয়ার জন্য ভরসার মাধ্যম ছিল আকাশপথ। সময়ের সাথে পরিবর্তন হতে শুরু করল ত্রিপুরার পরিস্থিতি। উগ্রপন্থী সমস্যা কাটিয়ে ত্রিপুরা পুরোদস্তুর স্বাভাবিক হয়ে গেছে। কিন্তু যোগাযোগের দিক দিয়ে উন্নতি অথৈ জলে ছিল।

২০০৮ সালে ত্রিপুরায় প্রথম মিটার গেজে রেলের সাইরেন বাজতেই মানুষ নতুন স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন। আগরতলা স্টেশনে রেলের ইঞ্জিন পৌঁছতেই হাজারো মানুষের ভিড় স্বাধীনতার স্পর্শের অনুভূতি বোঝাতে চাইল। সে থেকে শুরু, ত্রিপুরাও যোগাযোগে উন্নত হওয়ার দিকে পা বাড়িয়ে দিল। সময় যত গড়ালো ততই ত্রিপুরায় যোগাযোগের নতুন নতুন অধ্যায় রচিত হতে লাগল। ২০১৪ সালে কেন্দ্রে সরকার পরিবর্তনের পর ত্রিপুরাকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। ২০১৬ সালে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের সাথে ব্রডগেজে ত্রিপুরা যুক্ত হল।

এর পরই সম্প্রসারিত হল জাতীয় সড়ক। সাথে খুলে গেল বিকল্প জাতীয় সড়ক। ফলে, এক সময়ের ভৌগলিকগত অবস্থানের অভিশাপ থেকে ত্রিপুরা ক্রমশ মুক্তির পথে এগিয়ে চলছিল। এদিকে বাংলাদেশের নদীবন্দর ব্যবহার করে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেবদারুতে বিজয় মিছিল থেকে বাড়ি ঘরে হামলা, বাইক ভাঙচুর, আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, জোলাইবাড়ি, ১ ডিসেম্বর।। বিজয় মিছিলের নামে তান্ডবের অভিযোগ উঠেআসলো শাসকদলের বিরুদ্ধে। ঘটনার বিবরনে জানাযায় বুধবার ৩৮ জোলাইবাড়ী মন্ডল বিজেপির উদ্দ্যোগে দেবদারুবাজারে বিজয় মিছিল সংগঠীত করলো শাসকদল। সারা রাজ্যজুরে পুর পরিষদ নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর সারারাজ্যেপ্রতিনিয়ত বিজয় মিছিল সংগঠীত করা হচ্ছে।

এরমধ্যে বুধবার ৩৮ জোলাইবাড়ী মন্ডল বিজেপির উদ্দ্যোগে দেবদারু বাজারে এক বিজয়মিছিল সংগঠিত করাহয়। এইমিছিলে তান্ডব চালালো শাসকদলের কর্মী সমর্থকরা এমনটাই অভিযোগ। জানাযায় বিজয় মিছিলের নামকরে দেবদারু এলাকার বাসিন্দা রূপক সেনের বাড়ীতে আক্রমন চালায় শাসকদলের কর্মীসমর্থকরা এমনটাই অভিযোগ। রূপক সেন ৩৮ জোলাইবাড়ী মন্ডলের ২৫ নং বুথের বুথ সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন। উনার অপরাধ বিগতদিনে দেবদারু এলাকায় শাসকদলের বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজের প্রতিবাদজা নিয়েছেন।

অপরদিকে তিনি সুদীপরায় বর্মনের অনুগামী। তাই আজকের বিজয় মিছিলে উনার বাসভবনেগিয়ে উনার বাইক ভাংচুরকরে ও উনার পিতা ও সহধর্মীনির উপর আক্রমনকরেবলে অভিযোগ। আক্রমনের পাশাপাশি রূপকসেনের রাবার গাছগুলি কেটেফেলাহয়। শাসকদলের কর্মীসমর্থকরা রূপকসেনের পরিবারের উপর আক্রমন করে শান্তহননি। তারপাশাপাশি দেবাদারু বাজারে সি পি আই এম এর কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ ঘটায় বলে অভাযোগ উঠেআসে। অগ্নিসংযোগের খবরপেয়ে জোলাইবাড়ীর দমকলবাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিতহয়ে আগুন নিয়ন্ত্রনেআনেনে। আজকের এই বিজয়মিছিলের নামে তান্ডবকে ঘিরে সমগ্র দেবদারু এলাকাজুরে আতঙ্কের পরিবেশের সৃষ্টিহয়েছে।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ৫৭ ▫ ২ ডিসেম্বর ২০২১ ইং ▫ ১৫অগ্রহায়ণ ▫বৃহস্পতিবার ▫১৪২৮ বঙ্গাব্দ

কেন্দ্রের পশ্চাদপসরণ

কেন্দ্রীয় সরকার একের পর এক নিজেদের অবস্থান হইতে সরিয়া আসিতে বাধ্য হইতেছে। দেশজুড়িয়া কার্যকর হইতেছে না এনআরসি। কৃষি আইন প্রত্যাহারের পর আরও একবার এনআরসি ইস্যুতে পশ্চাদপসরণ করিল কেন্দ্রীয় সরকার। বছরভর তীব্র আগ্রাসন সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তিনটি কৃষি আইন সংসদে প্রত্যাহার করিতে হইয়াছে সরকারকে। আর আড়াই বছর আগে পাশ হওয়া সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট আইনের (সিএএ) রুলসই তৈরি করিতে পারেনি সরকার। নেপথ্যে সেই বিক্ষোভের আঁচ। সুতরাং বহু বাগাড়ম্বর সত্ত্বেও সিএএ কার্যকর বিশ বাঁও জলে। আগামী দু'বছর ধরিয়া চলিবে বহু রাজ্যে বিধানসভা ভোট। বিজেপির জন্য অ্যাসিড টেস্ট। কারণ, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে আরও শক্তিশালী হওয়াই লক্ষ্য নরেন্দ্র মোদির। তারপরও কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের আচরণ বিপরীত। দৃশ্যতই মোদি সরকার এখন নার্ভাস। যে সব এজেন্ডা নিয়া তাহাদের হাঁকডাক, সেই সবেই একে একে ব্যাকফুটে যাইতেছে বিজেপি এবং কেন্দ্র। এই প্রবণতার সর্বশেষ সংযোজন এনআরসি। লোকসভায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পক্ষ থেকে লিখিত প্রশ্নের উত্তরে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে, এনআরসি নিয়া সরকার কোনও সিদ্ধান্তই নেয়নি। দেশজুড়িয়া এনআরসি চালুর সিদ্ধান্ত হয়নি। এই আভাস অবশ্য আগেও দিয়াছে কেন্দ্র। কিন্তু আরও একবার, বিশেষত এই পরিস্থিতিতে স্পষ্টভাবে এমন একটা বিবৃতি দেওয়া বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, আর কিছুদিনের মধ্যেই সেন্সাস তথা জণগণনা শুরু হইবে। জনগণনার পাশাপাশি একটি বিশেষ প্রক্রিয়া হওয়ার কথা ছিল এনআরসি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে অসমে এনআরসি হইয়াছে। তাহাতে উৎফুল্ল বিজেপি লাগাতার প্রচার করিয়াছিল, এবার দেশের অন্যত্রও এনআরসি চালু হইবে। বাংলার বিধানসভা ভোটে তুঙ্গে ওঠে সেই প্রচার। স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলিয়াছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসিয়া প্রথমদিনের মন্ত্রিসভার বৈঠকেই সিএএ পাশ হইবে। তাহলে সিএএ সংক্রান্ত রুলস তৈরি হইল না কেন? বঙ্গ বিজেপির নেতানেত্রীরাও এনআরসি নিয়া বহু হুঁশিয়ারি দিয়াছিলেন। সেই সব আপাতত শিকেয় উঠিল। কারণ এখন খোদ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানাইয়া দিয়াছে এনআরসি হইতেছে না। অর্থাৎ আর কিছুদিনের মধ্যে সেন্সাস এবং ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার (এনপিআর) প্রক্রিয়া শুরু হইলেও এনআরসি আপাতত ঠান্ডাঘরে পাঠাইয়া দিয়াছে মোদি সরকার।

কংগ্রেসের কেরলের এমপি হিবি এডেন লোকসভায় লিখিত প্রশ্ন করেছিলেন, গত পাঁচ বছরে কতজন ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য আবেদন করিয়াছেন? কতজন নাগরিকত্ব পাইয়াছেন? কতজন ভারতীয় এখন বিদেশে বাস করেন? পাঁচ বছরে কতজন ভারতীয় নাগরিক নাগরিকত্ব ছাড়িয়া অন্য দেশের নাগরিক হারাইয়াছেন? সর্বশেষ প্রশ্ন ছিল, ভারত সরকার সিএএ ও এনআরসি কার্যকর করা নিয়া কী ভাবছে?

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই এই প্রশ্নগুলির উত্তরে বলেছেন, বিদেশে থাকা ভারতীয় নাগরিকের সংখ্যা এখন ১ কোটি ৩৩ লক্ষের বেশি। ২০১৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৬ লক্ষ ভারতীয় নিজেদের ভারতীয় নাগরিকত্ব ছেড়ে দিয়েছেন। সিএএ আইন ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসেই চালু হইয়াছে। আর সর্বশেষ প্রশ্নের উত্তরে নিত্যানন্দ রাই বলিয়াছেন, এখনও পর্যন্ত সরকার এনআরসি গোটা দেশে চালু করিবার কোনও সিদ্ধান্তই নেয়নি। অর্থাৎ, এক্ষেত্রেও জল মাপছে সরকার। বিক্ষোভ, প্রতিরোধ এবং ভোটের অঙ্কটা মোদি সরকারের কাছে আজ যে ভীষণ করিবার এন আর সি আপাতত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত বিভিন্ন রাজ্যের সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বস্তি ফিরিয়াছে।

বিপুল পরিমাণ অবৈধ মাদক গাঁজাসহ এক পাচারকারী গ্রেফতার

জয়পুর, ১ ডিসেম্বর (হি.স) : জয়পুর শহরে অপারেশন ক্লিন সুইপ অভিযানের অংশ হিসাবে মুরলিপুরা থানা পদক্ষেপ নেওয়ার সময় অবৈধ মাদক চোরাচালানকারীকে গ্রেফতার করে এবং তার দখল থেকে বিপুল পরিমাণ অবৈধ মাদক গাঁজা উদ্ধার করে। বর্তমানে অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

এসএইচও দেবেন্দ্র জানান, অপারেশন ক্লিন সুইপ অভিযানের অধীনে ব্যবস্থা নেওয়ার সময় অবৈধ মাদক চোরাচালানকারী মূল ওরফে মূলচাঁদ সাইনি (৫০) বাসিন্দা উদয়পুরওয়াটি জেলা ঝুনঝুনুকে ব্লক পয়েন্ট রোড নম্বর এক মুরলিপুরা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তার কাছ থেকে এক কেজি ৩৫০ গ্রাম অবৈধ মাদক গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর ভ্রাতৃবধূর বিরুদ্ধে নির্দল প্রার্থী একদা মমতা-প্রিয় রতন

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর (হি. স.) : টিকিট না পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওয়ার্ডে নির্দল প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিলেন বিদায়ী কো-অর্ডিনেটর রতন মালাকার। পুরভোটে মুখ্যমন্ত্রীর ওয়ার্ডে প্রার্থী করা হয় তাঁর ভাই কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়কে। টিকিট পাননি বর্তমান কো-অর্ডিনেটর রতন। নাম ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই প্রচার নেমে পড়েন কাজরী। সেই প্রচারে প্রথম থেকেই দেখা যায়নি রতনকে।

বুধবার মনোনয়ন দাখিলের শেষ দিনে ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডে নির্দল প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিলেন তিনি। ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডের কো-অর্ডিনেটর হওয়ার পাশাপাশি, বরো-৯-এর চেয়ারম্যানও তিনি। সেই রতনই স্বয়ং প্রার্থী হওয়ার কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "আমি স্বেচ্ছায় নির্দল প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছি। কারও বিরুদ্ধে কিছু বলতে চাই না।"২০০০ সালে ৭১ নম্বর ওয়ার্ডে প্রথম বার তৃণমূলের প্রতীকে দাঁড়ান রতন। তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতার ইচ্ছাতেই তৃণমূলকর্মী রতনকে প্রার্থী হিসেবে মেনে নেন নেতারা। পরে ২০০৫ সালে ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডে সরিয়ে আনা হয় তাঁকে। ২০০৫, ২০১০ ও ২০১৫ সালে মুখ্যমন্ত্রীর ঘরের ওয়ার্ড থেকেই কাউন্সিলর হন তিনি। কিন্তু এ বারের ভোটে প্রার্থী না হতে পারায় অভিমানী তিনি।

বরাবরই মুখ্যমন্ত্রীর সুনজরে থাকা রতন এখনও বুঝেই উঠতে পারছেন না কেন তাঁকে প্রার্থী করা হল না। ৭৩ নম্বর ওয়ার্ড মুখ্যমন্ত্রীর বিধানসভা কেন্দ্র ভবানীপুর কেন্দ্রের অংশ। মঙ্গলবারই ৭০ নম্বর ওয়ার্ডে নির্দল প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়েছেন কলকাতার পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৭০ নম্বর ওয়ার্ড থেকে প্রার্থী না হতে পেরেই তিনি এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে ঘনিষ্ঠমহলে জানিয়েছেন। ২০১৫ সালের সচ্চিদানন্দবাবুকে হারিয়েছিলেন বিজেপি-র অসীম বসু। যিনি ৭০ ওয়ার্ডে এ বার তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর নিজের কেন্দ্রেই জোড়া নির্দল প্রার্থী হওয়ায় অস্বস্তিতে তৃণমূল। যদিও তৃণমূল নেতৃত্বের আশা, এঁরা উভয়েই ক্ষোভের কারণে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দলীয় নেতৃত্ব অবশ্যই কথা বলে ক্ষোভ প্রশমনের চেষ্টা করবেন।

আগামী ৪ ডিসেম্বর মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষদিন। তাই ওইদিন তাঁদের মনোনয়ন প্রত্যাহার করানো যেতেই পারে। তবে সচ্চিদানন্দবাবু ও রতনের বিরুদ্ধে কড়া কথাই শুনিয়েছেন দক্ষিণ কলকাতা জেলা তৃণমূলের সভাপতি দেবাশিস কুমার। তিনি বলেন, "অনেকেই অনেক কারণে নির্দল প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়ে যান। আগামী ৪ তারিখ মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন। ওই দিন যদি তাঁরা মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেন, তা হলে ঠিক আছে। কিন্তু যদি তাঁরা মনোনয়ন প্রত্যাহার না করেন, তা হলে আমরা উপযুক্ত ব্যবস্থা নেব।"

সময় আর বেশি নেই, প্রকৃতির হাত ধরুন

শোভনলাল চক্রবর্তী

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়,মনে হয়, পরিবেশ সম্পর্কে আমাদের ভাবনা এখনও পরিষ্কার নয়। সুন্দর পরিবেশের সাথে মানুষের জীবন-যাপনের যে একটা যোগসূত্র রয়েছে, সেটাও হয়তো আমরা অনুধাবন করতে পারছি না অথবা ভুলে গেছি। পরিবেশ যে আমাদের সবার জন্য অমূল্য সম্পদ সেই চেতনাবোধটাও যেন আজ ম্রীয়মান।

অপরিকলিতভাবে মাটি ও পাহাড় কাটছি, অপ্রয়োজনে উচ্চস্বরে হর্ন বাজিয়ে যাচ্ছি, নির্বিচারে নদী - দীঘি - পুকুব সহ জলাশয়গুলিকে দুষিত, দখল ও ভরাট করছি, জমিতে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করছি, প্রততাত্বিক নিদর্শনসমূহ বিনষ্ট করছি, গাছ কাটছি, বনাঞ্চলগুলিকে ধ্বংস করছি, মহা সড়কের পাশে বর্জের পাহাড় গড়ে তুলছি, নদীতে অবাধে বর্জ-প্লাস্টিক ইত্যাদি ফেলছি যানবাহনে-অফিসে ও জনসমাগম স্থলে এসি ও বিদ্যুতের সুইচ অন রাখছি, দোকানে-আলো জ্বালিয়ে রাখছি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হাসপাতালসহ বিভিন্ন অফিসে সুষ্ঠুভাবে খাবার জল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পয়ঃ নিস্কাশনের ব্যবস্থা করছি না, শহরে খোলা খেলার মাঠে অন্য স্থাপনা নির্মাণের খুঁড়ছি, উপকূলের সবুজ বেষ্টনী নষ্ট করছি, চিংড়ি চাষের ঘের তৈরি করে লবণাক্ততা বাড়াচ্ছি, অপরিকল্পিতভাবে বাড়ি, ইটের ভাটা সহ বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ করছি, অনেক শিল্পের বর্জ সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা করছি না খাবারে ভেজাল দিচ্ছি, হাতি, বাঘ প্রভৃতি প্রাণীর বসতি ও বিচরণক্ষেত্র বিনষ্ট করছি, জীববৈচিত্র্য নষ্ট করছি, পরিশে সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে যে সকল সহায়ক আইন হয়েছে সেগুলো ঠিকমতো জানি না, জানলেও হয়তো মানছি না। এভাবে প্রতিনিয়তই যেন আমরা অপরাধ করে চলেছি। অপরাধ করছি পরিবেশ ও প্রকৃতির কাছে, মানুষের কাছে এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছ। দিনের পর দিন অপরাধের পাল্লা ভারি থেকে আরও ভারি হচ্ছে, কিন্ত এ সকল অপরাধের বিচার হচ্ছে না। দুঃখের বিষয়, আমরাই সামগ্রিকভাবে আমাদের পরিবেশ ও সম্পদ ক্রমাগতভাবে বিনষ্ট করে চলছি।

একথা সত্যি যে আমাদের দেশের সংবিধানে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও জলবায়ুর অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। তবে বেশকিছু মামলায় সুপ্রিম কোর্ট স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ওজলবায়ুকে জীবনধারণের অধিকারের আওতাভুক্ত বলে গণ্য করেছে। এছাড়া সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে ১৮ক নামে নতুন একটি অনুচ্ছেদ সংযোজন করা হয়েছে। যেখানে নেনে সংরক্ষণ, পরিবেশের মানোরয়ন, সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও জারী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করাকে রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এছাড়া পরিবেশ রক্ষায় আমাদের দেশে একগুচ্ছ আইন ও নীতিমালাও রয়েছে। দেশের প্রতিটি জেলায় ও মেট্রোপলিটন শহরে পরিবেশ আদালত গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। কিন্তু এত কিছুর পরও নির্মল পরিবেশ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

দেশের একটা সময়ের কথা প্রবীণদের কাছে শুনেছি যে, তাদের একটা সময় ছিল যখন নদীর পাড়ে গিয়ে মন জুড়িয়ে যেত, পুকুরে দল বেঁধে সীতার কেটে মনে উৎফুল্লতা ও প্রাণবন্ততা দেখে বুক উল্লাসে ভরে উঠত, অনেক বড় ও পুরনো গাছের ছায়াও কত রকমের ও ধরনের খেলা নির্ভেজাল আনন্দ হতো, কত করমের মাছ খাওয়া নিজের হাতে ফুল ও ফসলের বাগান গড়ে তোলা কত রকমের জীবজন্তু দেখে আনন্দ পাওয়া পরিবেশ ও প্রকৃতিকে নিয়ে গান ও কবিতা লেখা আরও কত কী। কিন্তু আজ সেই পরিবেশ ও প্রকৃতি কোথায়? কতটুকুই বা আছে?

ধীরে ধীরে পরিবেশের সেই স্বাভাবিক চিত্র যেন পাল্টে যাচ্ছে। কেমন যেন অদ্ভুতভাবে বদলে যাচ্ছে চারপাশ। প্রকৃতি ও পরিবেশের মূল্যবান সম্পদগুলি যেন এখন হুমকির মুখে। এজন্য নানা পরিসরে আলোচনা হচ্ছে, সমাবেশ হচ্ছে, র‍্যালি হচ্ছে হচ্ছে, সমাবেশ হচ্ছে, আলোচনা হচ্ছে, প্রতিবাদ ও আন্দোলন হচ্ছে, হচ্ছে আরও কত কী। কিন্তু চরম অপরাধী, লোভী ও স্বার্থন্ধ সেই কুৎসিত রুচিবোধসম্পন্ন মানুষগুলোর সাথে সবসময় পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো, পরিবেশ সচেতন মানুষগুলো পেরে ওঠেনি, কিংবা সবসময় বা সবক্ষেত্রে পেরে উঠতে পারছে না।

ধীরে ধীরে পরিবেশের সেই স্বাভাবিক চিত্র যেন পাল্টে যাচ্ছে। কেমন যেন অদ্ভুতভাবে বদলে যাচ্ছে চারপাশ। প্রকৃতি ও পরিবেশের মূল্যবান সম্পদগুলি যেন এখন হুমকির মুখে। এজন্য নানা পরিসরে আলোচনা হচ্ছে, সমাবেশ হচ্ছে, র‍্যালি হচ্ছে হচ্ছে, সমাবেশ হচ্ছে, আলোচনা হচ্ছে, প্রতিবাদ ও আন্দোলন হচ্ছে, হচ্ছে আরও কত কী। কিন্তু চরম অপরাধী, লোভী ও স্বার্থন্ধ সেই কুৎসিত রুচিবোধসম্পন্ন মানুষগুলোর সাথে সবসময় পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো, পরিবেশ সচেতন মানুষগুলো পেরে ওঠেনি, কিংবা সবসময় বা সবক্ষেত্রে পেরে উঠতে পারছে না।

কৃত্রিম জীবন এখন শুধু নগরে নয় গ্রামেও পৌছে গেছে। তাই সুস্থ জীবন এখন বিপন্ন নিজের জন্য কোন কিছু বানানোর নিমিত্তে অন্য কোন কিছু ধ্বংস করে দেবার অভ্যাস মানুষর আছে, আর এটাই এখন বেশি ঘটছে। এই অতিরিক্ত লোভই এখন প্রকৃতির প্রধান শত্রুতে পরিণত হয়েছে। মানুষ আসলে যখন থেকে আধুনিক সভ্যতার সন্ধান পেয়েছে, তখন থেকেই এক ধরনের অবিবেচনাপ্রসূত প্রকৃতি ও পরিবেশ বিনাশের পথে ছোটাছুটি করছে। কিন্তু এক বাস্তুসংস্থানের (ইকোলজি) ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে এবং মানবসভ্যতা ধ্বংসের পথে অগ্রসর হচ্ছে। ফলে এখন পাহাড়া-বনাঞ্চলসহ প্রাকৃতিক সম্পদ দখল ও ধ্বংসকারী, ভূমি-নদী-জলাশয় দস্যু, বৃক্ষ ও প্রাণী নিধনকারী, মাঠ দখলকারী দেশের এতিহ্য বিনষ্টকারী এমন সব বিরোধী শক্তির মোকাবিলায় আমাদের প্রয়োজন হবে ব্যাপক মাত্রায় পরিবেশ সচেতনতা। ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োজন হবে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে দৃষ্টান্ত স্থাপননের। প্রয়োজন হবে পরিবেশকে নিয়ে গভীর চেতনাবোধ সৃষ্টি ও পরিবেশর ছোট বড় সব ভাবনাগুলিকে একক করে পরিবেশ সচেতন মানুষদের নিয়ে ঐক্য গড়ে তোলার । আরএ ঐক্য গড়ে তুলতে প্রয়োজন হবে পরিবেশের বন্ধু। ধর্ম-বর্ণ সবকিছুই ঊর্ধ্বে উঠে শহর গ্রাম-গঞ্জ প্রতিটি স্থান, দেশের আনাচে-কানাচে থেকে সত্যিকারের পরিবেশপ্রেমী এই সকল মানুষদের খুঁজে বের করতে হবে।

আর এজন্য কাজে লাগাতে হবে সম্ভাবনাময় তরুণ সমাজকে আর দেশের গুরুত্বপূর্ণ মিডিয়াসহ সকল সোশ্যাল মিডিয়াকে। সম্মিলিতভাবে নিতে হবে নানা প্রয়াস। সমন্বিত ও নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন ছাড়া এ পরিবর্তন সুদূর পরাহতই থেকে যাবে।

দেশের পরিবেশকেন্দ্রিক ভাবনাগুলিকে তাই যেমন পরিসর থেকে আরও বৃহত্তর পরিসরে বিস্তৃত ও ব্যাপৃত করে তুলতে হবে। একই সাথে বিশ্ব পরিসরের পরিবেশকেন্দ্রিক সমস্যা সম্পর্কেও আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। সেগুলো সমাধানের উদ্যোগগুলোর সাথেও যথাসম্ভব সংযুক্ততা ও সম্পৃক্ততা গড়ে তুলতে হবে। আর এভাবে গড়ে তুলতে হবে অটুট বন্ধুত্ব। বন্ধুত্ব শুধু পরিবেশপ্রেমী মানুষের মাঝে নয়, পরিবেশবাদী প্রতিষ্ঠানের সাথে অন্য পরিবেশবাদী প্রতিষ্ঠানের, পরিবেশ ও প্রকৃতিপ্রেমী মঞ্চের সাথে অন্য মঞ্চের, পরিবেশ সুরক্ষার লক্ষ্যে নিবেদিত বলিষ্ঠ সামাজিক আন্দোলনের সাথে অন্য আন্দোলনের। এ এঁক্য গড়েতে হবে ক্ষেত্রবিশেষে এক দেশের সাথে অন্য দেশের। আর এই এঁক্যে নেতৃত্ব দেবার জন্য এগিয়ে আসতে হবে তরুণ সমাজকেই। এভাবে বৃহত্তর একটি এঁক্য গড়ে তোলা এখন খুবই জরুরি। এ ঐক্যই আমাদেরকে ধীরে ধীরে সামাজিক ও পরিবেশকেন্দ্রিক সুচিন্তা এবং পরিবেশসম্মত রাজনৈতিক অঙ্গীকার এনে দেবে। চাইলেই আমরা আমাদের দেশের সভ্যতা নগরের পরিবর্তে অরণ্যে বিকশিত করে তুলতে পারি, আমাদের গ্রাগুলিকে ছোট ও বড় শহরগুলিকে পরিকল্পিত এবং পরিবেশ সমুন্নভাবে গড়ে তুলতে পরি, চাইলেই আমরা একতাবদ্ধ হয়ে আমাদের চারপাশ থেকে পরিবেশের সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পরি; সতর্ক থাকতে পারি সরকারের সকল গোপন কুটনীতি ও চুক্তির সম্পর্কেঃ জলদস্যু-বনদস্যুদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট আওয়াজ তুলতে পারি; একটু আন্তরিক ও বলিষ্ঠভাবে উদ্যোগ নিলে আমরা আমাদের শহরগুলিকে যানজট ও দুষণ নিয়ন্ত্রিত বসবাসের উপযুক্ত শহর হিসেবে প্রতিষ্ঠা নিয়ে নদীগুলোকে ঝুঁকি ও দূষণমুক্ত রাখতে পারি, বৈচিত্রপূর্ণ উপকূল বনায়ন ও পরিবেশ সমুন্নত জীবপ্রকৃতি গড়ে তুলতে পারি; একটা খেয়াল রেখে চললেই আমরা স্বাস্থ্য সম্পর্কে আরও সচেতন হয়ে উঠতে পারি বাড়ির পরিবেশকে আরও সুন্দর করে তুলতে পারি, আরও পরিষ্কার-পরিচ্ছনন রাখতে পারি; খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে আরও সচেতনতা অবলম্বনকরতে পারি। এভাবে নিজেরা আরও সচেতন ও জক্রিয় হয়ে উঠতে হবে আমাদেরকে। প্রকৃতি ও পরিবেশ বিনাশী কর্ম থেকে বিরত থাকতে আমাদের নীতি-নির্ধারকরা যেন বাধ্য ভাবতে হবে, একই সাথে স্ব স্ব অবস্থান থেকে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সমন্বিত সকল প্রয়াসকেও সজাগ থেকে অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করে যেতে হবে।

করে ভাল থাকা যায় না, সুন্দরভাবে জীবন- যাপন করাও সম্ভব নয়। মানুষের যেমন মুল্য আছে, পরিবেশেরও তেমনি মূল্য আছে। ঠিক তেমনি মানুষের যেমন অধিকার আছে,পরিবেশেরও অধিকার রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ অনেক ক্ষেত্রে মানুষের আচরণ ভঙ্গের কারণে অন্য মানুষ ক্ষতির শিকার হলে, সেটাকে মানবাধিকার দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা হয়। ঠিক সেভাবেই মানুষেরই আচরণগত কারণে যদি পরিবেশের কোন ক্ষতি হয়, তাহলে সেটাকেও পরিবেশের অধিকার ভঙ্গের সামিল হিসেবে বিবেচনা করাটা একান্ত জরুরি। তাই পরিবেশের সঙ্গে আমাদের নতুন সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। মানবাধিকার নীতি পরিবেশের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করাটাও এজন্য খুব জরুরি হবে। পরিশেষে বলবো, পরিবেশ ও প্রকৃতির সাথে কোন বৈরিতা না করে আমাদেরকে সেতুবন্ধন রচনা করতে হবে। অযথা পরিবেশ বিনষ্ট করা যাবে না। প্রকৃত বন্ধু হয়ে প্রকৃতি ও পরিবেশের কথা ভাবতে হবে। কারণ প্রকৃতির সাথে প্রকৃত বন্ধুত্ব জীবনকে সমৃদ্ধ করে, জীবনধারণকে আরও সুন্দর ও উপযোগী করে তোলে। সভ্যতা ও আগামীকে সত্যিকারার্থে আধুনিক ও স্থায়িত্বশীলতার রূপ দান করে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ছিল সেই সোনালি যুগের চিরন্তন গান,আজ অত্যাধুনিক যুগে মনে রাখা গানের বড়ই আকাল

দিলীপ পাল

বহু যুগ ধরে বাংলা চলচ্চিত্রে গানের ব্যবহার। চলচ্চিত্রের গান ছিল তার অত্যন্ত মূল্যবান অলংকার। শুধুমাত্র ডি এল রায়, রবীন্দ্রনাথ বা নজরুল নয়, বহু গীতিকার, বহু সুরকার, বহু গায়ক-গায়িকা এসেছেন শ্রোতার মনের মণিকোঠায় ঠাঁই করে নিয়েছেন। একটা সময় ছিল, যখন চলচ্চিত্রে প্রে-ব্যাক প্রথা ছিল না। তখন সরাসরি গান শুটিং ও শবপ্রহণ করা হত। তা খুবই কষ্টসাধ্য ছিল সেই কাজ। সেই যুগে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সকলেই গান গাইতে পারতেন। যেমন কানন দেবী, আঙ্গুরবালা, কৃষণন্দদে, কুন্দললাল সায়গল, পঙ্কজকুমার মল্লিক প্রমুখ। এনারা যেমন ভালো গান গাইতেন, তেমনই ভালো অভিনয়ও করতেন। এদের মধ্যে পঙ্কজকুমার মল্লিক, কৃষ্ণ দে একাধারে সুরকারও ছিলেন। এই সময় গান গাওয়ার একটা আলাদা স্টাইল ছিল, কেমন নাকি সুরে গাওয়া হত। এমনকী এদের পরের প্রজন্মে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের প্রথম জীবনের কিছু গানে আমরা ওই ধারাটা দেখতে পাই। প্লে ব্যাক প্রথা চালু হওয়ার পর ব্যাপারটা আরও সহজ হয়ে গেল। দেখা গেল পদজ মল্লিকদের কণ্ঠ আর প্রমথেশ বড়ুয়ার ঠোঁট। প্রথম প্রথম দর্শকদের অন্তত লাগলেও পরে ঠিক হয়ে যায়, স্বাভাবিক হয়ে যায়। ছবির নাম শমুক্তি। প্রমথেশ বড়ুয়া ও কানন দেবী অভিনীত জনপ্রিয় ছবি। এ ছবির প্রতিটি গান অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। এছাড়াও এই ছবিতে উল্লেখযোগ্য একটি গান যা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা, কিন্তু সুর করেছিলেন পঙ্কজকুমার মলিক। গানটি আজও জনপ্রিয়তা ধরে রেখেছে- "দিনের শেষে ঘুমের দেশে...।" রবীন্দ্র বিরচিত গীতি কবিতার মধ্যে এটাই একমাত্র, যা তার সুরারোপিত নয়। পরবর্তীকালে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, কিশোর কুমারও ওই গানটি গেয়েছেন আপন আঙ্গিকে। সেগুলিও বেশ ভালো। কিন্তু পঙজকুমারের গাওয়া সেই গান অতুলনীয়। আর একটি ছবির কথায় আসা যাক, ছবির নাম "ডাক্তার"। ছবির মুখ্য ভূমিকায় পঙ্কজকুমার মল্লিক। আবার সুপারহিট। পরবীকালে ওই কাহিনির রিমেক হয়েছিল। সুপারহিট এটাও। মুখ্যভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন মহানায়ক উত্তমকুমার। "পৃথিবী বদলে গেছে" "আশা ছিল ভালবাসা ছিল" ইত্যাদি গানগুলি দর্শকমহলে হিট করল। ছবির নাম "আনন্দ আশ্রম"। এ ছবির বাড়তি পাওনা ছিল মহানায়কের অসাধারণ অভিনয়। যাই হোক, সেই সময় আরেক সুরকার উঠে এলেন, তিনি হলেন শচীন দেব বর্মন। যিনি শচীনকর্তা নামে আমাদের কাছে পরিচিত। তবে বাংলা ছবিতে তিনি খুব বেশি সুর দেননি। চলে যান মুম্বইতে। একের পর র এক অসাধারণ কালজয়ী সুরসৃষ্টি করে গেছেন। সেই ইত্যাদি যুগে বাংলার যে ক'জন গায়ক-গায়িকা ছিলেন, তাঁরা সকলেই অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন, সেটা ছিল বাংলা ছবির ও গানের স্বর্ণযুগ।

তারপর এর আর এক যুগ- বলা যায় বাংলা গান ও ছবির আধুনিক যুগ। গায়কী পাল্টানো সুরে। ধরনও কিছু পাল্টানো। কিন্তু হৃদয়গ্রাহী সুর ও কথা বজায় থাকল। শুরু হল হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরী, নচিকেতা ঘোষ, গৌরীপ্রসনন মজুমদারদের যুগ। কাকে ছেড়ে কার কথা বলব। কী অসাধারণ সব গান, কী তার কথা। মানুষ সিনেমা দেখত অনেক সময় শুধুমাত্র গানের জন্য। রেকর্ডও কিনত। এ যুগে কিছু শিল্পী জনপ্রিয়তা পেল, যেমন-- হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, শ্যামল মিত্র, কিশোর কুমার, জগন্ময় মিত্র, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, গীতা দত্ত, তালাত মাহমুদ, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় সুমন কল্যাণপুর, ধনগয় ভট্টাচার্য, সুপ্রভা সরকার, আরতি মুখোপাধ্যায়, অখিলবন্ধু ঘোষ প্রমুখ।

সিনেমায় গাওয়া গানের সাফল্য এঁদের জনপ্রিয় করে তুলল। পাড়ার জলসা, শারদীয়া পুজোর রেকর্ড ইত্যাদির মাধ্যমে বাঙালির ঘরে ঘরে এই সমস্ত শিল্পীরা জায়গা করে নিলেন। তাছাড়াও ছিল রেডিওতে অনুরোধের আসর। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত শিল্পীদের গানের সঙ্গে মহানায়ক-মহানায়িকার উপস্তিতি গায়ক-গায়িকাকে আরও জনপ্রিয় করে তুলেছিল। মহানায়িকার ঠোঁটে গীতস্ত্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গান মানুষকে যেন ভুলিয়ে দিত সকল দুঃখ, ক্লেশ। শ্যামল, মান্না, হেমন্ত, কিশোরের গাওয়া গান মহানায়কের লিপে বেশ মানাতো। কিন্তু মোদ্দা কথা হল, গানের কথা ও সুর ছিল অসাধারণ।

তারপর সত্তর দশকের শেষ ও আশির দশকের শুরু। একে একে কিংবদন্তীরা চিরবিদায় নিচ্ছেন। মহানায়কের মহাপ্রয়াণ, মহানায়িকারও চলে গেলেন। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় গানের জগৎ থেকে সরে গেছেন। একে একে বিদায় নিচ্ছেন কিংবদন্তী সুরকার-গায়ক-গায়িকারা। শুরু হল গানের আকাল। সিনেমার গান হিট করছে না। মুম্বইয়ের গায়ক-গায়িকাদরে জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে গান করা হতে লাগল। তবুও একটি গানও হিট করে না। ভালো সুর, ভালো কথা না হলে গায়ক-গায়িকারা কী আর করবেন! এর মধ্যে কয়েকজন সুরকার হিট গান উপহার দিলেন বটে, তাও যৎসামান্য। অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দন রায়চৌধুরীদের মতো সুরকার ভালো কিছু করলেন বটে, কিন্তু আগের মতো নিরবচ্ছিন্তা থাকল না। বাংলার ভালো গায়ক- গায়িকা তেমনভাবে উঠেও আসছে না। সেই সবর্ণযুগের যঁরা তখনও গেয়ে যাচ্ছেন, তাদের পরবতী উত্তরসূরির দেখা পাওয়া যাচ্ছিল না। সেই হৈমন্তী শুক্লা, আরতি মুখার্জি, নির্মলা মিশ্র প্রমুখ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। সেই সময় মুম্বই জয় করে বাংলায় এসে খুব বিতর্কের মধ্যে দিয়ে গান করতে শুরু করলেন উষা উত্থুপ। ওঠাপড়া লেগেই থাকল। গান হচ্ছে, হিট করছে, আবার হারিয়ে যাচ্ছে। সেই সময় কিশোর-কণ্ঠী গায়ক কুমার শানু মুম্বইতে গিয়ে এক অসামান্য জনপ্রিয়তা তৈরি করলেন। বাংলার গৌরব, বাংলাতেও কিছু হিট গান উপহার দিলেন। তিনি হলেন কুমার শানু। ছবির নাম "গুরুদক্ষিণা"।

ছবিটি সুপারহিট। অন্যদিকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের উত্তরসূরী হিসেবে নাম করেছেন শিবাজী চট্টোপাধ্যায়। বাংলা ছবি "ভালোবাসা ভালোবাসা" সুপারহিট হল। আবার সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে গান গেয়ে জনপ্রিয় হয়েছেন অনুপ ঘোষাল। প্রসঙ্গত অনুপবাবু একটি হিন্দ ছবিতেও হিট গান করে ফেলেছেন। কিন্তু সবক্ষেত্রেই ধারাবাহিকতার বড়ই অভাব। সেই চরম অনিশ্চয়তার সময় কবীর সুমন ও নচিকেতা নিয়ে এল জীবনমুখী গান। মনে হল এই বুঝি বাঙালির গান ফিরে এল। কিন্তু সিনেমার গান? এঁরা তো সিনেমায় তেমনভাবে সফল নয়। দিন এগিয়ে চলল। তারই মধ্যে উঠে এলেন শ্রীকান্ত আচার্য, শুভমিতা, মনোময় ভট্টাচার্য, রূপঙ্কর, লোপামুদ্রা, রাঘব চট্টোপাধ্যায়, শম্পা কুণ্ডু জোজো, অনসূচা প্রমুখ শিল্পীরা। নিজস্ব অ্যালবাম যতটা জনপ্রিয় হয়, সিনেমায় ততটা হচ্ছে না। নবীন সুরকার অশোক ভদ্র চেষ্টা করে যেতে লাগলে। নবীন গীতিকার প্রিয় চট্টোপাধ্যায় ও গৌতম-সুস্মিত গানের জগতে ঝড় তুলতে পারলেন না। এরই মাঝে প্রতিযোগিতা থেকে উঠে এল শ্রেয়া ঘোষাল, অনীক ধর, দেবজিৎ, ইমন চক্রবর্তী তার মধ্যে মোনালি ঠাকুর ও শ্রেয়া ঘোষাল তো হিন্দি গানে ঝড় তুলেছে। বর্তমানে রেকর্ড, ক্যাসেট, সিডি আর আগের মতো বিক্রি নেই। রেকর্ড কোম্পানিগুলোর তো নাভিশ্বাস ওঠেছে। এরই মাঝে বিখ্যাত এইচএমভি কোম্পানিও হস্তান্তর হয়েছে। পাল্টে গেল ওদের লোগো। সেই চিরপরিচিত এতিহশালী প্রামোফোন ও কুকুর আর রইল না। এই সময় গানের জগতে নতুন নাম উদয় হল। সুরকার জিৎ গাঙ্গুলি। সুরে নতুনত্ব। গানও হিট করল। কিন্তু চিরন্তন হয় না। একটা গান শোনা গেল, সে গানের নবুই শতাংশই কথা হল দু'জনে। সুরের অভিনবত্বে হিট। ভজ গৌরাঙ্গ... হিট, কিন্তু কেন? যাক গে, সে প্রশ্ন না পকেট খালি"। এটাও হিট! নিকুচি করেছে কথার। বাঙালি তো আবার গান শুনছে। সেটাই বড় কথা। কিন্তু কতদিন তা মনে রাখছে? ওদিকে আবার হিট করল "আমাকে আমার মতো থাকতে দাও?। কিন্তু কতদিন?

কিন্ত কেন শোনা যায় না বসে আছি পথ চেয়ে গানে ভুবন ভরিয়ে দেবে" "মুছে যাওয়া দিনগুলি" "জানিনা ফুরাবে কবে" "ও তোতা পাখি রে" ইত্যাদির মতো চিরন্তন গান? শুধুমাত্র গায়ক, সুরকার, গীতিকারের দোহাই দিয়ে লাভ নেই। যাদের জন্য গান, সেই শ্রোতাদের অবস্থা কি সেই আগের মতো আছে? বেশ কিছুদিন আগে মুক্তি পেয়েছিল "রিফিউজি? ছবি। তার একটা গানের কথা বলি-ত্ত "এ ক্যাওড়া"। এক শ্রেণির বেশ কিছু শ্রোতা বেশ আনন্দের সঙ্গে গানটা শুনল। গানও হিট। তারপর বেশ কিছু বছর আগে একটা হিন্দি গান হিট করেছিল, হাওয়া হাওয়া, খুশবু লুটাদে"। সেই গানের সুর নকল করে একটা বাংলা গান হয়েছিল, খুব সম্ভবত বাংলাদেশের কোনো শিল্পীর গাওয়া- "ও টুনির মা, টুনি আমার কথা শোনে না"। এই গানটি শহরের বাসে, ট্রামে, অটো, ট্রেনে মানুষের মুখে মুখে। গানটিও সুপার হিট। গীতিকার-সুরকার-গায়ক সফল। তাঁরা বলেবন হিট তো করেছে! কিন্তু সত্যি কি সর্বস্তরের মানুষ গানটি নিয়েছে? যে গান সর্বসাধারণের ভালোলাগার ভালোবাসার, সেটাই তো প্রকৃত হিট। কিশোরকুমারের একটা গান আছে-- শিং নেই তবু নাম তার সিংহর। গানটি সে যুগে হিট। আজও মানুষ গানটি শোনে। কিন্ত রকের ভাষা নেই। গীতিকারের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, বাংলা ভাষার নাকি ছন্দ মেলানো কঠিন। সে আবার কী! কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বা মাইকেল কি অন্য ভাষায় কবিতা লিখেছিলেন? বৃথা তর্ক করে লাভ নেই। বৃথা তর্ক করতেও চাই না। তবে একটাই প্রশ্ন, যেদিন গেছে, সে কি চিরদিনের জন্য গেছে? ফিরবে না কোনো দিন? প্রতীক্ষা শুধু প্রতীক্ষাই? এমন একদিন আসবে কি আবার যেদিন বাংলা গান আবার দর্শকদের মনজয় করবে? "এ ক্যাওড়া'র ক্যাওড়ামি ছেড়ে কবে আবার "গানে ভুবন ভরিয়ে দেবে"? তার জন্য যেমন প্রয়োজন সংস্কৃতি মনোভাবাপন্ন শ্রোতা, তেমনি প্রয়োজন ভালো কথা, ভালো সুর। সত্যিই কি আর কখনও ফিরবে সেদিন? এর উত্তর কে দেবে? **(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)**

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আগরতলায় বিজেপির বিজয় মিছিল অনুষ্ঠিত। ছবি ঃ নিজস্ব

কিল্লায় তিপরামথার ধর্না

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১লা ডিসেম্বর :- আবারো দাবি আদায়ের লক্ষ্যে অর্থাৎ গ্রেটার ত্রিপরা ল্যান্ডের দাবিতে এক দিনের গন ধর্ণা অনুষ্ঠিত হয় ত্রিপরা মথা দলের। উদয়পুর মহকুমার কিল্লা মোটর স্ট্যান্ডে অনুষ্ঠিত হয় ধর্না কর্মসূচি। সকালের দিকে শতাধিক ত্রিপরা মথা দলের কর্মী সমর্থক নারী পুরুষ বৃদ্ধ-যুবা এই গন ধর্নায় সামিল হন। ধর্না কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপরা মথা দলের কিল্লা ব্লক সভাপতি সাধন মুনি জমাতিয়া, দলের গোমতি জেলা সহ-সভাপতি আলোক কুমার জমাতিয়া, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জ্যোতিষ জমাতিয়া, কৃষ্ণ সাধন জমাতিয়া সহ অন্যান্যরা। উল্লেখ্য গ্রেটার ত্রিপরা ল্যান্ডের দাবিতে দেশের রাজধানী দিল্লি যন্তরমন্তরে ত্রিপরা মথা দলের উদ্যোগে চলছে ধর্না কর্মসূচি। তারই অঙ্গ হিসেবে এদিন উদয়পুর মহকুমার কিল্লা এলাকায় একই দাবিতে হয় এই ধর্না কর্মসূচি। এই ধর্না কর্ম সূচীতে নারী পুরুষ বৃদ্ধ-যুবার উপস্থিতি ছিলো লক্ষণীয়।

বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষ্যে র‍্যালি উদয়পুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩০শে নভেম্বর:- ১লা ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস দিবস। বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষ্যে উদয়পুর ত্রিপুরা সুন্দরী মহকুমা হাসপাতালের উদ্যোগে এক পদযাত্রা বের হয়ে উদয়পুর শহরের বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করে। আজ বুধবার দুপুর ১২ টায় ত্রিপুরাসুন্দরী মহকুমা হাসপাতালের সামনে থেকে শুরু হয় পদযাত্রাটি। এই পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন মহকুমা হাসপাতালে কর্মরত ডাক্তার, নার্স, সহ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা । পদযাত্রা শেষে মহাকুমার স্বাস্থ্য আধিকারিক ড: নুপুর দেববর্মা বলেন, এইডস রোগ থেকে একমাত্র বাঁচার উপায় হচ্ছে সচেতনতা। সচেতনতার ওপর জোর দিতে হবে। সেই সাথে এই রোগের কারণে গোটা বিশ্বে বহু মানুষ এই রোগের আক্রান্তের শিকার হয়েছেন। এদিন ত্রিপুরাসুন্দরী মহকুমা হাসপাতালে এই পদযাত্রায় হাসপাতালে নার্স ও বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপস্থিতি ছিলো লক্ষণীয় । সচেতনতা মূলক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় সকল অংশের সহযোগিতা কামনা করছেন মহকুমা হাসপাতালের মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ নূপুর দেববর্মা।

অগ্নিকাণ্ড থেকে রক্ষা পেল উদয়পুরের মধ্যপাড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩০শে নভেম্বর:- বড় ধরনের অগ্নি কান্ডের হাত থেকে রক্ষা পেলো উদয়পুর মহকুমা রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত জনবহুল এলাকা হিসেবে পরিচিত রাধাকিশোরপুর থানা সংলগ্ন মধ্যপাড়া এলাকায়। ঘটনা মঙ্গলবার সকালে উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানা অন্তর্গত মধ্যপাড়া এলাকায়। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়।সংবাদ সূত্রে জানা যায়, মঙ্গল বার সকালে মধ্যপাড়া স্থিত ই -কম -এক্সপ্রেস নামক একটি কুড়িয়্যার সার্ভিসের অফিস রুমে আগুন লাগে। আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পায় স্থানীয় লোকজনসঙ্গে সঙ্গেই উদয়পুর অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীদের খবর দেওয় হয়। আগুন লাগার খবর পেয়ে অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে স্থানীয় লোকজনদের সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ই -কম -এক্সপ্রেস দুটি কম্পিউটার সহ কিছু প্রয়োজনীয় নথিপত্র পুড়ে ছাই হয়ে যায় । ই -কম -এক্সপ্রেসের সামান্য ক্ষতি সাধিত হলেও বেশির ভাগ ক্ষতি হয়েছে বাড়ির মালিক কৃষ্ণ সাহার । বড় ধরনের অগ্নি কান্ডের হাত থেকে রক্ষা পেলো উদয়পুর মহকুমা রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত জনবহুল এলাকা হিসেবে পরিচিত রাধাকিশোরপুর অগ্নি নির্বাপক দপ্তর সংলগ্ন মধ্যপাড়া এলাকা।

বৃহস্পতিবার থেকে কুরুক্ষেত্রে শুরু গীতা মহোৎসব, চলবে ১৯ ডিসেম্বর অবধি

চন্ডীগড়, ১ ডিসেম্বর (হি.স.): বৃহস্পতিবার, ২ ডিসেম্বর থেকে হরিয়ানার কুরুক্ষেত্রে শুরু হচ্ছে আন্তর্জাতিক গীতা মহোৎসব। চলবে আগামী ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এ বিষয়ে বুধবার হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খাট্টার জানিয়েছেন, ২ ডিসেম্বর থেকে কুরুক্ষেত্রে শুরু হবে আন্তর্জাতিক গীতা মহোৎসব, চলবে ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই মহোৎসবে বিভিন্ন থিম-সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

খাট্টার আরও জানিয়েছেন, প্রধান অনুষ্ঠান চলবে ৯ থেকে ১৪ ডিসেম্বর। আন্তর্জাতিক গীতা মহোৎসবে বিদেশ থেকে মোট সাড়ে তিন লক্ষ মানুষ ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে যুক্ত হবেন। আন্তর্জাতিক গীতা মহোৎসবকে ঘিরে ইতিমধ্যেই সেজে উঠেছে হরিয়ানার কুরুক্ষেত্র।

‘বসুন্ধরা’ প্রকল্পে অফলাইনে আবেদনের সময়সীমা বাড়ানোর দাবি এসইউসিআই (ক)-এর

শিলচর (অসম), ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : ‘বসুন্ধরা’ প্রকল্পে অফলাইনে আবেদনের সময়সীমা শেষ হয়ে যাওয়ার ফলে বেশিরভাগ মানুষ জমি সংক্রান্ত বিভিন্ন জটিলতা দূর করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন বলে আশংকা করছে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)। দলের কাছাড় জেলা কমিটির পক্ষে বিজিত কুমার সিংহ এবং হিল্লোল ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, প্রয়োজনীয় সংখ্যায় সরকারি কর্মচারীর অভাবে বহু মানুষ নিজের জমির খাজনা পর্যন্ত দিতে পারছেন না। জমির নামজারির ক্ষেত্রে খাজনার রশিদ প্রদানের নিয়ম বেধে দেওয়ার ফলে বহু মানুষ এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তাঁরা আরও বলেন, কাছাড় জেলায় অনলাইনে সুবিধা না থাকায় অফলাইনে ‘বসুন্ধরা’ প্রকল্পের সময়সীমা বৃদ্ধি না হলে সাধারণ নাগরিকরা বঞ্চিত হবেন। তাই দলের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের কাছে ‘বসুন্ধরা’ প্রকল্প অফলাইনের সময়সীমা বৃদ্ধির দাবি জানানো হয়েছে।

ভারতের প্রগতিতে অমূল্য অবদান রাখছেন নাগাল্যান্ডের জনগণ : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর (হি.স.): নাগাল্যান্ডের প্রতিষ্ঠা দিবসে সে রাজ্যের জনগণকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুভেচ্ছা-বার্তায় প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, নাগাল্যান্ডের সংস্কৃতি বীরত্ব এবং মানবিক মূল্যবোধকে ব্যক্ত করে। ভারতের প্রগতিতে অমূল্য অবদান রাখছেন নাগাল্যান্ডের জনগণ। ১ ডিসেম্বর নাগাল্যান্ডের প্রতিষ্ঠা তথা স্থাপনা দিবস।

বুধবার সকালে টুইট করে নাগাল্যান্ডের জনগণকে রাজ্যের স্থাপনা দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। টুইটে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ’নাগাল্যান্ডের স্থাপনা দিবস উপলক্ষ্যে রাজ্যের অত্যুত্তম মানুষজনকে শুভেচ্ছা। নাগাল্যান্ডের সংস্কৃতি বীরত্ব এবং মানবিক মূল্যবোধকে ব্যক্ত করে। ভারতের প্রগতিতে অমূল্য অবদান রাখছেন নাগাল্যান্ডের জনগণ। ভবিষ্যতে নাগাল্যান্ডের প্রগতির জন্য প্রার্থনা করছি।’

মমতার মুম্বইযাত্রা নিয়ে তোপ তথাগত রায়ের

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুম্বইযাত্রা নিয়ে তোপ দাগলেন বিজেপি-র প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথাগত রায়। বুধবার তথাগতবাবু টুইটারে লেখেন, “মমতা মুম্বই গিয়ে শিল্পপতিদের সঙ্গে কথা বলছেন! এসব তো শুধু পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে, বিশেষ করে বেকার ছেলেদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য ! যিনি বিক্ষোভ করে টাটার মতো শিল্পপতিকে তাড়িয়েছেন, অর্ধেক তৈরী কারখানা ভেঙে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছেন তাঁর ডাকে কত শিল্প আসবে আপনারাই বুঝে নিন।

শখ হয়েছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবেন। এদিকে বাংলাভাষী ত্রিপুরা পর্যন্ত পিছলে গেল হাত থেকে। তাই কোথায় গোয়া, কোথায় হরিয়ানা, এক একটা বিক্ষুব্ধ নেতা ধরে পায়ঁতারা কষছেন। তা কষুন। কিন্তু এইসব নেতা ধরে আনার যে খরচ সেটা যে পশ্চিমবঙ্গবাসীর পকেট থেকেই যাচ্ছে তা যেন আমরা ভুলে না যাই। ত্রিপুরার ফলে উজ্জীবিত, নতুন সেনাপতিকে দায়িত্বে এনে মাস্টারস্ট্রোক দেবেন মমতা? নেই তাই খাচ্ছ, থাকলে কোথায় পেতে ? কহেন কবি কালিদাস পথে যেতে যেতে!“

তাপমাত্রা কমে মাইনাস ২.৫ ডিগ্রি, মরশুমের শীতল রাতে কাঁপল শ্রীনগর

শ্রীনগর, ১ ডিসেম্বর (হি.স.): তাপমাত্রার পারদ ফের অনেকটাই পতন হল কাশ্মীর উপত্যকায়। মরশুমের শীতলতম রাতে কাঁপল শ্রীনগর। মঙ্গলবার রাতে শ্রীনগরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কমে মাইনাস ২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছে যায়। প্রবল শৈত্যপ্রবাহে জবুথবু কাশ্মীরের বিভিন্ন জেলা। জলে বরফ হয়ে গিয়েছে লাদাখ। আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আকাশ পরিষ্কার থাকার কারণে জম্মু ও কাশ্মীর ও লাদাখে ফের পারদ পতন হয়েছে।

শ্রীনগরের পাশাপাশি তাপমাত্রার পারদ নেমেছে পহেলগাম ও গুলমার্গেও। পহেলগামে তাপমাত্রা কমে মাইনাস ৫.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে, গুলমার্গে মাইনাস ১.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। লাদাখের দ্রাস শহরে তাপমাত্রা কমে মাইনাস ১২.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে, লেহ-তে মাইনাস ১১.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং কার্গিলে মাইনাস ৭.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। জম্মুতেও অনেকটাই কমেছে তাপমাত্রা। সেখানে মঙ্গলবার রাতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৮.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

গার্হস্থ্য গ্যাস চলতি দামেই, কলকাতা ও দিল্লিতে বাড়ল বাণিজ্যিক সিলিন্ডার

কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর (হি.স.): ফের দাম বাড়ল বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের। তবে, গৃহস্থের রান্নার গ্যাসের দাম অপরিবর্তিত। ১ ডিসেম্বর থেকে ১৪.২ কেজি রান্নার গ্যাসের দামের কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না। কলকাতায় দাম থাকছে ৯২৬ টাকা। তবে বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম এক ধাক্কায় ১০৩.৫ টাকা বাড়ল। এর ফলে কলকাতায় ১৯ কেজি সিলিন্ডারের দাম হবে ২ হাজার ১৭৭ টাকা।

রাজধানী দিল্লিতে ১৯ কেজি বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম বেড়েছে ১০০.৫০ টাকা। বুধবারের মূল্যবৃদ্ধির পর দিল্লিতে বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম বেড়ে হল ২ হাজার ১০১ টাকা। বুধবার থেকেই নতুন দাম কার্যকর হয়েছে। বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম নভেম্বর মাসেই বাড়ানো হয়েছিল ২৭০.৫ টাকা। অর্থাৎ দু’মাসের মাথায় বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম ৩৭৪ টাকা বাড়ল। বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের মূল্যবৃদ্ধিতে মাথায় হাত হোটেল-রেস্তোরাঁর ব্যবসায়ীদের।

মাতাবাড়ি চত্বরের পুনর্বিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে
সামিয়িক কালের জন্য **মনাদা’র পেঁড়া** দোকানের
স্থান পরিবর্তন
স্টল নং ১০
জাতীয় সড়ক
নতুন দোকান
মনমোহন রায়
মাতাবাড়ি চত্বরের স্টল নং ১০ এখন জাতীয় সড়কের বিপরীত পাশে, সাথে SBI এবং IDBI ATM । স্কুল মাঠে ৮ নং স্টলে আমরাই আছি।
ত্রিপুরাসুন্দরী পেঁড়া ভাণ্ডার (মনাদা’র পেঁড়া)
যোগাযোগ ঃ 9436473700 **এবং** 9436473652
মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী জাগ্রতা দেবী। আমরা তাঁকে প্রতিদিন নিবেদন করি ঐতিহ্যবাহী গুণমানসম্পন্ন পেঁড়া, যা আপনাদেরও অত্যন্ত প্রিয়।

’বকেয়া পুরভোটের দিন ঘোষণা কি আপনাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব নয় ?’ কমিশনকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর (হি. স.) : পুরভোট নিয়ে বুধবার হাইকোর্টে কড়া প্রশ্নের মুখে পড়ল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রধান বিচারপতি এ দিন জানতে চাইলেন “কলকাতার নির্বাচনের দিন ঘোষণা হয়ে গেছে, বাকি নির্বাচন কবে হবে ?’ আপাতত কলকাতার পুরভোট নিয়ে কোনো রকম হস্তক্ষেপ করবে না কলকাতা হাইকোর্ট।

ডিসেম্বরে কলকাতা এবং হাওড়া পুরনিগমের ভোট করার পরিকল্পনা করেছিল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। এর পরই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় রাজ্য বিজেপি। তাদের মামলার বিষয় ছিল কেন রাজ্যের সব ক’টি পুরসভায় বকেয়া ভোট এক সঙ্গে করানো হচ্ছে না? প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব বুধবার রাজ্যের সব পুরসভায় কত দফায় ভোট করানো সম্ভব, সে বিষয় বিস্তারিত তথ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে জানতে চেয়েছেন। তিনি জানতে চান, ’ন্যূনতম কত দফায় এই ভোট করা হবে ? আপনারা ইভিএমের সংখ্যা জানিয়েছেন। তাহলে কত দফায় ভোট হবে জানাচ্ছেন না কেন ? বকেয়া ভোটের দিন ঘোষণা কি আপনাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব নয় ?’ হাইকোর্টে কমিশন জানায়, রাজ্যের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে ভোটের দিন স্থির হয়।

হাইকোর্টের প্রশ্নের জবাবে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারাল বলেছেন, “কলকাতা প্রথম করা হয়েছে কারণ এখানে টিকাকরণের হার সবচেয়ে বেশি। রাজ্যের মধ্যে এখানে সবচেয়ে চিকিৎসা ব্যবস্থা ভালো। তাই ভোট আগে করা হচ্ছে।” একটি পুরসভার ভোটের সঙ্গে অন্য পুরসভার ভোটের সম্পর্ক নেই বলেও আদালতে জানিয়েছেন তিনি। আদালতের তরফে আগামী সোমবার রাজ্য নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্য সরকারকে হলফনামা দিয়ে জানাতে বলা হয়েছে, বাকি যে পুরসভাগুলির ভোট বকেয়া রয়েছে, সেখানে তারা কবে ভোট করাতে চায় বা কী পরিকল্পনা রয়েছে। কত দফায় ভোট করাতে চায়। এর পাশাপাশি কমিশনের তরফে কলকাতা হাইকোর্টে যে হলফনামা জমা দেওয়া হয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে, সব পুরসভার ভোট একসঙ্গে করাতে গেলে প্রায় ৩০ হাজার ইভিএম প্রয়োজন হবে। কিন্তু, কমিশনের হাতে এই মুহূর্তে ১৫ হাজারের থেকে বেশি কার্যকরী ইভিএম রয়েছে।

এখানে হাইকোর্টের বিচারপতি জানতে চান, যখন অর্ধেকের বেশি ইভিএম রয়েছে, তখন দুই দফায় ভোট করাতে অসুবিধা কোথায় ? এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশনের আইনজীবীর বক্তব্য, রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে সমস্ত উত্তর নিয়ে আদালতে জানাবেন তিনি। স্বচ্ছতার সঙ্গে নির্বাচন করানো কমিশনের দায়বদ্ধতা। তাদেরই এগিয়ে এসে বলতে হবে এক্ষেত্রে কী পরিকল্পনা রয়েছে। এমনই পর্যবেক্ষণ আদালতের। এ নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে তারা আলোচনা করছে বলে জানায় কমিশন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আদালত জানতে চায়, এই আলোচনা করতে আর কতদিন লাগবে ? সোমবার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে। ওইদিনই হলফনামা দিয়ে জানাতে হবে বাকি পুরসভার ভোট কবে হবে।

সমস্ত আঞ্চলিক দল একত্রিত হলে বিজেপিকে সহজেই হারানো সম্ভব : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

মুম্বই, ১ ডিসেম্বর (হি.স.): দেশের সমস্ত আঞ্চলিক দল একত্রিত হলে বিজেপিকে সহজেই হারানো সম্ভব। তাই আঞ্চলিক দলগুলিকে শক্তিশালী ও একত্রিত হতে হবে। মুম্বইয়ে বললেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে কংগ্রেসকে খোঁচা দিয়ে মমতা বলেছেন, বিদেশে পড়ে থাকলে লড়াই কীভাবে হবে, সর্বদা সময় দিতে হবে। মুম্বইয়ের নরিম্যান পয়েন্টে বুধবার বিশিষ্টজনদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতার সঙ্গে ছিলেন জাভেদ আখতার, বিশিষ্ট সমাজকর্মী মেধা পাটেকর, পবন বর্মা প্রমুখ। মমতা এদিন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দেগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ’বিজেপির বিরুদ্ধে ঠিক মতো লড়ছে না কংগ্রেস। সর্বস্তরীয় স্তরে সিদ্ধান্ত নিতে ভয় পাচ্ছে কংগ্রেস।...বিদেশে পড়ে থাকলে লড়াই কীভাবে হবে, সর্বদা সময় দিতে হবে।’ মমতা আরও বলেছেন, ’আমি চাই যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো শক্তিশালী হোক। আঞ্চলিক দলই তৈরি করে জাতীয় দল। সমস্ত আঞ্চলিক দল একত্রিত হলে বিজেপিকে সহজেই হারানো সম্ভব।’ পশ্চিমবঙ্গে কাজের খতিয়ান তুলে ধরে মমতা বলেছেন, ’আমি কাজে বিশ্বাস করি। বাংলার মেয়েদের পাশে দাঁড়িয়েছি। বাংলায় স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের সুবিধা দেওয়া হয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বাংলা এক নম্বরে।’

মুম্বইয়ে মমতার ভিআইপি বৈঠক থাকবেন স্বরা, জাভেদ, মেধারা

মুম্বই, ১ ডিসেম্বর (হি.স) : বুধবার দুপুরে মুম্বইয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্টজনেদের সঙ্গে মিলিত হবেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে উপস্থিত থাকার কথা অভিনেত্রী স্বরা ভাস্কর, গীতিকার জাভেদ আখতার, প্রাক্তন সাংবাদিক এবং ফিল্ম মেকার প্রীতিশ নন্দী, সমাজকর্মী মেধা পাটেকরসহ বিভিন্ন মিডিয়া হাউসের বিশিষ্ট সাংবাদিকদের।

গত মাসে গোয়া সফরে গিয়েও একইভাবে সেখানকার বিশিষ্টজনদের সঙ্গে কথোপকথন সেরেছিলেন তিনি। যার ব্যবস্থাপনায় ছিল প্রশান্ত কিশোরের সংস্থা আইপ্যাক। মুম্বইয়ে মমতার বৈঠকে যাঁদের উপস্থিত থাকার কথা, তাঁদের নাম দেখলেই বোঝা যাচ্ছে, বিজেপি বিরোধিতায় তাঁরা কতটা কট্টর এর আগেই জাভেদ আখতারের সঙ্গে দেখা করে মমতা তাঁর কাছে আবদার করেছিলেন ‘খেলা হবে’-র হিন্দিতে লিখে দেওয়ার জন্য। সেদিন জাভেদের সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী তথা শাবানা আজমিও। আর স্বরা ভাস্কর তো বিজেপি বিরোধিতা শুধু নয়, বাম রাজনৈতিক মঞ্চে উঠতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। গত লোকসভা ভোটে বিহারের বেগুসরাইয়ে সিপিআইয়ের প্রার্থী ছিলেন জেএনইউয়ের প্রাক্তন ছাত্রনেতা কানহাইয়া কুমার। স্বরাকে দেখা গিয়েছিল কানহাইয়ার মঞ্চে উঠে তাঁর জন্য ভোট চাইছেন।

২০১৪ সালের লোকসভা ভোটের বছর তিন আগে থেকে ঠিক এভাবেই গোটা দেশে তাঁর রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারে নেমেছিলেন তৎকালীন গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রশান্ত কিশোর তখন মোদীর পরামর্শদাতা। কখনও তিনি দিল্লির কলেজে বক্তৃতা দিতে চলে গিয়েছিলেন, তো কখনও বৈঠকে বসেছিলেন শিল্পপতি বা আম নাগরিকদের সঙ্গে।

সামগ্রিক ভাবে বিজেপি এখন এই কৌশলেই হাঁটে। এই যেমন একুশের বিধানসভা ভোটের আগে অমিত শাহ, জেপি নাড্ডারা বারবার কলকাতার বুদ্ধিজীবিদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাই করছেন বলে অনেকের মত।

সড়ক দুর্ঘটনায় হত গণপ্রহারে অনিমেষ হত্যাকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত নিরোজ

যোরহাট (অসম), ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : মারা গেছে সোমবার বিকেলে যোরহাটে প্রকাশ্য রাজপথে গণপ্রহারে ছাত্রনেতা অনিমেষ ভুইয়াঁর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত নীরোজ দাস ওরফে কলা লরা। আজ বুধবার ভোররাতে পুলিশের গাড়ি চাপায় তার মৃত্যু হয়েছে। কলা লরার মৃত্যুতে উল্লসিত যোরহাটের বহু জনতা।

জানা গেছে, নেশাসক্ত নিরোজ দাস এলাকার ড্রাগস কারবারের সঙ্গে জড়িত ছিল। তার নেতৃত্বে এলাকায় ড্রাগসের এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। তাই তাকে নিয়ে আজ ভোররাতে ড্রাগসের গোপন ঠেকের সন্ধানে যাচ্ছিল পুলিশ। কিন্তু যোরহাট-মরিয়নি সড়কের নপমুয়া এলাকার চিনামরা খরিয়াচুকে যাওয়ার পর আচমকা সে পুলিশের গাড়ি থেকে ঝাঁপ মারে। তখন দ্রুতগতিতে পিছন থেকে আসছিল পুলিশের এসকোর্ট গাড়ি বলেরো। পুলিশের গাড়ি থেকে ঝাঁপ দিয়ে দৌড়ে পালানোর সময় এসকোর্ট গাড়ির সামনে পড়ে গিয়ে গুরুতর জখম হয় নিরোজ। সঙ্গে সঙ্গে তাকে যোরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে, সেখানে কর্তব্যরত ডাক্তাররা নিরোজকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিকে এই দুর্ঘটনায় এসকোর্ট গাড়ির তিন পুলিশকর্মীও আহত হয়েছেন। তাঁদের যোরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে। নিরোজকে বাঁচাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বলেরো গাড়িটি রাস্তার পাশে আছড়ে পড়ে। ফলে পুলিশের গাড়ি ভেঙেচুরে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আহত পুলিশকর্মীদের নাম এই খবর লেখা পর্যন্ত জানা যায়নি।

অন্যদিকে, নিরোজ দাস ওরফে কলা লরার মৃত্যুর খবর দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লে অসংখ্য মানুষ সন্তোষ প্রকাশ করছেন। বহু এলাকায় বাজিপটকা পুড়িয়ে তাদের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করছেন। এছাড়া নৃশংসভাবে গণপ্রহারে নিহত অনিমেষ ভুইয়াঁর দেড়গাঁওয়ে খকন্দগুড়ি গ্রামে একইভাবে আনন্দোচ্ছ্বাসে মেতে উঠেছেন জনতা।

রাজধানী আগরতলায় চোরকে হাতে নাতে ধরল আমজনতা। ছবি ঃ নিজস্ব

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

শীতকালে যেসব খাবার ওজন বাড়ায়

শীতের দিন এলেই ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় যেন খাওয়ার ধুম পড়ে যায়। সেই সঙ্গে পিঠা-পুলির উতব নিয়ে বিশেষ আকর্ষণ থাকে শীতে। আর এসব কারণে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে ওজন। এমনিতে শীতের কারণে শরীরের কার্যকলাপ হ্রাস পায়, সেই সঙ্গে মেটাবলিজমও কমতে থাকে। তৃতীয়ত, শীত থেকে বাঁচতে মানুষ খাওয়াদাওয়াও করে বেশি। আর এসব কারণে শীতে ওজন বাড়ে দ্রুত। যেসব খাবারের কারণে ওজন বাড়ে চলুন জেনে নেওয়া যাক।

ক্রিমি স্যুপ : এক বাটি স্যুপ ছাড়া যেন শীতকাল অপরিপূর্ণ। স্যুপ একদিকে যেমন ক্ষুধা নিবারণ করতে সাহায্য করে, শরীর উষ্ণ রাখে আবার প্রয়োজনীয় পুষ্টিও সরবরাহ করে।

তবে আপনি যদি ক্রিমযুক্ত স্যুপ খান, তাহলে দ্রুত ওজন বাড়বে। ক্রিমি স্যুপের পরিবর্তে আপনি ক্লিয়ার স্যুপ যেমন- টমেটো, সবজি দিয়ে স্যুপ বানিয়ে খাওয়া শুরু করেন। কারণ ক্রিমের কারণে স্যুপের ক্যালোরি বেড়ে যায় আর এতে করে বেড়ে যায় ওজন।

মিষ্টি জাতীয় খাবার : শীতের দিনে মিষ্টিজাতীয় খাবার খাওয়ার পরিমাণ বেড়ে যায়। গাজরের হালুয়া, তিলের লাড্ডু, গোলাপ জামুন শীতের বিভিন্ন পিঠা এসব শীতকালে যেনো চলতেই থাকে। তবে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইলে আপনাকে এসব খাবার এড়িয়ে চলতে হবে। তাই বলে যে একেবারে শীতের পিঠা খাবেন না বিষয়টি এমন না। মাঝেমধ্যে আপনার পছন্দের ডেসার্ট খেতেই পারেন, তবে তা যেন পরিমাণে খুব বেশি না হয়। আর চেষ্টা করুন বাড়িতে বানিয়ে এসব খাবার খেতে। পরোটা : শীতে গরম গরম পরোটা খেতে কতই না ভালো লাগে। আর পরোটা যদি ঘি বা বাটার দিয়ে ভাজা হয়, তাহলে তো আর কথাই নেই। চাইলে আলু বা অন্যান্য সবজি দিয়েও এ পরোটা বানানো যায়। তবে স্বাস্থ্যকর পরোটার বিষয় এলে আপনাকে ঘিয়ের ব্যবহারের প্রতি অবশ্যই সতর্ক হতে হবে। ফ্যাট যেমন শরীরকে উষ্ণ রাখতে সহায়তা করে, তেমনি বেশি মাত্রায় ফ্যাট গ্রহণ করলেও তা ওজন বাড়ায় দ্রুত। এ জন্য এসব বিষয় মাথায় রেখে তারপর পরোটা খেতে হবে। চাইলে ঘি দেওয়া পরোটা খেতে পারেন, তবে তা যেন প্রতিদিন না হয়।

চা, কফি :

চা-কফি ছাড়া যেন শীতকাল কল্পনা করা যায় না। এক কাপ চা অথবা কফি শীতে আমাদের উষ্ণ রাখে। তবে চা বা কফিতে দুধ-চিনি খুব বেশি মাত্রায় দেওয়া হলে তা ওজন বাড়ায় দ্রুত। এ জন্য দিনে ২-৩ কাপের বেশি চা-কফি না খাওয়াই ভালো। এ ছাড়া মাঝেমধ্যে ব্ল্যাক টি, হারবাল টি খেতে পারেন। হারবাল টিতে অ্যান্টি অক্সিডেন্টের পরিমাণ বেশি থাকে এবং অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্য থাকে। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো হারবাল টিতে ক্যালোরি কম থাকে এবং এতে মেটাবলিজম বৃদ্ধি পায়।

আপনি কি অ্যাসপিরিন খান সাবধান হার্টের সমস্যা দেখা দিতে পারে

নতুন এক গবেষণা জানাচ্ছে, অ্যাসপিরিন হৃদযন্ত্রের সমস্যা অন্তত ২৬ শতাংশ বৃদ্ধি করে। তবে এর সঙ্গে ওবেসিটি, ধূমপান, উচ্চ রক্তচাপ, হাই কোলেস্টেরল, ডায়াবেটিস, কার্ডিয়োভাসকুলার সংক্রান্ত অন্য সমস্যাও ঝুঁকি বাড়ায়।

ইএসসি হার্ট ফেলিওর জার্নালে এ সংক্রান্ত গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছে।

জার্মানির ইউনিভার্সিটি অফ ফ্রেইবার্গের ড় ব্লেরিম মুজাজ বলেন, অ্যাসিপিরিন ব্যবহার এবং এর জেরে হৃদযন্ত্রের সমস্যাঘটিত গবেষণা এই প্রথম। এই গবেষণার ফল আগামি দিনে খুবই কার্যকরী হবে। যদিও এখনও খুব স্পষ্ট করে বলা যাচ্ছে না, অ্যাসপিরিন নিলেই হার্ট ফেলিওরের আশঙ্কা থাকছেই। তবে বিষয়টি নিয়ে ভাবনার অবকাশ আছে এবং এ সংক্রান্ত আরও গবেষণা আগামি দিনে জরুরি।

এ বিষয়ে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে একটি সমীক্ষা করা হয়েছিল। ৭,৬৯৮ জন অ্যাসপিরিন নিয়েছিলেন। তার পর তাদের উপর প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছিল। তবে সমীক্ষার ফলের একেবারে শেষ ধাপে এই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, যতক্ষণ না এ বিষয়ে আরও বেশি তথ্য হাতে আসে ততক্ষণ সংশ্লিষ্ট রোগীকে অ্যাসপিরিন দেওয়ার ক্ষেত্রে চিকিতকদের আরও বেশি সতর্ক থাকা জরুরি।

৭ত্তসাবধান! ক্যানসার ও হার্টের ঝুঁকি দ্বিগুন বাড়িয়ে দেয় অতিরিক্ত ফ্যাট বা তেল জাতীয় খাবার, জেনেনি

নিজেদের অজান্তেই ফ্যাট জাতীয় খাবার অতিরিক্ত খেয়ে ফেলি আমরা। অতিরিক্ত তেল-মশলা যুক্ত খাবারও শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক। অতিরিক্ত ফ্যাট বা তেল জাতীয় খাবার খেলে কী কী সমস্যা হতে পারে তা দেখে নেয়া যাক-

১. ওজন বৃদ্ধি- অতিরিক্ত ফ্যাট জাতীয় খাবার খেলে শরীরের ওজন বৃদ্ধি পায়।

যখনই শরীরে অতিরিক্ত ক্যালরি ঢোকে, আমাদের পেশীগুলো ফুলে যায়। এই অবস্থা দীর্ঘদিন চলতে থাকলে স্বাভাবিকভাবেই শরীরের ওজন বৃদ্ধি পাবে। যা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, ক্যানসার, গলব্লাডার, হাইপারটেনশনের মতো রোগ শরীরে বাসা বাঁধতে পারে। তাই অতিরিক্ত তেল ও ফ্যাট জাতীয় খাবার বর্জন করাই ভাল।

২. হার্টের অসুখ- ফ্যাট জাতীয় খাবারে থাকে অতিরিক্ত কোলেস্টেরল। শরীরের বৃদ্ধির জন্য কোলেস্টেরল দরকার। কিন্তু অতিরিক্ত হলেই বিপদ। রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে হার্টের অসুখ হতে পারে। কারণ কোলেস্টেরলের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে রক্ত চলাচলে সমস্যা হয়। তখন হার্টের অসুখ হতে বাধ্য। ধমনীতে চর্বি জমে গেলে পরিস্থিতি বাইপাস সার্জারির দিকে গড়াতে পারে।

৩. ক্যানসার- অতিরিক্ত ফ্যাট বা তেল জাতীয় খাবার খেলে স্তন ক্যানসার, কোলন ক্যানসার বা ফুসফুস ক্যানসার হতে পারে। প্রতিদিন ফ্যাট জাতীয় খাবার খেলে শরীরে ১০ শতাংশ ক্যালরি বৃদ্ধি পায়। যা একটা সময়ের পর স্তন ক্যানসারের দিকে যেতে পারে। তাই মেয়েরা সাবধান। অতিরিক্ত ফ্যাট জাতীয় খাবার খাবেন না ৫) নারকেল তেল এবং ঘি ব্যবহার করুন

শীতকালে নারকেল তেল এবং ঘি এর ব্যবহার, ত্বকের ছোপ ছোপ দাগ এবং শুষ্কভাব কমাতে সহায়তা করে। নারকেল তেল এবং ঘি উভয়েই গুড ফ্যাটের উত, যা স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উপকারি।

শীতকালে ত্বকের পরিচর্যা করুন আয়ুর্বেদের নিয়ম মেনে, ত্বক থাকবে কোমল ও মসৃণ

শীতকাল কিন্তু ইতিমধ্যেই দরজায় কড়া নাড়তে শুরু করে দিয়েছে। আর শীতকাল আসা মানেই, ত্বক শুষ্ক-রুক্ষ ও নিস্তেজ হয়ে যাওয়া। এই সময় ত্বক নিজের স্বাভাবিক আর্দতা হারিয়ে ফেলে। তাই ত্বকের একটু অতিরিক্ত যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। তবে আয়ুর্বেদিক মতে ত্বকের যত্ন নিলে আপনার ত্বক আরও কোমল ও মসৃণ হয়ে উঠবে।

প্রাচীনকাল থেকেই আয়ুর্বেদ ভারতীয় সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। আয়ুর্বেদ কিন্তু কেবলমাত্র স্বাস্থ্য ভাল রাখার টিপস দেয় না, পাশাপাশি ত্বকের বিভিন্ন সমস্যা নিরাময়ের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত কার্যকরী। তাই শীতকালে ত্বকের যত্ন নিতে বাজারের কেমিক্যালযুক্ত পণ্য ব্যবহারের পরিবর্তে আয়ুর্বেদকে বেছে নিন, আর দেখুন ম্যাজিক! তাহলে দেখে নিন, আয়ুর্বেদ মতে শীতকালে ত্বকের যত্ন নিতে কী করবেন -

১) স্বাস্থ্যকর খাবার খান

আমরা যে সকল খাদ্য গ্রহণ করি তা আমাদের স্বাস্থ্যের পাশাপাশি ত্বকের উপরেও প্রভাব ফেলে। তাই শীতকালে খাদ্যতালিকায় এমন খাবার রাখুন, যা আপনার ত্বককে হাইড্রেট রাখতে সক্ষম, যেমন - বাদাম, ডাল, দুধ এবং অলিভের মতো খাদ্য। আয়ুর্বেদিক মতানুসারে, স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া ত্বকের উপর থেরাপিউটিক প্রভাব ফেলতে সক্ষম এবং ত্বককে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও ময়েশ্চারাইজ রাখতে সহায়তা করে।

২) আয়ুর্বেদিক ম্যাসাজ করুন

শীতকালে ত্বকের ম্যাসাজ অত্যন্ত উপকারি। ম্যাসাজের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত এসেনশিয়াল অয়েল এবং ভেষজগুলি, ত্বককে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে সহায়তা করে। এই ম্যাসাজ ত্বকের রক্ত সঞ্চালনকে বৃদ্ধি করে এবং ত্বককে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল করে তুলতেও সহায়তা করে। সপ্তাহে দু’’দিন আয়ুর্বেদিক ম্যাসাজ করার চেষ্টা করুন।

৩) আয়ুর্বেদিক ফেস প্যাক

শীতকালে ত্বকের যত্নের ক্ষেত্রে গোলাপের পাপড়ি, শতবরী, আমলকি, যষ্টিমধু, অনন্তমূল, অশ্বগন্ধার মতো বিভিন্ন ভেষজ ব্যবহার করুন। ঘরোয়া ফেসপ্যাকে এগুলি অন্তর্ভুক্ত করুন, কারণ এগুলি ত্বককে স্বাস্থ্যকর ও ময়শ্চারাইজ রাখতে পারে।

৪) ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার খান

শীতকালে খাদ্যতালিকায় ডিম, দই, দুধ, টমেটো, টুনা, স্যালমনের মতো ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাদ্য অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করুন। শীতকালে সূর্যের তীব্রতা তুলনামূলক কম থাকে, তাই শরীরে ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি হতে পারে। তাই ত্বকের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবারগুলি খান কিংবা ঘরে তৈরি ফেসপ্যাকগুলিতে অন্তর্ভুক্ত করুন।

বাবুজি জারা ধীরে চলো বন্ধুদের সঙ্গে ক্লাসরুমেই উদ্দাম নাচ

কোচবিহার: দীর্ঘ প্রায় দেড় বছর বন্ধ থাকার পর অবশেষে খুলেছে স্কুল। অনলাইনে পড়াশোনা আদৌ কতটা সফল হয়েছে, সে নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। তবে শৈশব হোক বা কৈশোর, ছাত্রজীবনের স্বাদটাই বাদ পড়ে যাচ্ছিল পড়ুয়াদের। স্কুল কিংবা কলেজ মানে তো নিছক পড়োশোনা নয়!

কোভিড সম্পর্কিত সমস্ত আপডেট পড়ুন এখানে

বড় হয়ে ওঠার একটা অধ্যায়। তাই স্কুল খোলার সদ্ধান্ত নিয়ে যতই বিতর্ক থাক, স্কুল খুলতেই আনন্দে মেতে উঠেছে পড়ুয়ারা। অন্তত তেমন ছবিই ফুটে উঠল তুফানগঞ্জের নৃপেন্দ্র নারায়ণ মেমোরিয়াল স্কুলে। বন্ধুদের কাছে পেয়ে শ্রেণীকক্ষের ভিতরেই নাচানাচি শুরু করল পড়ুয়ারা, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হল সেই ছবি। আর সেই ভিডিয়ো ঘিরেই শুরু হয়েছে বিতর্ক। শিক্ষাঙ্গনে এমন ধরনের ‘উদ্দাম নাচ’ কি শোভনীয়? প্রশ্ন তুলছেন সংশ্লিষ্ট মহলের অনেকেই। কী দেখা গিয়েছে সেই ভাইরাল ভিডিয়োটিতে? দেখা গিয়েছে, স্কুলেরই ছাত্রীরা ইউনিফর্ম পরেই ক্লাসরুমের মধ্যে হিন্দি গানে নাচ করছে। কখনও কোমর বেঁকিয়ে, কখনও চুল খুলে, কখনও বা স্লো মোশনে গানের তালে তালে নিখুঁত স্টেপ ফেলে নাচ করছে ওই পড়ুয়ারা। ক্লাসের কিছুজন মাস্ক পরে থাকলেও বাকিদের মুখে মাস্ক দেখা যায়নি। দেখা যায়নি সামাজিক দূরত্ববিধি।

স্মার্ট ফোন রয়েছে সকলের হাতেই। ফলে, সেই নাচের মুহূর্ত ভিডিয়ো করে ভাইরাল করতে বিশেষ সময় লাগেনি। আর এই ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই কার্যত শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি, কেন এভাবে শ্রেণীকক্ষের মধ্যেই ছাত্রীরা এভাবে ‘চটুল’ গানে নাচানাচি করবে? স্কুল ইউনিফর্ম গায়ে এভাবে উচ্ছ্বাস প্রকাশ কেন তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। তবে, স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানিয়েছেন, ওই ভিডিয়োটি তাঁর হাতে এসেছে। দেখার পর ওই ছাত্রীদের ডেকে পাঠানো হয়েছে। কেন তারা এমন কাজ করল তা জানতে চাওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে, ওই পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করতে পারে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

তবে ঘটনায় ভাইরাল ভিডিয়োতে থাকা ওই ছাত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তারা কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চায়নি। এমনকী, ভিডিয়োটি কীভাবে ভাইরাল হল তা নিয়েও মুখ খোলেনি। প্রসঙ্গত, স্কুল খুললেও কোভিড বিধি ভুললে চলবে না, তাই গাইডলাইন দেওয়া হয়েছে সরকারের তরফে। বলা হয়েছে, প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীকে মাস্ক পরে স্কুলে আসতে হবে। সেই মর্মে বিদ্যালয়গুলিকে নোটিসও জারি করতে হবে। এছাড়াও প্রতিটি স্কুলে একটি শয্যাযুক্ত আইসোলেশন রুম রাখার কথা বলা রয়েছে, আচমকা যদি কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাকে যেন সেখানে স্থানান্তরিত করা যায়। পাশাপাশি শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণেরও উল্লেখ রয়েছে স্কুল রিওপেন বুকলেটে। যাতে কারও জ্বর এলে বা অসুস্থ হলে প্রাথমিক ভাবে তা সামাল দিতে পারেন স্কুলে স্যার, দিদিমণিরা। আরও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েরও উল্লেখ রয়েছে এই গাইডলাইন বুকে। বার বার শিক্ষাবিদ বা চিকিতকরা বলছিলেন, সম্ভব হলে দুই শিফটে ক্লাস হোক। গাইডলাইনেও বলা হয়েছে, পরিস্থিতি ও পরিকাঠামোর দিকে নজর রেখে প্রয়োজনে স্কুল দুই শিফট অর্থাতমর্নিং ও ডে’’তে ক্লাস করাতে পারে। করোনার বিষয়ে অভিভাবক ও পড়ুয়াদের সতর্ক করার দায়িত্বও স্কুলকেই দিয়েছে রাজ্য। করোনা সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। কী করা যাবে এবং কী করা যাবে না সে বিষয়ে সতর্ক হতে হবে। ’’ডু অ্যান্ড ডোন্টস’’-এরও একটি তালিকা রয়েছে বিকাশ ভবনের স্কুল রিওপেন বুকলেটে।

সবসময় হলুদ-দুধ পান করা হতে পারে বিপজ্জনক

হলুদ-দুধ আমাদের শরীরের জন্য খুবই উপকারী। আমাদের শরীরে হাড়ের ব্যথা হলে বা শরীরে কোনো ধরনের ব্যথা হলে প্রথমে শুধু হলুদ-দুধ দেওয়া হয়। এবং বলা হয়,এটি পান করলে আমাদের শরীরের হাড়ের ব্যথাও সেরে যায়। কিন্তু আপনি কি জানেন যে সবসময় আমাদের হলুদ-দুধ পান করা উচিত নয়? সেক্ষেত্রে এটি পান করা শুধুমাত্র আমাদের শরীরের জন্য নয়, আমাদের জীবনের জন্যও বিপজ্জনক হতে পারে।

চলুন জেনে নেওয়া যাক কখন হলুদ-দুধ পান করা উচিত নয়।

যদি আপনার গলা ব্যাথা থাকে, বা কফের সমস্যা থাকে বা আপনার যদি প্রায়শই বমি হয় তবে আপনার কখনই হলুদ-দুধ পান করা উচিত নয়। এক্ষেত্রে যদি আপনি হলুদ-দুধ পান করেন, তবে এটি অনেক ক্ষতি করতে পারে।

আপনার যদি ডায়রিয়ার সমস্যা থাকে তবে হলুদ-দুধ একেবারেই পান করা উচিত নয়। এ কারণে রক্ত বমিও হতে পারে।

শীতকালে বিশেষ কিছু ধরনের স্যুপ

শীতকাল প্রায় এসে গেছে আর বাড়িতে এই সময় স্যুপ হবে না এমনটা হতেই পারে না। শীতের আমেজে গরম গরম স্যুপ বিকেলের সময়ে এক আলাদাই মাত্রা এনে দেয়। স্বাদ এবং স্বাস্থ্যের যুগলবন্দী এই স্যুপ গুলি মাছ, মাংস, ডাল, সবজি, কিংবা ফল, যে কোনও কিছু দিয়েই তৈরি করা যেতে পারে। তাই স্যুপ খাওয়ার প্রবণতা সব সময়ই অনেকটাই বেশি হয়।

শীতের মরশুমের রকমারি সবজির প্রাচুর্য স্যুপের গুণগতমান বর্ধক হিসেবেও কাজ করে। যা সরাসরি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে তোলার পাশাপাশি শরীরে প্রয়োজনীয় পুষ্টি এবং উষ্ণতাও সরবরাহ করে। তাই হয়তো, সারা পৃথিবী জুড়েই স্যুপকে কম্ফোর্ট ফুড বলা হয়।

১) টমেটো স্যুপ:

শীতের আমেজে, এক বাটি টমেটো স্যুপের সেবন, প্রায় সারা পৃথিবী জুড়েই অত্যন্ত জনপ্রিয়। টমেটো স্যুপে, ফ্ল্যাট এবং ক্যালোরির মাত্রা কম থাকা সত্বেও, এটি কিন্তু শরীরে উষ্ণতার অনুভুতি আনতে, কোনো অংশেই কম না। তাছাড়া, টমেটো স্যুপ ভিটামিন সি, বিটা ক্যারোটিন এবং অন্যান্য পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ হওয়ায়, এটি ভেতর থেকে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে করে তুলতেও সাহায্য করে।

২) চিকেন স্টু:

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বর্ধক চিকেন স্টু, স্যুপেরই একটি ভিন্নরূপ। এটি একটি অত্যন্ত জনপ্রিয়, কম্ফোর্ট ফুড হিসেবেও পরিচিত। এই চিকেন স্টু স্বাস্থ্যকর ফ্ল্যাট, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট এবং অন্যান্য পুষ্টিগুণ তথা বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন এবং খনিজের একটি উতৃষ্ট উত। তাই, নিয়মিত চিকেন স্টু এর সেবন, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অত্যন্ত উপকারী। এই চিকেন স্টু তৈরীর ক্ষেত্রে, মুরগির মাংসের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের শীতকালীন সবজিও, প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। যেমন পেঁপে, বিট, গাজর, বিন্স, আলু, পিয়াজ, আদা, রসুন, মটরশুটি, ক্যাপসিকাম, ফুলকপি, ব্রকলি প্রভৃতি।

৩) মাশরুম স্যুপ:

সুস্বাদু মাশরুম স্যুপ, স্বাস্থ্যকর স্যুপ গুলির মধ্যে অন্যতম। মাশরুম হল প্রোটিন, ফাইবার এবং অন্যান্য পুষ্টিগুণ তথা ভিটামিন, সোডিয়াম এবং পটাশিয়াম একটি উতৃষ্ট উত। পুষ্টিসমৃদ্ধ হওয়া সত্বেও, এই মাশরুম স্যুপের ক্যালোরির মাত্রা কিন্তু অত্যন্ত কম। ঠান্ডায় এক বাটি মাশরুম স্যুপের সেবন, শরীরকে তরতাজা করে তোলার পাশাপাশি, উষ্ণতার অনুভুতিও প্রদান করে।

বিএসএফের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে সাইকেল র‍্যালি। ছবি ঃ নিজস্ব

মহারানীতে বিএসএফের প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১লা ডিসেম্বর :- বুধবার অনারম্ভে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স এর ৫৭ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করলো ১২২ তম ব্যাটেলিয়নের জওয়ানেরা। প্রতি বৎসর রাইজিং ডে উপলক্ষে উদয়পুর মহারানী বিএসএফ ক্যাম্পে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন কর। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বি এস এফের বাহিনীর কমান্ডেন্ট এন.কে. শর্মা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুরন্ত টিভির এডিটর আয়ুব সরকার।অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উদয়পুর মহাকুমা বন আধিকারিক কমল ভৌমিক, উদয়পুর জল সম্পদ দপ্তরের অধিকর্তা রাজেন্দ্র ত্রিপুরা সহ আরো অনেকে। এদিনের অনুষ্ঠানে তালিকায় ছিল নাচ গান। বিএসএফ জওয়ানের ছেলে মেয়েরাই এদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া মহারানীর স্থানীয় নৃত্যশিল্পী এবং কণ্ঠ শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করেন। রাইজিং ডে উপলক্ষে সপ্তাহ খানেক ধরেই চলছিল নানা কর্মসূচি। আর্ট কম্পেটিশন থেকে শুরু করে ভলিবল প্রতিযোগিতা এমনকি সাইকেল রেইস সংগঠিত করে বিএসএফ জওয়ানেরা।এদিন গোমতী জেলাতে অবসরপ্রাপ্ত ১০ জন বিএসএফ জওয়ানকে সংবর্ধনা দিলো১২২ তম ব্যাটালিয়ন। তাদের হাতে মানপত্র তুলে দেন দায়িত্বপ্রাপ্ত কমান্ডেন্ট এন কে শর্মা। স্থানীয় গ্রামবাসীদের নিয়ে এদিনের রাইজিং ডে উদযাপন করে তারা।

ধনশিরিতে অয়েল ইন্ডিয়াকে তেলের সন্ধানে অনুমোদন কারবি স্বশাসিত পরিষদের, বিরুদ্ধাচরণ এনএসসিএন (আইএম)-এর

ডিফু (অসম), ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : কারবি আংলং জেলার ধনশিরি উপত্যকায় অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেডকে তেলের সন্ধান চালানোর অনুমোদন দিয়েছে কারবি আংলং স্বশাসিত পরিষদ। গত ২৪ নভেম্বর এ নিয়ে অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেডের সঙ্গে কারবি আংলং স্বশাসিত পরিষদ এক সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। এবার এই সমঝোতা চুক্তির বিরুদ্ধে নাগা উগ্রপন্থী সংগঠন এনএসসিএন (আইএম)-এর নেতৃবৃন্দ তৎপর হয়ে উঠেছে।
নাগা উগ্রপন্থী সংগঠনের দাবি, এই চুক্তি বৃহত্তর নাগালিম গঠন প্রক্রিয়ায় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। গত ২৪ নভেম্বর এক সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে কারবি আংলং স্বশাসিত পরিষদ অয়েল ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষকে ধনশিরি উপত্যকায় তেলের সন্ধান চালাতে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন প্রদান করে।
এই চুক্তির মাধ্যমে অসম-নাগাল্যান্ড সীমান্তে ৩৯৬ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় তেলের সন্ধান চালাবে ইয়েল ইন্ডিয়া। কারবি আংলং স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য তুলিরাম রংহাঙের উপস্থিতিতে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন পরিষদের প্রধানসচিব মুকুল কুমার শইকিয়া ও অয়েল ইন্ডিয়ার কার্যনির্বাহী অধিকর্তা ড় মানস কুমার শর্মা।
বৃহৎ তেলের ভাণ্ডার হিসেবে পরিচিত ধনশিরি উপত্যকাকে বৃহত্তর নাগালিমের অংশ বলে দাবিদার এনএসসিএন (আইএম) এক সময় তেলের সন্ধান চালাতে বাধা প্রদান করেছিল অয়েল ইন্ডিয়াকে। সংগঠনটির মতে, নাগালিমের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকার মেনে নেওয়ার পরই ধনশিরি উপত্যকায় অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেডকে তেলের খননকার্য চালাতে দেওয়া হবে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে উগ্রপন্থী সংগঠনটি অসমের সঙ্গে সীমা বিবাদে লিপ্ত।
অন্যদিকে বিগত এক দশক আগে অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড ধনশিরিতে তেল খননের জন্য একটি কার্যালয় স্থাপন করেছিল। তবে নাগা বিদ্রোহী সংগঠনটি এই কার্যলয়টি বন্ধ করে দিয়েছিল। এখানেই শেষ নয়, এনএসসিএন (আইএম) ধনশিরির পাড়ে হেব্রনে তাদের সদর কার্যালয় স্থাপন করে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছে। সংগঠনটির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ধনশিরি উপত্যকার এই প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডার কোনও অবস্থায় তাদের হাত থেকে যাতে না যায়। এ প্রসঙ্গে নাগা উগ্রপন্থী সংগঠনের এক সূত্রে জানা গেছে, কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে চলমান শান্তি আলোচনার পরবর্তী বৈঠকে এই বিষয়টি উত্থাপন করবে এনএসসিএন (আইএম)। সঙ্গে প্রস্তাবিত নাগালিমের অন্তর্গত ভূখণ্ডে তেল খনন-কেন্দ্রিক সমঝোতা চুক্তি বাতিল করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে দাবি জানাবে উগ্রপন্থী সংগঠনটি।

৯ ডিসেম্বর নদিয়ায় প্রশাসনিক বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী

নদিয়া, ১ ডিসেম্বর(হি. স.) : আগামী ৯ ডিসেম্বর নদিয়া জেলায় প্রশাসনিক বৈঠকে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জেলা প্রশাসন ও পুলিশের কর্তাব্যক্তিদের পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের আধিকারিক ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা থাকবেন। মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক ঘিরে জেলাজুড়ে বিভিন্ন দপ্তরে ব্যস্ততা তুঙ্গে।
বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী কী প্রশ্ন করবেন, কোন কোন তথ্য জানতে চাইবেন তা নিয়ে কার্যত তটস্থ প্রশাসনের কর্তারা। কারণ এর আগে বিভিন্ন জেলায় প্রশাসনিক বৈঠকে উপস্থিত থেকে আধিকারিকদের কাজের পারফরম্যান্স নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে সরব হতে দেখা গিয়েছে। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নিজের কাজের মান তুলে ধরতে তৎপর হয়েছেন প্রশাসনের কর্তারা। জেলার উন্নয়নে মুখ্যমন্ত্রী নতুন কোনও কিছু ঘোষণা করেন কিনা অথবা ভাঙন ও সীমান্তে বিএসএফের এক্তিয়ার বাড়ানো নিয়ে তিনি কী বার্তা দেন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন বাসিন্দারা। গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলীয় প্রচারে রানাঘাটের হবিবপুর ছাতিমতলা মাঠে নির্বাচনী প্রচারে এসেছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃতীয়বার তৃণমূল সরকার গঠনের পর প্রথম নদিয়ায় প্রশাসনিক বৈঠকে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী।
জেলা প্রশাসনের এক কর্তা বলেন, আগামী ৮ ডিসেম্বর রাতেই মুখ্যমন্ত্রীর জেলার আসার কথা রয়েছে। রাতে তিনি সার্কিট হাউসে থাকবেন। পরদিন কৃষ্ণনগর রবীন্দ্রভবনে প্রশাসনিক সভা হওয়ার কথা রয়েছে। সেইমতো সমস্ত প্রস্তুতি চলছে। নদিয়া জেলা পরিষদের সহ-সভাপতি দীপক বসু বলেন, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, সবুজ সাথী, লক্ষীর ভান্ডার, স্বাস্থ্যসাথী প্রভৃতি জনমুখী প্রকল্পে জেলায় কেমন কাজ হয়েছে সে বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী খোঁজ নিতে পারেন। পাশাপাশি রাস্তাঘাট, পানীয় জল, পর্যটনের প্রসঙ্গও প্রশাসনিক বৈঠক থেকে উঠে আসতে পারে। মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকের আগে প্রশাসনের পাশাপাশি আমরাও নিজেদের মতো আলোচনায় বসছি। মুখ্যমন্ত্রীর জেলা সফরে আসা নিশ্চিত হতেই বুধবার বিকেলে কৃষ্ণনগরে রাজ্যের কারা মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস, বেশ কয়েকদিন বিধায়ক, জনপ্রতিনিধি, অতিরিক্ত জেলাশাসক ও বিভিন্ন দপ্তরের কর্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসেন জেলাশাসক শশাঙ্ক শেঠী। মূলত মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকে কোন, কোন বিষয় উঠে আসতে পারে তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা হয়। শনিবার গভীর রাতে হাঁসখালির ফুলবাড়িতে পথ দুর্ঘটনায় ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। ফলে পথ নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়েও কৃষ্ণনগর ও রানাঘাট পুলিশ জেলার কর্তাদের মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন করতে পারেন বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহলের একাংশ। এছাড়া চাকদহের সান্যালচর, শান্তিপুর, ফুলিয়া
প্রভৃতি বেশ কয়েকটি জায়গায় ভাগীরথীর ভাঙন জেলার অন্যতম বড় সমস্যা হয়ে উঠেছে। ফলে নদী ভাঙন রোধ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকে আলোচনা হতে পারে। এনিয়ে শান্তিপুরে বিধায়ক ব্রজকিশোর গোস্বামী বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নতুন করে চাওয়ার কিছু নেই। তবুও তাঁর কাছে নদী ভাঙন রোধ ও শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের অনুরোধ জানাব। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলার পূর্ব দিকেই রয়েছে ভারত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত। বিএসএফের এক্তিয়ার ১৫ কিলোমিটার থেকে ৫০ কিলোমিটার করা হয়েছে। তাতে জেলা প্রশাসন কী কী সমস্যার মুখোমুখি হতে পারে সেবিষয়ে প্রশ্ন করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই পুলিশের তরফেও বিভিন্ন ডেটাবেশ তৈরি করা হচ্ছে।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনারকে বৃহস্পতিবার সকালে আবার রাজভবনে তলব রাজ্যপালের

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর (হি .স.) : রাজ্য নির্বাচন কমিশনার সৌরভ দাসকে আবার রাজভবনে তলব করলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। বুধবার ধনকর নিজেই টুইটে এ খবর জানান। আসন্ন কলকাতা পুরভোট নিয়ে বৈঠক কাল। স্পর্শ কাতর এবং অতি স্পর্শকাতর বুথের তালিকা তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন।রাজ্যের আসন্ন পুরভোটের প্রস্তুতি নিয়ে জানতে গত ২৩ নভেম্বর রাজ্যপাল ডেকে পাঠান কমিশনারকে। সেই সঙ্গে সংবিধানের দু'টি ধারার কথা সোমবারের টুইটে উল্লেখ করেন রাজ্যপাল। '২৪৩কে' এবং '২৪৩জেডএ' সংবিধানের এই দু'টি ধারাতে রয়েছে পুরভোট সম্পর্কিত সাংবিধানিক নির্দেশ। বুধবারও রাজ্যপাল এ ব্যাপারে তাঁর সাংবিধানিক এক্তিয়ারের বিস্তারিত টুইটে যুক্ত করে দিয়েছেন।

বিজেপিকে উত্তরাখণ্ড বিরোধী বলে কটাক্ষ কংগ্রেস নেতা হরিশ রাওয়াত-র

দেহরাদুন, ১ ডিসেম্বর (হি.স) : আগামী বছর উত্তরাখণ্ড বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে বিজেপিকে নিশানা করে কংগ্রেস নেতা হরিশ রাওয়াত শীতকালীন অধিবেশন নিয়েও বিজেপিকে আক্রমণ করলেন।
বুধবার কংগ্রেসের রাজ্য সদর দফতর রাজীব ভবনে সাংবাদিকদের হরিশ রাওয়াত বলেন, এই নির্বাচনে তিনি মান্ডুয়া, আখ ও কারিগরদের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। স্থানীয় মোটা শস্যের জন্য একটি প্রচারাভিযান চালাবে যাতে মহিলারাও যুক্ত হবেন। হরিশ রাওয়াত স্থানীয় পণ্যগুলিকে উপেক্ষা করার জন্য বিজেপিকে অভিযুক্ত করে বলেন, তিনি এই প্রচারে থাকা লোকদের কান্দালি ঘাসের টুপি পরবেন এবং উত্তরাখণ্ডকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেবেন।
তিনি বলেন, টুপি আমাদের স্মৃতির প্রতীক, কিন্তু বিজেপি সরকার উত্তরাখণ্ড ও উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে কাজ করেছে। তিনি বলেন, এর আগে শীতকালীন অধিবেশন আয়োজনের তারিখ ঘোষণা করলেও পরে সরকার পিছিয়ে যায়। ঠাণ্ডার কারণে বিধানসভার অধিবেশন হচ্ছে না কি না সেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।
তিনি বলেন, এটা হিমালয় রাজ্যের অপমান। তিনি বলেন, এই অপমানের জন্য পুষ্কর ধামি সরকারের জনগণের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত।

বিএসএফ প্রতিষ্ঠাদিবসে বার্তা নরেন্দ্র মোদীর

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর (হি. স.) : সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে বার্তা দিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। টুইটারে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, "তাঁদের উত্থাপন দিবসে, ভারতের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর পরিবারকে শুভেচ্ছা। বিএসএফ তার সাহস এবং পেশাদারিত্বের জন্য ব্যাপকভাবে সম্মানিত। বাহিনী ভারতকে সুরক্ষিত করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে এবং সংকট ও বিপর্যয়ের সময়ে অনেক মানবিক প্রচেষ্টার সামনে থাকে।"

বিএসএফ প্রতিষ্ঠাদিবসে বার্তা জেপি নাড্ডার

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর (হি. স.) : সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে বার্তা দিলেন বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা।
জেপি নাড্ডা বুধবার টুইটারে লিখেছেন, "সমস্ত সাহসী ভারতের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সৈন্য এবং তাঁদের পরিবারকে তাঁদের উত্থাপন দিবসে অভিনন্দন জানাই। বিএসএফ দেশের সেবা এবং সীমান্ত রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আমরা গর্বিত সকল সাহসী সৈনিকদের জন্য যারা সারাজীবন কর্তব্যের নীতিকে আত্মস্থ করে গেছেন। জয় হিন্দ।"

বিএসএফ-এর প্রতিষ্ঠাদিবসে বার্তা উপ রাষ্ট্রপতির

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর (হি. স.) : সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে বার্তা দিলেন উপ রাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু।
বুধবার তিনি টুইটারে লিখেছেন, "সকল বিএসএফ কর্মীদের তাদের ৫৭-তম প্রতিষ্ঠা দিবসে আমার শুভেচ্ছা। পেশাদারিত্বের সর্বোচ্চ মান প্রদর্শন করে তারা আমাদের সীমান্তের বিস্তীর্ণ অংশ রক্ষা করছে। জাতি বিএসএফের অদম্য চেতনা এবং কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠার জন্য গর্বিত। তাঁদের এবং তাঁদের পরিবারের জন্য আমার শুভেচ্ছা।" হিন্দুস্থান সমাচার/

আফ্রিকার দেশগুলো থেকে মহারাষ্ট্রে ফিরে আসা ছজন করোনায় আক্রান্ত

মুম্বই, ১ ডিসেম্বর (হি.স) : আফ্রিকার ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলি থেকে মহারাষ্ট্রে আসা ছজনকে করোনা ভাইরাসের নতুন রূপ ওমিক্রন সংক্রমণ পাওয়া গেছে। তাদের সকলকে স্থানীয় কোভিড স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ের জন্য তাদের নমুনা পুনের পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়েছে। রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজেশ টোপে বুধবার সাংবাদিকদের বলেন, আফ্রিকার ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলি থেকে মহারাষ্ট্রে আসা ভ্রমণকারীদের নমুনা জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ের জন্য পরীক্ষাগারে অবিলম্বে পাঠানো হচ্ছে। এই সমস্ত যাত্রীদের ৭ দিনের জন্য কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরও বলেন, মহারাষ্ট্রে এখনও পর্যন্ত ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের একটিও কেস নেই। তিনি কোভিড প্রোটোকল কঠোরভাবে অনুসরণ করার জন্য জনগণের কাছে আবেদন করেছেন। জানা গিয়েছে, এই ছয়জন সংক্রামিতদের মধ্যে মুম্বই, কল্যাণ, ডোম্বিভালি, মীরা রোড, পুনে এবং পিম্পরি-চিঞ্চওয়াড়ের বাসিন্দা। জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ের জন্য এই ছয়জনের নমুনা পুনের একটি পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়েছে। পরীক্ষা রিপোর্ট এখনো আসেনি। রিপোর্ট আসার পরই জানা যাবে এই মানুষগুলো কোন ধরনের করোনায় আক্রান্ত। এই ৬ জনের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের খোঁজ ও পরীক্ষা করা হচ্ছে।

ওমিক্রন নিয়ে বিশ্ববাসীকে অহেতুক চিন্তা না করার পরামর্শ বায়োএনটেক কর্তার

নিউইয়র্ক, ১ ডিসেম্বর (হি. স.) : করোনার নতুন প্রজাতির সন্ধান পাওয়ায় বিশ্বজুড়ে যখন উদ্বেগের মেঘ, সেই সময় বায়োএনটেক কর্তা উগুর সাহিন জানালেন, এই ভাইরাস নিয়ে অহেতুক উত্তেজিত হওয়ার কারণ নেই।
এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, 'বিশ্ববাসীকে আমার একটাই পরামর্শ, অহেতুক চিন্তা করার কোনও কারণ নেই। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে যে যে পদক্ষেপর মধ্যে দিয়ে আমাদের যেতে হয়েছে, যা যা নিয়ম আমাদের মেনে চলতে হয়েছে, সেই সব নিয়মের কথা মাথায় রাখতে হবে। প্রশাসনকে যেটা করতে হবে তা হল টিকাকরণের ওপর জোর দেওয়া।'
তিনি আরও বলেন,'বিজ্ঞানের প্রতি আমাদের বিশ্বাস ও ভরসা রয়েছে।এই ভাইরাসকে রুখতে পারে একমাত্র টিকা। করোনা ঠেকাতে দুটি টিকার ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে হয়তো বিশ্ববাসীকে টিকার আরও একটি ডোজ নিতে হবে। টিকা নেওয়ার পর আর কোনও পদক্ষেপ করার প্রয়োজন রয়েছে কি না, সেটা সময়ের ওপরেই নির্ভর করবে। সুতরাং অহেতুক চিন্তা করার কোনও কারণ নেই।'উল্লেখ করা যেতে পারে, আমেরিকার করোনা বিশেষজ্ঞ অ্যান্টনি ফাউচিও বলেছেন, নতুন প্রজাতির এই ভাইরাস নিয়ে অত্যধিক চিন্তার কোনও কারণ নেই। একই মত মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনেরও। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

করোনায় আক্রান্ত হলেন বলি অভিনেতা আমিত সাদ

মুম্বই, ১ ডিসেম্বর (হি. স.) : ফের নতুন করে করোনার থাবা বলিউডে। এবার করোনায় আক্রান্ত হলেন বলি অভিনেতা আমিত সাদ। সম্প্রতি 'ব্রিথ সিজন ৩' শুটিংয়ে ব্যস্ত ছিলেন তিনি। এরই মধ্যে মঙ্গলবার রাতে নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় করোনায় আক্রান্তের খবর জানান।
নিজের ইনস্টাগ্রামে ৩৮ বছর বয়সী ওই অভিনেতা জানিয়েছেন, 'সতর্ক থাকা সত্ত্বেও করোনায় আক্রান্ত হয়েছি। তবে কোন উপসর্গ নেই। আপাতত কিছুদিন হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকব ও কোভিডবিধি মেনে চলব। আমি নিশ্চিত শীঘ্রই আমি সুস্ত হয়ে উঠব। সকলে সুস্থ ও সাবধান থাকুন।' হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

অসম-মেঘালয় আন্তঃরাজ্য সীমা-পিলার বসানোর প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা মালিডহরে, বৈঠক বিজেপি নেতার

মালিডহর (অসম), ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : অসম-মেঘালয় আন্তঃ রাজ্য সীমানায় পিলার পোঁতার ঘটনাকে কেন্দ্র করে অসমের কাছাড় জেলার মালিডহরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যেই অসম-মেঘালয় সীমান্তের বিবদমান ছয়টি স্থানের সীমা সমস্যা নিষ্পত্তি করা হবে বলে ইতিমধ্যে দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। প্রথম দফায় যে ছয়টি স্থানকে হাতে নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে কাছাড় (অসম) জেলার অন্তর্গত রাতাছড়া।
গত সপ্তাহে মেঘালয়ের কিছু মানুষ অসমের মালিডহর এলাকায় এসে পিলার বসানোর চেষ্টা করেছিলেন। এই খবর পেয়ে মালিডহর মিকির গ্রান্টের কয়েকজন বাসিন্দা গিয়ে বাধা দিলে মেঘালয় থেকে আগত মানুষজন চলে যান। তার পর থেকে মালিডহর এলাকায় টান টান উত্তেজনা বিরাজ করছে। এলাকার খোঁজ নিতে আজ বুধবার পশ্চিম কাটিগড়ার প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য তথা বিজেপি নেতা সুব্রত চক্রবর্তী মালিডহরে গিয়ে এলাকাবাসীর সঙ্গে দেখা করে তাঁদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন।
সুব্রত চক্রবর্তী বলেন, পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের সদিচ্ছার অভাবে অসমের জমি দখল করেছে মেঘালয়। কংগ্রেস সরকারের জন্যই আজ সীমান্ত সমস্যা জটিল আকার নিয়েছে। তিনি বলেন, রাতাছড়া, বালিছড়া ২ নম্বর খাসিয়াপুঞ্জি সহ কালাহর পর্যন্ত অসমের জমি, যা সরকারি ম্যাপে রয়েছে। কাটিগড়া রাজস্ব সার্কেলের ম্যাপ থেকে অসম-মেঘালয়ের বিবদমান রাতাছড়া সীমা সমস্যা নিষ্পত্তি করার জন্য সুব্রত চক্রবর্তী অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার কাছে আবেদন জানিয়েছেন।
বিজেপি নেতা বলেন, ১৯৮৯ সালে কাছাড়ের তৎকালীন জেলাশাসক রাতাছড়া খাসিয়াপুঞ্জির হেডম্যান আলি পলাঙকে নিয়োগ করেছিলেন। রাতাছড়ার অধিকাংশ খাসিয়া সম্প্রদায়ের মানুষ অসমের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য গত ২২ সেপ্টেম্বর কাছাড়ের জেলাশাসকের কাছে লিখিত আবেদন জানিয়েছিলেন। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৪ সেপ্টেম্বর কাটিগড়া সার্কল অফিসে তাঁদেরকে ডেকে এই বিষয়ে প্রাসঙ্গিক নথিপত্রের তদন্তমূলক শুনানি গ্রহণ করেছেন কাটিগড়া সার্কল অফিসার কাবেরি রংপিপি।
গত ফেব্রুয়ারি মাসে রাতাছড়ার বাসিন্দা ফাইনডলি খাসিয়া রাতাছড়া খাসিয়াপুঞ্জির হেডম্যান হিসেবে নিয়োগ করার জন্য কাছাড়ের জেলাশাসকের কাছে লিখিত আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু এত সব প্রাসঙ্গিক নথিপত্র থাকার পরও রাতাছড়ার বাসিন্দা ফাইনডলি খাসিয়াকে হেডমেন নিয়োগ করতে বিলম্ব করা হচ্ছে কাছাড়ের জেলা প্রশাসনের তরফে। যার ফলে এলাকার আন্তঃরাজ্য সীমা-সমস্যা সুরাহার ক্ষেত্রে নানা রকমের বাধার সৃষ্টি হচ্ছে বলে আজকের বৈঠকে অভিমত ব্যক্ত করেছেন স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ।

রাজ্যে-রাজ্যে সংগঠনের বিস্তার নিয়ে মমতার পাশে এনসিপি

মুম্বই, ১ ডিসেম্বর (হি.স) : বিজেপি বিরোধী জোট গড়তে রাজ্যে-রাজ্যে সংগঠনের বিস্তারে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে থাকবে এনসিপি। বুধবার এনসিপি প্রধান শরদ পওয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের আগে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন এনসিপি নেতা নবাব মালিক।
তৃতীয়বার বঙ্গজয়ের পরই একাধিক রাজ্যে সংগঠন বৃদ্ধি করছে তৃণমূল। বহু রাজ্যেই কংগ্রেস-সহ একাধিক দল ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন একাধিক নেতা-নেত্রীরা। তৃণমূলের এই সংগঠন বৃদ্ধিকে ভালভাবে নিচ্ছে না কংগ্রেস। এই ইস্যুতে তৃণমূলের পাশে দাঁড়ালেন এনসিপি নেতা নবাব মালিক। তিনি বলেন, "বাংলার বাইরে সংগঠন তৈরি করছে তৃণমূল। দলবৃদ্ধি অধিকার সকলের আছে।" তবে কংগ্রেসকে ছাড়া বিজেপিবিরোধী জোট সম্ভব নয় বলেই মত মালিকের। শরদ পওয়ার এই বিষয়টি আগেও একাধিকবার স্পষ্ট করেছেন বলে দাবি তাঁর। নবাব মালিক আরও বলেন, "মহারাষ্ট্র সফরে এসেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শরদ পওয়ারের সঙ্গে দেখা করবেন তিনি। সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ।
মহারাষ্ট্রে সরকার গড়েছে শিব সেনা-এনসিপি-কংগ্রেস। ওয়াকিবহাল মহল বলছে, স্বাভাবিকভাবেই কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে জোট গড়ার পক্ষে সওয়াল করতে পারবেন না এনসিপি প্রধান শরদ পওয়ার বা তার দল। তবে ইতিমধ্যে এনসিপি প্রধানের সঙ্গে একাধিকবার সাক্ষাৎ করেছেন তৃণমূলের ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর। এবার খোদ তৃণমূল সুপ্রিমো দেখা করবেন তাঁর সঙ্গে। ফলে এই বিজেপিবিরোধী জোট গঠনের ক্ষেত্রে এই বৈঠক তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে তা বলাইবাহুল্য।

সীমান্ত হত্যা অবশ্যই বন্ধ হতে হবে: ভারতীয় হাইকমিশনার

মনির হোসেন,ঢাকা,০১ ডিসেম্বর।। ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী বলেছেন, সীমান্ত হত্যা দুঃখজনক, এটা অবশ্যই বন্ধ হতে হবে।
বুধবার রাজধানীর একটি হোটেলে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) এবং রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম ফর ডেভেলপিং কান্ট্রিজের (রিস) যৌথভাবে আয়োজিত এক সেমিনারে তিনি এ কথা বলেন। 'বাংলাদেশ-ভারতের ৫০ বছরের অংশীদারত্ব: আগামী ৫০ বছরের অগ্রযাত্রা' শীর্ষক ঐ সেমিনারে দোরাইস্বামী বলেন, সীমান্ত হত্যা দুঃখজনক ঘটনা, এটা অবশ্যই বন্ধ হতে হবে। সীমান্তে ভারতের দিকেই এটা হয়ে থাকে। কেননা অপরাধীরা সীমান্ত বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালায়। সীমান্ত এলাকায় বর্ডার হাট, অর্থনৈতিক কার্যক্রম বাড়ালে সীমান্তের সমস্যা

কমানো যেতে পারে। ভারতীয় হাইকমিশনার বলেন, সীমান্তে মানবপাচারও হয়। যৌথভাবে মানবপাচার রোধ করতে হবে।
দোরাইস্বামী আরো বলেন, বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে বাণিজ্য বাড়ানোর আরো সুযোগ রয়েছে। দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যের প্রধান সমস্যা হলো লজিস্টিক। বাণিজ্যের বেশির ভাগই হয়ে থাকে বেনাপোল ও পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে। তবে শুধু সড়ক পথেই নয়, নদী ও রেলপথেও বাণিজ্য বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে।
সেমিনারে আরো বক্তব্য রাখেন- জাতীয় সংসদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য কাজী নাবিল আহমেদ, ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের সাবেক হাইকমিশনার ড় বীনা সিক্রি, অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রেহমান সোবহান, ড় দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য প্রমুখ।

বুধবার বিএসএফের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আখাউড়া আইসিপিতে বিএসএফ ও বিজেপির মধ্যে শুভেচ্ছা বিনিময়। ছবি- প্রবীর দাস।

শীঘ্রই চালু হচ্ছে কৈলাসহর বিমানবন্দর পরিদর্শন করলেন এএআই'র অধিকর্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর।। কৈলাসহরে পরিত্যেক্ত বিমানবন্দর পুনরায় সংস্কার করে চালু করার উদ্যোগ নিচ্ছে এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া। অবশেষে কৈলাসহরবাসী তথা গোটা অবিভক্ত উত্তর জেলার মানুষের স্বপ্ন পূরণ হতে যাচ্ছে। খুব শীঘ্রই কৈলাসহরের এয়ারপোর্টের জন্য জমি অধিগ্রহণ করে পুরাতন এয়ারপোর্টের সংস্কার করে বিমান পরিসেবা শুরু হবে বলে জানালেন এয়ারপোর্টে অথরিটির অধিকর্তা রাজীব কাপুর এবং কৈলাসহর পুর পরিসদের প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান তথা নব নির্বাচিত কাউন্সিলার নীতিশ দে।

পয়লা ডিসেম্বর বুধবার বেলা সাড়ে এগারোটায় হেলিকপ্টার দিয়ে কৈলাসহর বিমানবন্দরে আসেন এয়ারপোর্ট অথরিটির অধিকর্তা রাজীব কাপুর, এয়ারপোর্ট অথরিটির জয়েন্ট জেনারেল ম্যানেজার এস.ডি বর্মন, এয়ারপোর্ট অথরিটির কর্মকর্তা অতুল আগরওয়াল, আজয় সিং বাদুড়ি। বিমানবন্দরে অবতরনের পর উনাদের প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্বাগত জানান কৈলাসহর পুর পরিসদের প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান তথা নব নির্বাচিত পুর পরিসদের কাউন্সিলার নীতিশ দে,ডিসিএম জয়ন্ত জমাতিয়া সহ প্রশাসনের অন্যান্য কর্তারা। এরপর সবাই কৈলাসহর এয়ারপোর্টের দক্ষিণ অংশে মনু নদীর বাঁধ সহ এই এলাকাটি পরিদর্শন করে এয়ারপোর্টের উত্তর দিকে কৈলাসহর কুমারঘাটের রাস্তার অংশ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময় স্থানীয় প্রশাসনের তহশিলদাররা এয়ারপোর্টের ম্যাপ নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। এয়ারপোর্ট অথরিটির কর্মকর্তারা পরিদর্শন করার সময় স্থানীয় প্রশাসনের তহশিলদারের ম্যাপ মিলিয়ে জায়গাগুলো দেখেন। পরিদর্শন শেষে সবাই জেলাশাসক অফিসে যান।

জেলাশাসক উত্তম কুমার চাকমা জেলার বাইরে থাকায় অতিরিক্ত জেলাশাসক সত্যব্রত নাথের সাথে বৈঠকে মিলিত হয়। অতিরিক্ত জেলাশাসক সত্যব্রত নাথের সাথে বৈঠকে পুর পরিসদের প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান নীতিশ দে, ডিসিএম জয়ন্ত জমাতিয়া সহ এয়ারপোর্ট অথরিটির সবাই ছিলেন। প্রায় একঘন্টা বৈঠক অনুস্টিত হবার পর নীতিশ দে বলেন, রাজ্যের মূখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের আন্তরিক উদ্যোগে এবং উনার আদেশেই খুব শীঘ্রই এয়ারপোর্টের উত্তর অংশের সাতশো মিটার জমি অধিগ্রহণ করে বাইশটি পরিবারকে পুনর্বাসন দিয়ে রানওয়ে দীর্ঘ করার কাজ শুরু হবে। বর্তমান এয়ারপোর্টের পশ্চিম দিকে সত্তর মিটার জায়গা অধিগ্রহণ করে এয়ারপোর্ট অথরিটির অফিস এবং গাড়ি রাখার পার্কিং স্থান গড়ে তোলবে।

এছাড়াও নিতিশ বাবু বলেন যে, দক্ষিণ দিকে জমি অধিগ্রহণ করে রানওয়ে বাড়ানোর ফলে কৈলাসহর কুমারঘাটের মূল রাস্তা অর্থাৎ কৈলাসহরের লাইফ লাইন পরিবর্তন করা হবে। অতিরিক্ত জেলাশাসক সত্যব্রত নাথের সাথে বৈঠক শেষে এয়ারপোর্ট অথরিটির অধিকর্তা রাজীব কাপুর বলেন যে, রাজ্যের মূখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের নির্দেশে কৈলাসহরের বিমানবন্দর খুব শীঘ্রই চালু হবে। তবে, চালুর আগে জমি অধিগ্রহণ করে প্রথমেই যেসব জায়গায় বাউন্ডারি ওয়াল নেই সেসব জায়গায় বাউন্ডারি ওয়াল নির্মান করা হবে। এছাড়াও উনি বলেন এয়ারপোর্টের দক্ষিণ দিকে মনু নদী থাকার ফলে দক্ষিণ দিকে রানওয়ে বাড়ানো যাবে না। যারফলে এয়ারপোর্টের উত্তর দিকেই জমি অধিগ্রহণ করে রানওয়ে বাড়ানো কাজ শুরু হবে। এয়ার পোর্ট অথরিটি অফইন্ডিয়ার কর্মকর্তাদের কৈলাশহর সফর ঘিরে স্থানীয় জনমনে উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে।কবে পুনরায় কৈলাশহর বিমানবন্দর চালু হবে এসেই প্রতীক্ষায় রয়েছেন কৈলাশহরবাসী।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

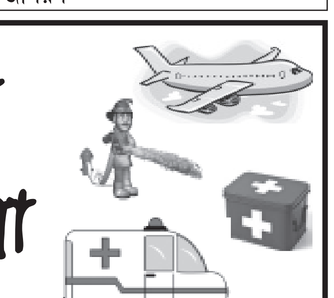

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৬৮৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পাচারকারী

● প্রথম পাতার পর

ইসলাম (১৯) আহত হয়েছে। তার মাথায় বুলেট লেগেছে।

বিষয়টি জানতে পেরে স্থানীয় জনগণ ছুটে গিয়ে সাইফুলকে প্রথমে রহিমপুর বাজারে নিয়ে যান। সেখান থেকে তাকে বক্সনগর হাসপাতালে নিয়ে যান স্থানীয়রা। কিন্তু চিকিৎসকরা তার অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে তাকে হাপানিয়া ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। বর্তমানে সেখানেই তার চিকিৎসা চলছে। ওই ঘটনায় এলাকায় চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে।

নেতানেত্রীর

● প্রথম পাতার পর

১৮৮, ২০৭, ৩৫৩ এবং ৩৪ ধারা ও অ্যাপিডেমিক ডিজিজ অ্যাক্ট-এর ধারা ৩ এবং ত্রিপুরা পুলিশ অ্যাক্ট ধারা ৮২ মোতাবেক মামলা দায়ের করা হয়েছিল। ওই মামলায় তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিক আদালতে চার্জশিট জমা দিয়েছেন। সেই সুবাদে আজ তাঁদের আদালতে হাজিরা দেওয়ার নোটিশ পাঠানো হয়েছিল।

বিদ্যুৎবাবু বলেন, আদালতে অভিযুক্তরা জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন। সেই আবেদনের বিরোধিতা করে জোর সওয়াল করা হয়েছে। কিন্তু আদালত ব্যক্তিগত ২০ হাজার টাকার বন্ড এবং জামিনদারের বিনিময়ে তাঁদের জামিন মঞ্জুর করেছে। পরবর্তী শুনানির দিন ২৫ জানুয়ারি ধার্য করেছে আদালত।

নাবালক আততায়ীর গুলিতে মিশিগানের স্কুলে মৃত ৩ পড়ুয়া, জখম ৬ জন

ওয়াশিংটন, ১ ডিসেম্বর (হি.স.): ফের রক্ত ঝরল আমেরিকার স্কুলে। আমেরিকার মিশিগানের একটি স্কুলে ১৫ বছরের সন্দেহভাজন নাবালকের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে ৩ জন পড়ুয়ার। গুরুতর জখম হয়েছে ৬ জন। নিজের স্কুলে ঢুকে নির্বিচারে গুলি চালাতে থাকে ১৫ বছরের ওই সন্দেহভাজন নাবালক। মিশিগানের একটি স্কুলে মঙ্গলবার ঘটেছে এই ঘটনা। গুলিচালনার ঘটনায় ৩ পড়ুয়ার মৃত্যু হয়েছে। ৬ জন গুরুতর জখম হয়েছে। তাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার পর আত্মসমর্পন করেছে ওই নাবালক। ওকল্যান্ড কাউন্টির শেরিফ অফিসের তরফে জানানো হয়েছে এই ঘটনার কথা।

মৃত তিন জনের মধ্যে রয়েছে ১৪ এবং ১৭ বছরের বয়সের দুই কিশোরী, ১৬ বছরের এক কিশোর। জখম ৬ জনের মধ্যে দু''জনের অবস্থা আপাতত সঙ্কটজনক। তাঁদের অস্ত্রোপচার হয়েছে। এদের মধ্যে এক জন শিক্ষকও রয়েছেন। নাবালক আততায়ীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শেরিফ অফিসের তরফে জানানো হয়েছে, "গ্রেফতারের সময় আততায়ী ছাত্র কোনও বাধা দেয়নি। সে আইনজীবী চেয়েছে। পিস্তলও পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। কেন এই কাজ সে করল তা নিয়ে কোনও মন্তব্য করেনি।" ৩ পড়ুয়ার মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। মৃত পড়ুয়াদের পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন বাইডেন।

ব্রাজিলেও মিলল ওমিক্রন মিশর ও নাইজেরিয়া থেকে কানাডায় প্রদেশ নিষিদ্ধ

ব্রাসিলিয়া, ১ ডিসেম্বর (হি.স.): করোনাভাইরাসের নতুন রূপ ওমিক্রন এবার পৌঁছে গেল ব্রাজিলেও। ল্যাটিন আমেরিকার দেশ ব্রাজিলে কোভিডের ওমিক্রন প্রজাতিতে দু''জন সংক্রমিত হয়েছেন। ওমিক্রন প্রজাতির সর্বপ্রথম সন্ধান মিলেছিল দক্ষিণ আফ্রিকায়, তারপর পৌঁছে গিয়েছে ইউরোপে। নেদারল্যান্ডেও ওমিক্রন প্রজাতি পৌঁছে গিয়েছে। এবার ব্রাজিলেও করোনার ভয়ানক রূপ ওমিক্রন পৌঁছে গেল।

নেদারল্যান্ডে ওমিক্রন পৌঁছতেই কঠোর হল সে দেশের প্রশাসন। মিশর ও নাইজেরিয়া থেকে কানাডায় প্রদেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ওমিক্রনের ভয়ে মিশর ও নাইজেরিয়া ছাড়াও মালাউই থেকেও নাইজেরিয়ায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। করোনাভাইরাসের অতিসংক্রামক এই রূপকে ঠেকাতে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ। তাও আটকানো যাচ্ছে না। ফলে সমগ্র বিশ্বে নতুন করে চিন্তা বাড়ছে।

বিএসএফের প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত বিশালগড় গোকুলনগরস্থিত ক্যাম্পে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১ ডিসেম্বর।। ১৯৬৫ সালের ১লা ডিসেম্বর ভারতের সীমান্ত রক্ষায় প্রথম বিএসএফ-এর সূচনা হয়। বুধবার ১লা ডিসেম্বর, বিএসএফের ৫৭তম রাইজিং ডে উদযাপিত হয় রাজ্যজুড়ে।এরই সাথে বিশালগড় গোকুলনগরস্থিত বিএসএফের ১৩০নং ব্যাটেলিয়নের উদ্যোগেও নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। বুধবার এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বিএসএফের মহিলা কনস্টেবলদের মধ্যে একটি সাইক্লোথন এর আয়োজন করা হয়।

২৬ জন মহিলা কনস্টেবল রাজধানীর শালবাগান বিএসএফ এর হেডকোয়ার্টার থেকে সাইক্লিং শুরু করে যা সকাল ৮.৩০ ঘটিকায় বিশালগড়ের গোকুলনগর ১৩০ নং ব্যাটেলিয়ানে এসে শেষ হয়। গোকুলনগরের বিএসএফ ক্যাম্পে ওই সাইক্লোথনে অংশগ্রহণকারী ২৬ জন মহিলা কনস্টেবলদের সংবর্ধনা জানানো হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে শরীরচর্চায় সাইক্লিং এর গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন বিএসএফ ডিআইজি শ্রী ভগবধ সিং।

তাছাড়াও এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রী ভগবন্ত সিং এর সহধর্মীনি, শালবাগান বিএসএফ হেডকোয়ার্টারের কমান্ডেন্ট শ্রী অমিত সিং, বিএসএফ ১৩০নং ব্যাটলিয়নের কমান্ডেন্ট শ্রী রাম কুমার এবং ২০০নং ব্যাটালিয়নের কমান্ডেন্ট শ্রী আর.এন মিশ্রা। তাছাড়া বিএসএফের রাইজিং ডে উপলক্ষে মঙ্গলবার বিশালগড়ের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটি কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সবমিলিয়ে বিশালগড় গোকুলনগরস্থিত ১৩০নং ব্যাটেলিয়নের উদ্যোগে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে উদযাপন করা হয় ৫৭তম রাইজিং ডে।

প্রতিমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

থেকে প্রতিক্রিয়া চেয়েছে। আবেদনে অভিযোগ করেছিলেন যে ত্রিপুরা পুলিশ সহিংসতা প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়েছে।

সংকট

● প্রথম পাতার পর

ভিলেজের হামপাইলা এলাকা।তেলিয়ামুড়া শহর থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার চড়াই উতরাই পাহাড়ি পথ অতিক্রান্ত করে যেতে হয় মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের নোনাছড়া এডিসি ভিলেজের হাম পাইলা এলাকায়। বর্তমানে ওই এলাকায় কুড়িটি উপজাতি রিয়াং সম্প্রদায়ের বসবাস। প্রত্যেক পরিবার জুমচাষ কিংবা বনের লতা পাতার উপর নির্ভর করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করে আসছে যুগের পর যুগ ধরে। ওই এলাকায় বসবাসকারী উপজাতি গিরিবাসীদের অন্যান্য মৌলিক সমস্যা কথা না তুলে ধরলেও বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য যে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হয় তা এককথায় বলা চলে। যদিও বর্তমানে গাড়ির মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে। তারপরেও কিন্তু সমস্যার সমাধানকল্পে ঘাটতী রয়ে যাচ্ছে।

অনেক সময় ওই এলাকায় গাড়ির মাধ্যমে পানীয় জল পৌঁছলেও ছড়া কিংবা গর্তে জমে থাকা জলের উপর নির্ভর করতে হয়। তাও আবার কয়েকশো ফুট গভীর পাহাড়ের নিচে ছড়া কিংবা পাথর চোষা জল সংগ্রহ করে আনতে হয়। আর এই অপরিশ্রুত পানীয় জল পান করে জল বাহিত নানা রোগে আক্রান্ত হতে হচ্ছে। কচিকাঁচা শিশুসহ বয়োজ্যেষ্ঠরা এই অপরিশ্রুত পানীয় জল সংগ্রহ করে স্নানের জন্য। অনেক সময় সেই জল থেকে খাবারের জলের ব্যবস্থা হচ্ছে।

এদিকে এলাকায় বসবাসকারী জনজাতি অংশের মানুষকে যেন বিশুদ্ধ পানীয় জলের স্থায়ী ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় সেই দাবি উঠেছে। এখন দেখার বিষয় মুঙ্গিয়াকামি ডিডব্লিউ এস দপ্তর থেকে মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের নুনাছড়া এ ডি সি ভিলেজের হাম পাইলা এলাকায় পানীয় জলের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তবে ওই এলাকায় বসবাসকারী জনজাতি গিরিবাসীদের একমাত্র দাবি সরকার যেন তাদের পানীয় জলের সমস্যা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

কারাদন্ডাদেশ

● প্রথম পাতার পর

ন্যাক্কারজনক ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল ২০১৯ সালের ৯ সেপ্টেম্বর কদমতলা থানাধীন রানী বাড়ি এলাকায়। উক্ত এলাকার সজল ভূমিজ (৫৩) পিতা-মৃত লালবাবু ভূমিজের দ্বিতীয় স্ত্রী পার্শবর্তী পঞ্চায়েত মেম্বারের বাড়িতে যান নিজের ভাতার কাগজপত্র নিয়ে। তখন ঘরে মেয়ে ও দ্বিতীয় স্বামীকে রেখে যান। সেই সুযোগে নরপিচাশ পশুতুল্য সৎ পিতা ঘরে সাউন্ড বক্স বাজিয়ে বলপূর্বক নাবালিকা সৎ মেয়েকে ধর্ষণ করে পালিয়ে যায়।নাবালিকার মা ঘরে এসে দেখতে পায় তার মেয়ে কান্নাকাটি করছে।তখন মেয়েকে জিজ্ঞেস করলে মায়ের কাছে সবিস্তারে সৎ বাবা ধর্ষণ করেছে এমনটা জানায়।তারপর খবর পেয়ে কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার সহ বিট পুলিশের তৎপরতায় অভিযুক্ত সৎ বাবাকে গ্রেফতার করে কদমতলা থানায় নিয়ে আসা হয়।সাথে নাবালিকার তরফ থেকে তার সৎ পিতা বিরুদ্ধে কদমতলা থানায় একটি ধর্ষণের মামলা রুজু করা হয়।উক্ত মামলাটির তদন্তকারী অফিসার প্রাজিৎ মালাকার খুব তাড়াতাড়ি এই মামলার চার্জশিট জমা দিয়ে দেন।তবে সেক্ষেত্রে ওসি কৃষ্ণধন সরকার শক্ত হাতে এরকম ন্যাক্কারজনক মামলার তদারকি করেন। তারপর দীর্ঘ দুই বছর ধরে চলে এই মামলাটি।অবশেষে মঙ্গলবার ধর্মনগর জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারপতি গৌতম সরকার পাষণ্ড পিতা সজল ভূমিজের যাবজ্জীবন কারাবাস সহ আর্থিক দশ হাজার টাকার রায় দান করেন।জানাগেছে এই মামলায় প্রায় ২২ জনে সাক্ষি গ্রহন হয় মাননীয় আদালতে।তবে পাষণ্ড পিতার যাবজ্জীবন কারাবাসের সাজা হওয়াতে খুশির হাওয়া গোটা রানী বাড়ি এলাকায়।

গুরুতর চার

● প্রথম পাতার পর

চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।একজনকে ধলাই জেলা হাসপাতাল রেফার করা হয়। দুর্ঘটনায় আহত রোগীদের দেখতে গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে ছুটে যান ৮ নং গন্ডাছড়া গঙ্গানগর কেন্দ্রের এমডিসি ভূমিকা নন্দ রিয়াং। তাদেরকে উন্নত মানের চিকিৎসার জন্য তিনি আশ্বাস দেন।

বিশালগড়ে জাঙ্গালিয়া স্কুল সংলগ্ন এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তিগতভাবে আহত হয়েছেন। আহতের নাম তপন দেবনাথ। বর্তমানে তিনি জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বিশালগড় জাঙ্গালিয়া স্কুল সংলগ্ন জাতীয় সড়কে গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর ভাবে আহত এক ব্যক্তি। ঘটনার বিবরণে জানা যায় ,বুধবার সকাল ৯ টা নাগাদ বিশালগড় জাঙ্গালিয়া স্কুল সংলগ্ন জাতীয় সড়কে গাড়ির ধাক্কায় আহত হয় তপন চন্দ্র দেবনাথ নামে এক ব্যক্তি। জানা যায় উদয়পুর শালগড়া থেকে বিশালগড় নারাউরার নিজ আত্মীয়র বাড়িতে যাবার পথে জাঙ্গালিয়া স্কুল সংলগ্ন জাতীয় সড়কে গাড়ির ধাক্কায় আহত হয় তপন চন্দ্র দেবনাথ। টি্‌আর০১জ্ঞা০৫১৮ নম্বরের গাড়িটি পেছন থেকে ধাক্কা মারে। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় পথ চলতি লোকেরা দেখতে পেয়ে তড়িঘড়ি খবর দেন বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীদেরকে। তারা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আহত ব্যক্তিকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। বর্তমানে তার অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক।চিকিৎসকরা আগরতলা জিবি হাসপাতালে রেফার করে দেন আহত তপন চন্দ্র দেবনাথকে। দিনের-পর-দিন বিশালগড় সহ নানা জায়গায় ঘটে চলছে ছোট বড় দূর্ঘটনা । অপরদিকে বিশালগড় থানার পুলিশ ব্যস্ত ফাইন আদায়ে। পথচলতি লোকজন ও যান চালকদের বক্তব্য ট্রাফিক অফিসার ছাড়াই নিজেরা নিজেদের মতো করে নিজেদের পকেট গরম করার জন্য ফাইনে ব্যস্ত থাকে বিশালগড় থানার পুলিশ।

সংক্রমিত ৫৬০

● প্রথম পাতার পর

ভাবনায় জীবনের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা হোক। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এইচআইভি সংক্রমিতদের উন্নত চিকিৎসা প্রদানের লক্ষ্যে আধুনিক পরিষেবা-সম্পন্ন জাতীয়মানের একটি চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে তাঁর সরকার।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, নেশার কবল থেকে যুব সম্প্রদায়কে মুক্ত রাখতে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে মহিলাদের। রাজ্যে যেভাবে শিশুমৃত্যুর হার কমিয়ে আনা হয়েছে বা করোনা ভাইরাস সংক্রমণ কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে, একইভাবে এইডসকেও প্রতিহত করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা, শিক্ষা দফতর, পুলিশ প্রশাসন সহ প্রয়োজনে অন্যান্য দফতরকে যুক্ত করে, সমাজের সকল অংশের নাগরিকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নেশার মতো সামাজিক ব্যাধি ও এইচআইভি সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে এগিয়ে আসার আহ্বান রাখেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা বলেন, এইডসকে প্রতিহত করতে সবার আগে প্রয়োজন এই রোগ সম্পর্কে সম্যক ধারণা। জোরপূর্বক এই পথ থেকে তাদেরকে সরিয়ে আনার বদলে ভালোভাবে বুঝিয়ে সঠিক চিকিৎসার সুযোগ পৌঁছে দিতে পারলেই মিলবে সার্থকতা। তাঁর দাবি, এইচআইভি সংক্রমিতদের মধ্যে যোগ্য সুবিধাভোগীদের সমাজকল্যাণ দফতর থেকে সামাজিক ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। তার পাশাপাশি যারা নতুনভাবে সংক্রমিত হচ্ছে তাদেরও এই তালিকায় সংযুক্তিকরণের প্রক্রিয়া চলছে। এই সমস্যা দূরীকরণে সবার সম্মিলিত সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন মন্ত্রী সান্ত্বনা।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্টোল সোসাইটির তথ্য অনুযায়ী, ত্রিপুরায় ২,৪৫৯ জন এইচআইভি আক্রান্ত রোগী রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মহিলা ৭৫০ জন এবং পুরুষের সংখ্যা ১,৭০৯ জন। গত ২০ বছরে প্রায় ৬৪০ জন এইচআইভি আক্রান্ত রোগী মারা গেছেন। কিন্তু সাম্প্রতিক তথ্য গোটা রাজ্যকে চিন্তায় ফেলবে বলাই বাহুল্য। চলতি বছরের এপ্রিল থেকে অক্টোবরের মধ্যে এই মারণ ব্যাধিতে সংক্রামিত এমন ৫৬০ জনের হদিশ মিলেছে। এমন-কি সিরিঞ্জের মাধ্যমে মাদক গ্রহণ করে ৮৬০ জন এইচআইভি আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে শুধু এ বছরই আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে সংখ্যায় প্রায় ৩০০।

এদিকে, জেলাভিত্তিক এইচআইভি আক্রান্ত রোগীর হিসাবে দেখা গেছে, উত্তর ত্রিপুরায় ৫৯৪ জন, পশ্চিম ত্রিপুরায় ৫৬৪ জন, ধলাই জেলায় ৪০৮ জন, উনকোটি জেলায় ২৬১ জন, খোয়াই জেলায় ১৮৮ জন, গোমতি জেলায় ১৮৩ জন, সিপাহিজলা জেলায় ১৩৭ জন এবং দক্ষিণ ত্রিপুরায় ১০৯ জন সংক্রামিত রয়েছেন। বহিঃরাজ্যের ১৫ জন নাগরিক বর্তমানে ত্রিপুরায় অবস্থান করছেন।

এইডস কন্টোল সোসাইটির প্রজেক্ট ডিরেক্টর ডা. দীপকুমার দেববর্মা বলেন, রোগীদের চিকিৎসায় সারা রাজ্যেই পরিকাঠামো সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। ওএসটি সেন্টার এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং মহকুমা হাসপাতালে এই পরিষেবা গত জানুয়ারি থেকে চালু করা হয়েছে। তাঁর দাবি, এখন পর্যন্ত ১,৭৯৭ জন এইচআইভি আক্রান্ত ওই সেন্টারে নাম নথিভুক্ত করেছেন। তাঁদের মধ্যে চিকিৎসার স্তর সম্পূর্ণ করেছেন ৩০০ জন।

উত্তর-পূর্ব ভারত

● প্রথম পাতার পর

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিশাল বাজার দখলে পরিকল্পনা নিল ভারত সরকার। তাতেই যোগাযোগের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা নতুন যুগে প্রবেশের দ্বার খুলে গেল। আগরতলা-আখাউড়া রেল লিংক, সাথে মৈত্রী সেতু দেশের মূল ভূখণ্ডের সাথে ত্রিপুরাকে যুক্ত করার রূপরেখা তৈরি হয়ে গেল। আগরতলা-আখাউড়া রেল লিংক স্থাপনে কাজ কিছুটা বাকি। কিন্তু ২০১৫ সালে নির্মাণকাজের যাত্রা শুরু হওয়ার মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে নির্মিত হল মৈত্রী সেতু।

ওই মৈত্রী সেতুকে কেন্দ্র করে সাব্রুমে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠনের পরিকল্পনা নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকূল্যে সাব্রুমে ১৬ হেক্টর জমিতে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে উঠবে। সাব্রুমের বিধায়ক শংকর রায় বলেন, মৈত্রী সেতু ত্রিপুরার উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখবে বলে মনে করি। কারণ, মৈত্রী সেতুকে ঘিরে ইতিমধ্যেই প্রচুর সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

তাঁর কথায়, ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট নির্মাণে ৫০ একর জমি দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, বাস টার্মিনালের জন্য ১০ একর এবং ট্রাক টার্মিনালের জন্য ১৪ একর জমি ইতিমধ্যে বরাদ্দ করা হয়েছে। ১ একর জমিতে মাল্টি চেম্বার কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণ করা হবে। ৫০ একর জমিতে শূকরের ফার্ম এবং মাংস বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, রেলে পণ্য উঠা-নামা করার জন্যও জমি বরাদ্দ করা হয়েছে। সাথে পর্যটনের জন্য ২২ একর জমি দেওয়া হয়েছে।

বিধায়ক শংকর রায়ের দাবি, মৈত্রী সেতু দিয়ে পণ্য পরিবহণে ২০২২ সালের ডিসেম্বর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। কারণ, ২০২২ সালের নভেম্বরের মধ্যে ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। তিনি বলেন, চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে ত্রিপুরা এবং সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অনেক কম সময়ে পণ্য পরিবহণে চার লেন জাতীয় সড়ক নির্মাণ করা হবে। এতে সময় এবং অর্থ উভয়ই সাশ্রয় হবে।

ত্রিপুরা মার্চেন্ট অ্যাসোশিয়েশনের সম্পাদক সুজিত রায় বলেন, ব্যবসায়ীরা অধীর আগ্রহে মৈত্রী সেতু দিয়ে পণ্য আমদানির অপেক্ষায় বসে রয়েছেন। কারণ, চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করে পণ্য পরিবহণে অন্তত ২০ শতাংশ খরচ সাশ্রয় হবে। এতে পণ্যের দাম অনেক কমবে, উপকৃত হবেন ক্রেতারাও। সাথে তিনি যোগ করেন, মৈত্রী সেতু চালু হলে দক্ষিণ-এশিয়া থেকে পণ্য আমদানি অনেক সহজ হবে এবং আর্থিক দিক দিয়ে ব্যবসায়ীরা লাভবান হবেন। তাঁর দাবি, শুধু ত্রিপুরা নয়, সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল এই সুযোগ নিতে পারবে। এতে আর্থিক দিক দিয়ে অন্যান্য রাজ্যের ব্যবসায়ীরাও লাভবান হবেন।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশ থেকে পণ্য আমদানি-রফতানি ক্রমশ বাড়ছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৩৯০ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকার পণ্য আমদানি-রফতানি হয়েছে। সে তুলনায় ২০২০-২১ অর্থ বছরে তা বেড়ে হয়েছে ৭৩৩.২৬ কোটি টাকা। এ-বিষয়ে ত্রিপুরার শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের অধিকর্তা তরিৎকান্তি চাকমা বলেন, আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্টে ১২ একর জমিতে চলতি অর্থ বছরের ৭০০ কোটি টাকার বাণিজ্য হয়েছে। সে তুলনায় সাব্রুমে ৫০ একর জমিতে গড়ে ওঠা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট বাণিজ্যের পরিমাণ অনেকটাই বেশি হবে, সহজেই তা অনুমান করা যাচ্ছে।

এদিন তিনি দাবি করেন, মৈত্রী সেতু দিয়ে যাত্রী পরিবহণে ত্রিপুরা প্রস্তুত রয়েছে। সে মোতাবেক পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের অংশে পরিকাঠামোগত কিছু কাজ এখনও বাকি রয়েছে। তাই বাংলাদেশের তরফে সবুজ সংকেত মিললেই মৈত্রী সেতু দিয়ে যাত্রী পরিবহণ শুরু হয়ে যাবে।

সাংসদদের

● প্রথম পাতার পর

শিবসেনার প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদী-সহ ১২ জন সাংসদ। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন তাঁরা। বিগত দু''দিনের মতো বুধবারও নানা ইস্যুতে উত্তাল হল সংসদের উভয়কক্ষ। বিরোধীদের হাঙ্গামার জেরে দুপুর বারোটা অবধি মুলতুবি করে দেওয়া হয় রাজ্যসভার অধিবেশন। লোকসভায় এদিন কৃষকদের মৃত্যুর বিষয়টি উত্থাপন করেন লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। প্রশ্নোত্তর পর্বের সময় বিরোধীরা স্লোগান তোলেন "আমরা বিচার চাই"। ফলে লোকসভাতেও হইচই হয়। ওয়াকআউট করেন কংগ্রেস ও ডিএমকে সাংসদরা।

এদিন সংসদের বাইরে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তৃণমূল সাংসদ দোলা সেন বলেছেন, 'সাংসদদের সাসপেন্ড করা সংখ্যাগরিষ্ঠতার ঔদ্ধত্যের পরিচয় দেয়। তাঁরা বিরোধী দলে যখন ছিল, তখন নিজেরাও সংসদের কার্যক্রমও ব্যাহত করত। যতদিন না ন্যায়বিচার হবে, ততদিন আমরা আমাদের ধর্ণা চালিয়ে যাব।' কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর বলেছেন, 'কেন্দ্রকে বুঝতে হবে, এই দেশে অন্যদের কথাও শুনতে হয়। সাংসদ বিতর্ক ও আলোচনার জন্য।'

অঙ্গন

ব্রাজিলিয়ানের জোড়া গোলে শেষ আটে শেখ রাসেল

এইলতন।
২২তম মিনিটে জুয়েলের জোরালো শট ফেরান মজনু, কিন্তু দুই মিনিট পর এইলতনের শট আটকাতে পারেননি তিনি। বল নিয়ে এক ছুটে ডি-বক্সে ঢুকে নিখুঁত শটে গোলরক্ষকের পাশ দিয়ে লক্ষ্যভেদ করেন ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে কর্নারে এইলতনের হেডে বল জালে জড়ালেও তার আগে ফাউলের কারণে গোল মেলেনি। ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ মুঠোয় থাকায় দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান বাড়াতে মরিয়া ভাব ছিল না শেখ রাসেলের। মাঝেমধ্যে আক্রমণে ওঠা দলটি ৬৯তম মিনিটে ভালো একটি সুযোগও পায়। কিন্তু গোলরক্ষককে একা পেয়েও তার গায়ে মেরে সুযোগ নষ্ট করেন এইলতন। 'বি' গ্রুপে দিনের অন্য ম্যাচে উত্তর বারিধারার বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করেছে শেখ জামাল ধানমণ্ডি ক্লাব। দুই ম্যাচে একটি করে জয় ও ড্রয়ে ৪ পয়েন্ট নিয়ে কোয়ার্টার-ফাইনালের পথে ভালোভাবেই আছে তারা। ১ পয়েন্ট পেলেও আশা বেঁচে আছে উত্তর বারিধারার।

গোলমুখে আলগা বল পেয়ে সুযোগ কাজে লাগালেন এইলতন মাচাদো দি সৌজা। এরপর একক প্রচেষ্টার গোলে ব্যবধান দ্বিগুণ করলেন এই ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। টানা দুই জয়ে সবার আগে স্বাধীনতা কাপের কোয়ার্টার-ফাইনালে উঠল শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্র।
কমলাপুরের বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে বুধবার বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর বিপক্ষে ২-০ গোলে জিতেছে শেখ রাসেল। ২০১২-১৩ মৌসুমে ঘরোয়া ট্রেবল জয়ীদের হয়ে প্রথমার্ধেই গোল দুটি করেন এইলতন। উত্তর বারিধারাকে আগের ম্যাচে ১-০ গোলে হারানো শেখ রাসেল টানা দুই জয়ে ৬ পয়েন্ট নিয়ে নিশ্চিত করেছে কোয়ার্টার-ফাইনাল। টানা দুই হারে গ্রুপ পর্ব থেকে ছিটকে গেছে বিমানবাহিনী। অষ্টম মিনিটে এগিয়ে যায় স্বাধীনতা কাপের ২০১২-১৩ মৌসুমের চ্যাম্পিয়ন শেখ রাসেল। ডি-বক্সের বাইরে থেকে মোহাম্মদ জুয়েলের শট গোলরক্ষক মজনু মিয়ার গ্লাভস গলে বেরিয়ে যাওয়ার পর আলতো টোকায় লক্ষ্যভেদ করেন

আজ কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি ভারত ও বেলজিয়াম

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর (হি.স) : ২০১৬ সালের যুব বিশ্বকাপ হকি ফাইনাল। মুখোমুখি ভারত আর বেলজিয়াম। আয়োজক ছিল ভারতই। খেলাটা হয়েছিল লখনউতে। ভারত সেই ফাইনাল ২-১ গোলে জিতে দ্বিতীয় বার যুব বিশ্বকাপ জিতেছিল। এবার সেই যুব বিশ্বকাপে আবার সেই দুই দেশ আমনে-সামনে। তবে এবার শেষ আটে পৌঁছনোর লড়াই।
ইউরোপের প্রবল শক্তিধর দল বেলজিয়াম। ভারতীয় দলের চিফ কোচ গ্রাহাম রেইডের পরিকল্পনা অন্যরকম। বলেছেন, মালয়েশিয়ার লড়াইটাকে মনে রেখে তাঁর দল মাঠে নামবে। সেই পথেই জয় ছিনিয়ে আনবে।
এই বিদেশী কোচের হাত ধরেই সিনিয়র দল টোকিয়ো অলিম্পিক্সে পুরুষদের বিভাগে ব্রোঞ্জ পদক জিতে নিয়ে এসেছিল। এবার যুব দলের পালা। সেই কোচ বলেছেন, তাঁর দল স্বাভাবিক খেলাই খেলবে।
এই ম্যাচ সম্পর্কে বলতে গিয়ে শোনালেন,'বেলজিয়াম দলের কিছু দুর্বলতা আছে। মালয়েশিয়া এবার তারই ফায়দা তুলেছে। পুলের ম্যাচে, মালয়েশিয়া দারুণ এক ডিফেন্সিভ গেম প্ল্যান সাজায়। বেলজিয়াম তাতেই আটকে গিয়ে ম্যাচ ড্র (১-১) করেছিল। নিজের দলের ছেলেদের রেইড সতর্ক করেছেন, আত্মতুষ্টিতে না ভোগার জন্য। আর তা রুখতে পারলেই নাকি ভারত তৃতীয়বার এই টুর্নামেন্ট জিতে নিতে পারবে। টানা দু'বার জেতার সম্মানও পেয়ে যাবে।

স্থগিত হয়ে যেতে পারে কোহলীদের দক্ষিণ আফ্রিকা সফর

মুম্বই, ১ ডিসেম্বর (হি.স) : গত দু' সপ্তাহ ধরে দক্ষিণ আফ্রিকায় করোনাভাইরাসের নতুন রূপ ওমিক্রন থাবা বসিয়েছে। এই খবর আসা মাত্র ভারতীয় দলের মধ্যে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। মূলত রোহিত শর্মা, যশপ্রীত বুমার, মহম্মদ শামি, ঋষভ পন্থ, লোকেশ রাহুল এবং শার্দূল ঠাকুর দক্ষিণ আফ্রিকা সফর নিয়ে নিজেদের আপত্তির কথা জানিয়েছেন। যদিও দুই দেশের ক্রিকেট বোর্ড বার বার আশা প্রকাশ করেছে যে, সিরিজ নির্ধারিত সূচি মেনেই হবে।
এর মধ্যেই ভারতীয় বোর্ড ক্রিকেটারদের যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দেবে বলে ঠিক করেছিল। কিন্তু বোর্ড আপাতত তা করছে না। এর মূল কারণ, এখনও সরকারের থেকে এই সফরের ব্যাপারে সবুজ সঙ্কেত পাওয়া যায়নি।
নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে কানপুর টেস্টের পরেই দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের জন্য ভারতীয় দল নির্বাচনের কথা ছিল। কিন্তু বোর্ড সেই দল নির্বাচনী বৈঠক স্থগিত করে দিয়েছে। যেকোনও সফরের আগে সবার আগে এটি প্রয়োজন। এই অবস্থায় ১৭ ডিসেম্বর থেকে ২৬ জানুয়ারি এক মাসেরও বেশি সময় ধরে কোহলীরা তিনটি টেস্ট, তিনটি একদিনের ম্যাচ ও চারটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলতে চাইছেন না। ফলে বিরাট কোহলীদের দক্ষিণ আফ্রিকা সফর স্থগিত হয়ে যেতে পারে। এমনকী দল নির্বাচনী বৈঠকও বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে। আপাতত ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড চেষ্টা করছে, তিন টেস্টের সিরিজ কমিয়ে দুই টেস্টের করা যায় কি না। সেক্ষেত্রে ভারতীয় দল দক্ষিণ আফ্রিকা যাওয়ার আগে কিছুটা বাড়তি সময় পাবে।

এক ম্যাচে ৪ হ্যাটট্রিক, ইংল্যান্ডের রেকর্ড ২০ গোল

প্রথম ৯ মিনিটের মধ্যেই তিন গোল। সেই ধারা অব্যাহত থাকল ম্যাচ জুড়ে। লাটভিয়ার জালে ইংল্যান্ডের মেয়েরা বল পাঠাল ২০ বার! গড়ল প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে তাদের সবচেয়ে বড় জয়ের রেকর্ড।
মেয়েদের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে মঙ্গলবার নিজেদের মাঠে ২০-০ গোলে জিতেছে ইংল্যান্ড। হ্যাটট্রিক করেছেন চার জন।
একাই চার গোল করেন ম্যানচেস্টার সিটির ফরোয়ার্ড লরেন হেম্প। এলেন হোয়াইট, বেথ মিড ও অ্যালেসিয়া রুসো করেন তিনটি করে গোল।
আর জর্জিয়া স্ট্যানওয়ে একাই করেন ৬টি অ্যাসিস্ট! হ্যাটট্রিকের পথে ইংল্যান্ডের মেয়েদের হয়ে সবচেয়ে বেশি গোলের রেকর্ডে কেলি স্মিথকে (৪৬ গোল) ছাড়িয়ে গেছেন হোয়াইট (৪৮ গোল)। ১০১ ম্যাচ খেলে রেকর্ডটি নিজের করে নিলেন তিনি।

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ইংল্যান্ডের মেয়েদের অবস্থান অষ্টম। লাটভিয়া আছে ১০২ নম্বরে। মাঠের পারফরম্যান্সেও পড়ল সেটির প্রভাব। সফরকারীরা প্রথমার্ধেই হজম করে ৮ গোল, বিরতির পর ১২টি।
৮৬ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে গোলের জন্য মোট ৬৪টি শট নেয় ইংল্যান্ড। যার ৩১টি ছিল লক্ষ্যে। বিপরীতে লাটভিয়া কোনো শটই নিতে পারেনি!
ইংল্যান্ডের মেয়েদের আগের সবচেয়ে বড় জয় ছিল ১৩-০ গোলে, ২০০৫ সালে হাঙ্গেরির বিপক্ষে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO- e-1 T-11/REV/ CS/DM(G)/2021-2022 DATED-30/1112021

On behalf of the 'Governor of Tripura the District Magistrate & Collector, Gomati District, Udaipur invites percentage rate e-tender from the eligible Bidders up to **15.00 Hrs on 14/12/ 2021** for the following supply / work-

I. Supply & Installation of IT peripherals & furniture (i.e. Biometric Device, Online UPS, Computer Chair. Computer Table, Compactor & System Software) for up-gradation of Modern Record Room for Kakraban and Karbook Revenue Circle under Gomati District.

For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact by e-mail to dmpomati@qmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

(Raval H. Ku ar, IAS)
District Magistrate & Collector
Gomati District, Udaipur

ICA-C-2751/2021-21

উত্তর বারিধারায় হোঁচট খেল বিবর্ণ শেখ জামাল

উত্তর বারিধারার বিপক্ষে যেন অচেনা শেখ জামাল ধানমণ্ডি ক্লাব! আগের ম্যাচে দাপুটে জয় পাওয়া দলটি এ ম্যাচে থাকল নিজেদের ছায়া হয়ে। বিক্ষিপ্ত কিছু আক্রমণ করল বটে, কিন্তু সেগুলোও ধারহীন। প্রথমার্ধে উজ্জীবিত ফুটবল খেলা উত্তর বারিধারা রুখে দিল স্বাধীনতা কাপের ২০১৩ সালের রানার্সআপদের। কমলাপুরের বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে বুধবার 'বি' গ্রুপে দুই দলের ম্যাচটি গোলশূন্য ড্র হয়েছে। বাংলাদেশ বিমানবাহিনীকে ৩-০ গোলে হারিয়ে গ্রুপ পর্বে যাত্রা শুরু করেছিল শেখ জামাল। নিজেদের প্রথম ম্যাচে শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্রের কাছে ১-০ গোলে হেরেছিল উত্তর বারিধারা। দুই ম্যাচে একটি করে জয় ও ড্রয়ে ৪ পয়েন্ট নিয়ে কোয়ার্টার-ফাইনালের পথে ভালোভাবেই আছে শেখ জামাল। ১ পয়েন্ট পেলেও আশা বেঁচে আছে উত্তর বারিধারার। প্রথম ম্যাচে এক বিদেশি নিয়ে খেলা উত্তর বারিধারার খোলনলচে পাল্টে যায় একাদশে তিন বিদেশি মিশরের ফরোয়ার্ড মোস্তফা মাহমুদ, উজবেকিস্তানের মিডফিল্ডার ইভজেন্তি কোচনেভ ও ডিফেন্ডার সাইদোস্তোন ফজিলভকে পাওয়ায়। শুরু থেকে আক্রমণাত্মক খেলতে থাকে দলটি। কিন্তু তাদের ফিনিশিংয়ের দুর্বলতা ফুটে ওঠে বারবার।
দশম মিনিটে সুযোগ পায় উত্তর বারিধারা। কিন্তু বক্সের ভেতরে ঢুকে অধিনায়ক সামিন ইয়াসার জোরালো শট পেরুতে পারেনি রক্ষণের বাধা। চার মিনিট পর উজবেকিস্তানের ডিফেন্ডার ফজিলভের ফ্রি কিক ঝাঁপিয়ে ফেরান শেখ জামাল গোলরক্ষক নাঈম মিয়া। সপ্তদশ মিনিটে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায়। ভালিজনোভ ওতাবেককে একবার দুই হাত দিয়ে স্বজোরে চাপ দেওয়ার পর কনুই দিয়ে গুঁতো মেরে বসেন উত্তর বারিধারার পাপন সিং। রেফারি পরিস্থিতি ঠাণ্ডা করেন পাপনকে হলুদ কার্ড দিয়ে। এই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই উত্তর বারিধারার মোস্তফা মাহমুদকে কড়া ট্যাকল করে হলুদ কার্ড দেখেন ওতাবেক।

PRESS NIeT. NO. 62/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22

The Executive Engineer, DWS Division Udaipur, Gomati District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender from the approved and eligible Contractors / Firms / Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD / Railway / P&T / Other State PWD / Central & State Sector undertaking and also having experience certificate (Not below the rank of Executive Engineer) to completed such type of works successfully with good credential certificates (along with work order copy for Sl.No. 1-6) for the following works :-.

Sl. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money
1	DNIeT. No. 305/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	₹ 1,086,333.00	₹ 10,863.00
2	DNIeT. No. 311/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22.	₹ 4,584,287.00	₹ 45,843.00
3	DNIeT. No. 312/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	₹ 4,548,426.00	₹ 45,484.00
4	DNIeT. No. 313/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	₹ 1,992,947.00	₹ 19,929.00
5	DNIeT. No. 314/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	₹ 4,426,473.00	₹ 44,265.00
6	DNIeT. No. 315/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22.	₹ 4,426,474.00	₹ 44,265.00
7	DNIeT. No. 316/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22.	₹ 2,572,396.00	₹ 25,724.00
8	DNIeT. No. 317/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22.	₹ 3,249,174.00	₹ 32,492.00
9	DNIeT. No. 318/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22.	₹ 2,990,551.00	₹ 29,906.00
10	DNIeT. No. 319/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22.	₹ 2,356,416.98	₹ 23,564.00
11	DNIeT. No. 320/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22.	₹ 1,346,833.80	₹ 13,468.00

Last date and time for document downloading and bidding : Up to 15.00 Hrs on 16-12-2021

Place, Time and date of opening of online bid : O/o the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur at 15:30 P.M. on 16-12-2021 if possible

Details tender notice may be seen in the office of the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur and office of the Assistant Engineer, DWS Sub-Division No- I/II, Udaipur/Kakraban/Killa/Rig/Amarpur/ Karbook/Ompi and the website **https:// www.tripuratenders.gov.in**

(ER. S.H Jamatia)
Executive Engineer
DWS Division Udaipur
Gomati District, Tripura

ICA-C-2760/2021-21

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল : rainbowprintingworks@gmail.com

বুধবার বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে আগরতলায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব সহ অন্যান্যরা। ছবি নিজস্ব।

ফের অনেকটাই বাড়ল সংক্রমণ, ভারতে কোভিডে মৃত্যু বেড়ে ৪.৬৯-লক্ষাধিক

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতে একধাক্কায় ফের অনেকটাই বাড়ল দৈনিক করোনা-সংক্রমণ, মৃত্যুর সংখ্যা অবশ্য কমই আছে। মঙ্গলবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৮ হাজার ৯৫৪ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ২৬৭ জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ১০,২০৭ জন, ভারতে সুস্থতার হার বেড়ে ৯৮.৩৬ শতাংশে পৌঁছেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ৯,৯০,২৩-এ পৌঁছেছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা কমেছে ১,৫২০ জন।
কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৮,৯৫৪ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.২৯ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ৮০ লক্ষ ৯৮ হাজার ৭১৬ জন প্রাপক, ফলে ভারতে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,২৪,১০,৮৬,৮৫০ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।
কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ২৬৭ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৬৯,২৪৭ জন (১.৩৬ শতাংশ)।
ভারতে সুস্থতার সংখ্যা অনেকটাই বাড়ল, মঙ্গলবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১০,২০৭ জন। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,৪০,২৮,৫০৬ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৩৬ শতাংশ।

দিল্লির বাতাস দূষণ-মুক্ত হচ্ছেই না, রোজই বাড়ছে ধোঁয়াশা

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর (হি.স.): দূষণ-মুক্ত হচ্ছেই না রাজধানী দিল্লির বাতাস। বুধবার সকালেও ভীষণ খারাপ ছিল দিল্লির বাতাস, দিল্লির সার্বিক এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ৩১৬। এদিন সকালে ধোঁয়াশার কারণে দিল্লির অক্ষরধাম মন্দির খুব দূর থেকে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল না। দূষণের কবলে ছিল দিল্লির আর কে পুরম প্রভৃতি এলাকা। স্থানীয় একজন বাসিন্দা জানিয়েছেন, 'দিল্লিতে অনেক বেশি দূষণ। প্রতিবছরই শীতের সময় দূষণ বাড়ে। সরকার কিছুই করছে না। দূষণের জন্য শ্বাসকষ্ট-সহ নানা ধরনের সমস্যা হচ্ছে।'
প্রসঙ্গত, বায়ুদূষণ রুখতে দিল্লিতে এই মুহূর্তে নির্মাণকাজ পুরোপুরি বন্ধ রয়েছে। গত ২৯ নভেম্বর স্কুল খুললেও, বায়ুদূষণের কারণে ফের বন্ধ করে দেওয়া হয়। বায়ুদূষণের কারণে দিল্লিতে এখন প্রাতঃ ভ্রমণের সময় রাস্তায় খুব বেশি মানুষজনকে দেখা যায়নি। দিল্লির পাশাপাশি এখনও দূষণের কবলে লাগোয়া নয়ডা ও গুরুগ্রাম। বুধবার সকালে নয়ডায় এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ৩৪৬ এবং গুরুগ্রামে ৩৩৪।

মৃত্যু ও সংক্রমণ কমছেই না, করোনার প্রকোপে নাজেহাল অবস্থা রাশিয়ায়

মস্কো, ১ ডিসেম্বর (হি.স.): গত অক্টোবর মাস থেকে শুরু হয়েছিল করোনার বাড়বাড়ন্ত, অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে করোনার প্রকোপে নাজেহাল হতে হয়েছে রাশিয়াকে। ডিসেম্বর মাস চলে এল করোনার প্রকোপ কমছেই না। রাশিয়ায় করোনা-সংক্রমণ একেবারে মারণ রূপ নিয়েছে। প্রতিদিনই মৃত্যু হচ্ছে হাজারেরও বেশি রোগীর। রাশিয়ায় বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ১,২২৬ জন রোগীর। নতুন করে ১ হাজার ২২৬ জনের মৃত্যুর পর রাশিয়ায় এখনও পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু হয়েছে ২৭৬,৪১৯ জনের।
ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলির মধ্যে কোভিডে আক্রান্তের সংখ্যা সর্বাধিক রাশিয়াতেই। মৃত্যুর পাশাপাশি নতুন আক্রান্তের সংখ্যাও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে রাশিয়ায়। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩২,৮৩৭ জন। ফলে রাশিয়ায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৯,৬৬৯,৭১৮ জন। ইতিমধ্যেই রাশিয়ায় করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ৮,৩৬৪,৯৩২ জন।

পওয়ারের সঙ্গে বার্তালাপ মমতার, জাতীয় স্তরে একত্রিত হওয়ার আহ্বান দুই রাজনীতিকের

মুম্বই, ১ ডিসেম্বর (হি.স.): এনসিপি প্রধান শরদ পওয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবং তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার মুম্বইয়ে শরদ পওয়ারের সঙ্গে মমতার বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। বৈঠকে কী কী বিষয়ে আলোচনা হয়েছে তা মমতা ও পওয়ার নিজেরাই জানিয়েছেন। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মমতা বলেছেন, ' শরদজি সবচেয়ে বর্ষীয়ান নেতা এবং আমি আমাদের রাজনৈতিক দল নিয়ে আলোচনা করতে এসেছি। শরদজি যা বলেছেন আমি তার সঙ্গে একমত। কোন ইউপিএ নেই। এই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিকল্প তৈরি করা উচিত।'
শরদ পওয়ার জানিয়েছেন, 'নেতৃত্বকে শক্তিশালী বিকল্প প্রদান করতে হবে। আমাদের চিন্তা আজকের জন্য নয়, নির্বাচনের জন্য। এটি প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং সেই অভিপ্রায়ে, তিনি আমাদের সকলের সঙ্গে দেখা করেছেন এবং খুব ইতিবাচক আলোচনা করেছেন।' পওয়ারের কথায়, 'গতকাল মমতার সঙ্গে দেখা করেছেন সঞ্জয় রাউত ও আদিত্য ঠাকরে। আজ আমি ও আমার সহকর্মীরা তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ বার্তালাপ করেছি। তাঁর লক্ষ্য হল, একই দৃষ্টিভঙ্গির শক্তিকে জাতীয় স্তরে একত্রিত হতে হবে এবং সম্মিলিত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে।'
শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউতের মেয়ে পূর্বশী রাউতের বিয়ের রিসেপশনে যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুম্বইয়ের বিলাসবহুল হোটেল গ্র্যান্ড হায়াতে বসেছে বিয়ের রিসেপশনের জমকালো অনুষ্ঠান। বুধবার সন্ধেয় সেখানে মুম্বই শহরের হু'জ হু'রা হাজির থাকবেন। মঙ্গলবারই শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউতের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর দেখা হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মেয়ের বিয়ের রিসেপশনে নিমন্ত্রণ করেন সঞ্জয় রাউত।
গত ২৯ নভেম্বর সোমবার ছিল বিয়ের অনুষ্ঠান। আর আজ বুধবার রিসেপশন। পূর্বশী পেশায় এক জন ডিজাইনার। অলঙ্কারের নকশা বানিয়ে থাকেন। আর পাত্র মলার নরভেকর, পেশায় তথ্যপ্রযুক্তি ইঞ্জিনিয়র। ২০২১-এর শুরুতেই জানুয়ারি মাসে দু'জনে বাগদান সেরে ফেলেছিলেন। কংগ্রেস, এনসিপি, বিজেপি'র তাবড় নেতারা বাগদান অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন। গ্র্যান্ড হায়াতের রিসেপশনেও এ দিন রাজনীতির জগতের তারকারা ভিড় করবেন। থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

ত্রিপুরা অসম সীমান্তে আটক শুকনো গাঁজা সহ লরি ও চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১ ডিসেম্বর।। এবার উত্তর জেলার ত্রিপুরা অসম সীমান্তের চুরাইবাড়ি পুলিশের রুটিন তল্লাশিতে উদ্ধার পাঁচ কেজি শুকনো গাঁজা।সাথে আটক একটি মিনি ট্রাক ও চালক।ধৃত চালকের নাম হীরালাল দেবনাথ (২৭)। বর্তমানে শুকনো গাঁজা সহ লরি ও চালক চুরাইবাড়ি পুলিশের হেফাজতে রয়েছে।এমর্মে চুরাইবাড়ি থানার ওসি জয়ন্ত দাস জানান,চুরাইবাড়ি থানার সম্মুখের নাকা চেকিং এর রুটিন তল্লাশি চলাকালীন সময়ে অসমে যাবার উদ্দেশ্যে আসা একটি মিনি ট্রাকে তল্লাশি চালিয়ে পাঁচ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। উদ্ধারকৃত গাঁজার বাজার মূল্য আনুমানিক পঞ্চাশ হাজার টাকা।চালকের কেভিন থেকে এই গাঁজা উদ্ধার করা হয়।সাথে আটক করা মিনি ট্রাক ও চালককে।ধৃত চালকের নাম হীরালাল দেবনাথ,পিতা প্রফুল্ল দেবনাথ।তার বাড়ি সিপাহীজলা জেলার বিশালঘরের উত্তর চরিলামের পাঁচ নং ওয়ার্ডে।ওসি আরো জানান, বর্তমানে গাঁজা সহ লরি ও চালক চুরাইবাড়ি থানার হেফাজতে রয়েছে। বৃহস্পতিবার ধৃতকে ধর্মনগর জেলা আদালতে সোপর্দ করবে পুলিশ।তিনি আরো জানান চালক উদ্ধারকৃত গাঁজা গুলি বহিঃ রাজ্যে পাচারের উদ্দেশ্যে বিশালঘর থেকে নিয়ে এসেছিল।তবে বর্তমানে গাঁজা কারবারিরা নিত্যনতুন ফন্দি এঁটে স্বল্প পরিমানে বহিঃ রাজ্যে গাঁজা পাচারের ছক কষছে।সেক্ষেত্রেও চুরাইবাড়ি থানার পুলিশের কড়া নজরদারি রয়েছে। আগামী দিনেও গাঁজা পাচারকারীদের সকল নিত্যনতুন পন্থাতে জল ঢেলে গাঁজা সহ পাচারকারীদের জালে তুলবেন বলেও জানান চুরাইবাড়ি থানার ওসি।

২০১৮-র থেকে জম্মু ও কাশ্মীরে কমেছে অনুপ্রবেশ ও সন্ত্রাসী হামলা : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরে অনেকটাই কমে গিয়েছে জঙ্গি অনুপ্রবেশ ও সন্ত্রাসী হামলা। বুধবার রাজ্যসভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে লিখিত জবাবে এমনটাই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই। তিনি জানিয়েছেন, ২০১৮ সালের পর থেকে জম্মু ও কাশ্মীরে নিরন্তর কমেছে অনুপ্রবেশ ও সন্ত্রাসী হামলা। একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, বিগত ১২ মাসে জম্মু ও কাশ্মীরে নিকেশ হয়েছে ১৬৫ জন জঙ্গি।
রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই আরও জানিয়েছেন, ২০২০ সালের অক্টোবর মাস থেকে ২০২১ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরে বিভিন্ন অভিযানে শহিদ হয়েছেন সুরক্ষা বাহিনীর ৩২ জন জওয়ান এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের ১৯ জন জওয়ান। তিনি লিখিত জবাবে আরও জানিয়েছেন, ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত বিগত ১২ মাসে জম্মু ও কাশ্মীরে ১৪ জন জঙ্গিকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং ১৬৫ জন সন্ত্রাসবাদী নিকেশ হয়েছে।

পুলওয়ামা এনকাউন্টারে নিকেশ দুই জইশ জঙ্গি ফের বড় সাফল্য পুলিশের

শ্রীনগর, ১ ডিসেম্বর (হি.স.): কাশ্মীরে জঙ্গি নিকেশ অভিযানে ফের বড়সড় সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে দুই জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি। নিহত জঙ্গিদের নাম-শীর্ষ জইশ কমান্ডার ইয়াসির পাররে এবং বিদেশি জঙ্গি ফুরকান।
কাশ্মীরের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (আইজিপি) বিজয় কুমার জানিয়েছেন, জইশ কমান্ডার ইয়াসির পাররে একজন আইইডি বিশেষজ্ঞ ছিল। উভয় জঙ্গি বেশ কয়েকটি সন্ত্রাসী অপরাধের মামলায় জড়িত ছিল।
কাশ্মীর জোন পুলিশ জানিয়েছে, বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া যায় পুলওয়ামা জেলার কাসবায়ার এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে কয়েকজন সন্ত্রাসবাদী। সেই খবর পাওয়ার পর বুধবার ভোররাত থেকে ওই এলাকায় অভিযান চালায় সিআরপিএফ, পুলিশ ও সেনাবাহিনী।
অভিযান চলাকালীন সুরক্ষা বাহিনী ও জঙ্গিদের মধ্যে শুরু হয় এলোপাথাড়ি গুলির লড়াই। গুলিতে নিকেশ হয়েছে দুই জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি। এই অভিযানকে বড়সড় সাফল্য আখ্যা দিয়েছেন কাশ্মীরের আইজিপি বিজয় কুমার।

দূরত্ব কমবে দিল্লি ও দেহরাদূনের মধ্যে করিডরের শিলান্যাস করবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর (হি.স.): আগামী শনিবার, ৪ ডিসেম্বর উত্তরাখণ্ডের দেহরাদূনে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেহরাদূনে গিয়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। এর মধ্যে রয়েছে দিল্লি-দেহরাদূন ইকোনোমিক করিডরও। এই করিডর দূরত্ব কমাবে দিল্লি ও দেহরাদূনের মধ্যে। বুধবার প্রধানমন্ত্রীর দফতর (পিএমও) থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ৪ ডিসেম্বর উত্তরাখণ্ডের দেহরাদূনে যাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখানে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। এর মধ্যে রয়েছে দিল্লি-দেহরাদূন ইকোনোমিক করিডর। ৮,৩০০ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি করা হবে দিল্লি-দেহরাদূন অর্থনৈতিক করিডর।
পিএমও আরও জানিয়েছে, দিল্লি-দেহরাদূন অর্থনৈতিক করিডর তৈরি হয়ে গেলে দিল্লি ও দেহরাদূনের মধ্যে ভ্রমণের সময় অনেকটাই কমবে। এখন দিল্লি থেকে দেহরাদূনে যেতে সময় লাগে ৬ ঘন্টা, দিল্লি-দেহরাদূন অর্থনৈতিক করিডর চালু হয়ে গেলে ৬ ঘন্টার পরিবর্তে সময় লাগবে মাত্র আড়াই ঘন্টা। এই করিডরে হরিদ্বার, মুজফরনগর, শামলি, যমুনানগর, বাঘপত, মেরঠ এবং বারাউতের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ৭টি প্রধান ইন্টারচেঞ্জ থাকবে।

সততার ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১ ডিসেম্বর।। সমাজে সততা ও মানবতা হারিয়ে যায়নি। সততা ও মানবিকতা আছে বলেই সমাজ ব্যবস্থা টিকে রয়েছে।তেলিয়ামুড়া থানাধীন করইলং এলাকার গৃহশিক্ষক রাস্তার পাশে কুড়িয়ে পাওয়া ব্যাগ ভর্তি টাকা সহ ব্যাক্তি ফিরিয়ে দিয়ে মহত্ত্বের পরিচয় দিলেন ফের মানবিকতার পরিচয় দিল এক গৃহশিক্ষক। টাকা ভর্তি ব্যাগ পেয়েও মানবিকতার পরিচয় দিয়ে ফিরিয়ে দিলো রাস্তায় পাওয়া টাকার ব্যাগ। ঘটনা বুধবার তেলিয়ামুড়া থানাধীন করইলং এলাকায়।
সংবাদে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া থানাধীন তুইচিন্দ্রাই এলাকার বাসিন্দা স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ইন্দ্র ভূষণ দেবনাথ তুইচিন্দ্রাই আনন্দ মার্গ প্রাইমারি স্কুলের টাকা নিয়ে স্কুলে যাচ্ছিলো।তেলিয়ামুড়া থেকে স্কুলে যাওয়ার পথে বাইক থেকে ছিড়ে পড়ে যায় ৬২০০০ টাকাসহ স্কুলের গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র করইলংস্থিত জাতীয় সড়কের পাশে। এক গৃহশিক্ষক মিঠু দেবনাথ ওই ব্যাগটিকে দেখতে পেয়ে গৌতম ঘোষ নামে এক ব্যক্তির দোকানে রেখে টিউশনিতে চলে যায়।
টিউশন থেকে ফিরে এসে ব্যাগটিকে খুলে দেখতে পায় ব্যাগের মধ্যে টাকা রয়েছে এবং কিছু স্কুলের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র রয়েছে। স্কুলের নাম ও ঠিকানা দেখতে পেয়ে খবর দেয় স্কুলের এক শিক্ষককে। শিক্ষক ইন্দ্রভূষন দেবনাথকে জানায় যে ব্যাগটি উনি হারিয়েছিলেন সেই ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে করইলং এলাকায়। ইন্দভূষণ দেবনাথ মিঠু দেবনাথ এর সাথে দেখা করেন।
ব্যাগে থাকা টাকা সহ জরুরী কাগজপত্র মিঠু দেবনাথ ইন্দভূষণ দেবনাথের হাতে তুলে দেন।এদিকে এই মানবিকতার পরিচয় দেওয়াতে গৃহশিক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন ইন্দ্র ভূষণ দেবনাথ। প্রশংসায় পঞ্চমুখ এলাকার মানুষজন। গৃহশিক্ষক হয়েও তিনি একজন প্রকৃত শিক্ষক এর পরিচয় দিয়েছেন বলে অনেকেই অভিমত ব্যক্ত করেছেন

সংসদের একটি ঘরে আগুন, দমকলের তৎপরতায় দ্রুত নিয়ন্ত্রণে

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর (হি.স.): আগুন লাগল সংসদ চত্বরের একটি ঘরে। বুধবার সকাল আটটা নাগাদ সংসদের ৫৯ নম্বর ঘরে আগুন লাগে। যদিও, দমকলের তৎপরতায় দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। কীভাবে আগুন লাগল, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। সেই সময় ওই ঘরে কেউ ছিলেন না বলেই জানা গিয়েছে। তাছাড়া সংসদের অধিবেশনও শুরু হয়নি। দমকল সূত্রের খবর, বুধবার সকাল আটটা নাগাদ সংসদের ৫৯ নম্বর ঘরে আগুন লাগে।

মাওবাদী হিংসার ঘটনা ২০০৯ সালের তুলনায় অনেকটাই কম, সংসদে দাবী

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর (হি. স.) : ২০০৯ সালে দেশে মাওবাদী হিংসার ঘটনা ছিল সর্বোচ্চ। ২০২০-তে সেখান থেকে ৭০ শতাংশ নেমে এসেছে। বুধবার রাজ্যসভায় এমনই তথ্য পেশ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই।
মন্ত্রী জানান, ২০০৯ সালে দেশে ২,২৫৮টি মাওবাদী হিংসার ঘটনা ঘটেছিল, যা সর্বকালের সর্বোচ্চ। ২০২০ সালে সেখান থেকে ৭০ শতাংশ কমে মাও হামলার ঘটনা ৬৬৫-তে নেমে এসেছে। বিজেপি সাংসদ বিজয় পাল সিংহ তোমর ভারতে মাওবাদী হিংসার ঘটনা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে। তাঁর প্রশ্নের জবাবেই এই পরিসংখ্যান তুলে ধরেন স্বরাষ্ট্রপ্রতিমন্ত্রী। মন্ত্রী বলেন, "নিরাপত্তা বাহিনী-সহ সাধারণ মানুষ এবং জনসাধারণের সম্পত্তিকেও লক্ষ্যবস্তু করে বাম চরমপন্থীরা। তবে, ২০০৯ সালে তাদের সংঘটিত হিংসার ঘটনা সর্বকালের সর্বোচ্চ ২,২৫৮ থেকে ৭০ শতাংশ কমে ২০২০ সালে ঠেকেছে ৬৬৫-তে"।
মাওবাদী হামলার ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা কমেছে কি না, সে প্রশ্নও করা হয় মন্ত্রীকে। জবাবে মন্ত্রী জানান, "একই ভাবে, সাধারণ মানুষ এবং নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মীদের মৃত্যু, উভয়ই ৮০ শতাংশ কমেছে। ২০১০ সালে মৃতের সংখ্যা ছিল ১০০৫, যা সর্বকালের সর্বোচ্চ। ২০২০-তে তা ১৮৩"। মন্ত্রী জানান, "মাও হামলার ভৌগলিক বিস্তার সংকুচিত হয়েছে। ২০১৩ সালে দেশের ১০টি রাজ্যের ৭৬টি জেলায় বাম চরমপন্থীদের কার্যকলাপ বজায় ছিল। ২০২১-এ তা ৯টি রাজ্যেক ৫৩টি জেলায় তা সীমাবদ্ধ রয়েছে"।

ভীমা কোরেগাঁও মামলায় সুধা ভরদ্বাজের জামিন মঞ্জুর, বাকি ৮ জনের আবেদন খারিজ

মুম্বই, ১ ডিসেম্বর (হি.স) : ২০১৮-র ভীমা কোরেগাঁও-এলগার প্রসাদ জাতি হিংসার মামলায় বুধবার বিশিষ্ট আইনজীবী --- সমাজকর্মী সুধা ভরদ্বাজের জামিন মঞ্জুর করল বোম্বে হাইকোর্ট। বিচ্যুতিগত কারণে তাঁর জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে। কিন্তু বাকি ৮ আবেদনকারীর জামিন খারিজ করে দিয়েছে বোম্বে হাইকোর্ট। এই ৮ জনের মধ্যে রয়েছেন, ড় পি ভারাভারা রাও, রোনা উইলসন, আইনজীবী সুরেন্দ্র গ্যাডলিং, অধ্যাপিকা সোমা সেন, মহেশ রাউত প্রমুখ। ২০১৮-র জুন থেকে আগস্টের মধ্যে তাঁদের ভীমা কোরেগাঁও মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছিল।
বোম্বে হাইকোর্টের নির্দেশ, ৮ ডিসেম্বর সুধা ভরদ্বাজকে এনআইএ-র আদালতে পেশ করতে হবে। এনআইএ আদালত জামিনের শর্ত ঠিক করবে। এ নিয়ে বিশদ খবর এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। বিচারপতি এস এস শিন্ডে এবং বিচারপতি এনজে জমাদারের ডিভিশন বেঞ্চ ভরদ্বাজের জামিনের আবেদনের রায় ৪ আগস্ট স্থগিত রেখেছিল। ভীমা কোরেগাঁও মামলায় অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত স্ট্যান স্বামীর বিচারও কিন্তু চলছিল এই বোম্বে হাইকোর্টেই। রাষ্ট্রদোহিতা আইনে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা হওয়ায় একাধিকবার তাঁর জামিন আর্জি খারিজ করে দিতে বাধ্য হয় বোম্বে হাইকোর্ট। যদিও হাইকোর্ট প্রশ্ন তোলে, আর কত বছর ধরে নির্দোষ মানুষেরা বিনা বিচারে কারাগারে বন্দি থাকবে? বিচারপতি এস এস শিন্ডে এবং বিচারপতি এনজে জমাদারের বেঞ্চ অভিযুক্তদের সাংবিধানিক ও মৌলিক অধিকার নিয়েও প্রশ্ন তোলে।
হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ, এখনও ঠিক করে চার্জই গঠন করা হয়নি। কতজন সাক্ষীর জবানবন্দি নেওয়া হবে, কতবছর সময় লাগবে, সেই বিষয়ে কারও কোনও ধারণা নেই। বন্দিদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে তাঁরা জানিয়েছিলেন, দ্রুত বিচার পাওয়া মৌলিক অধিকার।

রাজ্যের নানা জায়গায় বিশ্ব এইডস দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১ ডিসেম্বর।। বিশ্ব এইডসদিবস উদযাপন উপলক্ষে উত্তর জেলার পানিসাগর বিবেকানন্দ মুক্ত মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় পানিসাগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং টেরেসা ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের উদ্দ্যোগে আলোচনা সভা।উক্ত আলোচনা সভায় প্রদিপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে শুভ শুচনা করেন সভার সভাপতি তথা উওর জেলার সভাধিপতি শ্রীযুক্ত ভবতোষ দাস মহাশয়।এছাড়াও উপসিত ছিলেন পানিসাগর সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীযুক্ত হোমাগ্নি ভট্টাচার্য মহাশয়,সি,ডি,পি,ও,মঃ আবিদ হুসেইন,এইডস কন্টোল বোর্ডের উওর জেলার প্রজেক্ট অফিসার শ্রীযুক্ত দিপক সোম,পানিসাগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডঃ রাহুল পুরকায়স্থ এবং ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রাম অফিসার শ্রীযুক্ত রুপক নন্দি মহাশয়।
তাছাড়া উক্ত আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন পানিসাগর এলাকার আশা কর্মী,অঙ্গনওয়ারি ওয়ার্কার এবং অঙ্গনওয়ারি হেল্পার সহ সানীয় এলাকার জনগন।অনুষ্ঠানের শুরুতেই সংঘবদ্ধ ভাবে একটি রেলী পানিসাগর বাজারের রাজপথ পরিক্রমা করে বিবেকানন্দ মুক্ত মঞ্চে এসে সমাপ্তি হয়।উক্ত আলোচনা সভা থেকে উপস্থিত অতিথিদের আলোচনায় স্পষ্ট ভাবে গোটা উওর জেলার এইডসসংক্রমণের বিষদে বলেন যে,সমগ্র রাজ্যের এইডসআক্রান্তের মধ্যে উওর জেলা একটি অগ্রনী ভূমিকা পালন করে চলেছে দীর্ঘদিন থেকে।সমগ্র রাজ্যের মধ্যে উওর জেলা টিনএজ বয়সের ড্রাগ সেবন কারিদের বার বারন্তে এই রোগটি ক্রমশই বারবারন্তের দিকে ধাবিত হচ্ছে।বর্তমানে এক সমিক্ষায় দেখাযায় যে,সমগ্র রাজ্যের তথ্যের নিরিখে এইডসনিয়ে গভেষনায় বর্তমানে উওর জেলা শীর্ষে রয়েছে।
তবে আজকের আলোচনা সভায় বিশেষ করে এইডসআক্রান্তদের নিয়ে সমাজে বৈষম্য দূরীকরণ, এইডসনির্মূল করন এবং অতিমারি রুখতে সচেতনতা মুলক বিষয় নিয়ে বিশেষ আলোচনা করেন অতিথিরা।
আজ বিশ্ব এইডস দিবস।আর বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে উত্তরের কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতি হলে ঘটাকরে এইডস বিষয়ক এক বিশেষ আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরা এইডস কন্টোল সোসাইটির অধীন জেলা এইডস নিয়ন্ত্রণ সমিতির উদ্যোগে উত্তর ত্রিপুরা জেলার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির পরিচালনায় কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতি হলে কদমতলা ব্লকের অন্তর্গত বিভিন্ন ক্লাবের প্রতিনিধি, স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও আশাকর্মীদের মধ্যে এই আলোচনা চক্রটি হয়। উক্ত আলোচনা চক্রে উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত সি এম ও ডক্টর শুভাশিস রায়,ডক্টর দেব জ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা পরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাস প্রমুখ।অনুষ্ঠানের শুরুতেই সংঘবদ্ধ ভাবে একটি এইডস সচেতনতামূলক প্লেকার্ড কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।উক্ত আলোচনা সভা থেকে উপস্থিত অতিথিদের আলোচনায় স্পষ্ট ভাবে গোটা উওর জেলার এইডসসংক্রমণের বিষদে বলেন যে,সমগ্র রাজ্যের এইডসআক্রান্তের মধ্যে উওর জেলা একটি অগ্রনী ভূমিকা পালন করে চলেছে।
সেক্ষেত্রে সমগ্র রাজ্যের মধ্যে উওর জেলা উঠতি বয়সের ড্রাগ সেবন কারিদের কারনেই এই রোগটি ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে সমগ্র রাজ্যের তথ্যের নিরিখে এইডসনিয়ে গভেষনায় বর্তমানে উওর জেলা শীর্ষে রয়েছে।তবে এইডস নামক অতিমারি রুখতে সচেতনতা মুলক বিষয় নিয়ে বিশেষ আলোচনা করেন উপস্থিত সকলে।সৎ মেয়েকে ধর্ষনের দায়ে

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।